AN ENEMY OF THE PEOPLE

by Henrik Ibsen

A controversial and world-famous play

Translated and converted into novel

by Asim Chattopadhyay

□ প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৬

□ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা । মডার্ন কলাম । ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

□ মুদ্রাকর : নিমাই চন্দ্র ঘোষ । দি রঘুনাথ প্রিন্টার্স । ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬

□ প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী

দিদি, নাম যার **শিখা**

দাদা, নাম যার **অজয়**

বোন, নাম যার **নিবেদিতা**

এই তিন চোখ-মেলেই-দেখা পথ-সঙ্গীর হাতে

ইবসেন এবং এই কাহিনী—এক নজরে

স্কিয়েন, নরওয়ে, ১৮২৮ সাল। পৃথিবীর খেরোর খাতায় লেখা হল একটা নাম: হেনরিক ইবসেন। সচ্ছল, প্রতিষ্ঠিত পরিবার। কিন্তু জীবনের ভাঁড়ারে বছর আষ্টেক জমা পড়ার আগেই ইবসেনকে দেখতে হল, বুঝতে হল—পরিবার প্রায় নিঃস্ব, দেউলিয়া, মর্যাদাচ্যুত। বাসাবদল: স্কিয়েন থেকে ভেনস্টপ। হয়ত তখনই, বা তার আগেই, ছাঁচ তৈরী হয়েছিল ভবিষ্যৎ-ইবসেনের।

পায়ে পায়ে চলতে চলতে কখন এক অমোঘ, দুর্বার, সব-চাওয়া টান—নাটক—আকর্ষণ করেছিল ইবসেনকে, নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল জীবনের সড়ক, পৃথিবী শ্বাস নিয়েছিল বুক ভরে। ছোটখাট কিছু নাটক পরিচালনা করার পর, ইবসেন পড়তে যান পৃথিবীর পাঠশালায়। ডেনমার্ক, জার্মানী। আত্মস্থ করেন মঞ্চ ব্যবস্থাপনার হরেক কলাকৌশল। ১৮৫১ সালে প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ম্যান্দেন' (মানুষ)। আর, কোন এক না-জানা মুহূর্তে, জীবনের কোন নীল উপত্যকায়, ডানা মেলে সৃষ্টির পাখিরা: নাটক লিখতে শুরু করেন ইবসেন।

প্রথম দিকের নাটকগুলো ঠিক ইবসেনীয় হয়ে উঠতে পারেনি। চৌত্রিশ বছর বয়সে, ১৮৬২ সালে, লেখা 'লাভ্‌স কমেডি' আলোয় আনে ইবসেনকে। তারপর পৃথিবীর তহবিলে একরাশ হীরেদানার সঞ্চয়—পিলারস্‌ অফ্‌ সোসাইটি (১৮৭৭), ডল'স্‌ হাউস (১৮৭৯), ঘোস্টস (১৮৮১), ওয়াইল্ড ডাক্‌ (১৮৮৪), রস্‌মেরস্‌হল্‌ম্‌ (১৮৮৬), লেডি ফ্রম দ্য সী (১৮৮৮), হেড্ডা গ্যাব্‌লার (১৮৯০), মাস্টার বিল্ডার (১৮৯২), লিট্‌ল্‌ এয়ল্‌ফ্‌ (১৮৯৪), জন গ্যাব্রিয়েল বর্কমান (১৮৯৬), হোয়েন উই ডেড অ্যাওয়েকেন (১৮৯৯)। আর, এই মিছিলে ১৮৮২ সালের উজ্জ্বল শরিক 'এনিমি অফ দ্য পিপ্‌ল' (En Folkefiende)।

হেনরিক ইবসেনকে পৃথিবীর মাটি নিজের চৌহদ্দীতে ধরে রাখতে পেরেছিল আটাত্তরটা বছর, ১৮২৮ থেকে শুরু করে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত। বিংশ শতাব্দীর বাতাসে ফুসফুস ভরানোর সুযোগ খুব বেশি দিন পাননি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

১৮৮১ সালে লেখা হয়েছিল 'ঘোস্টস'। সমাজের নীতিবোধের ভিত কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো কিছু বিষয় ছিল এ-নাটকের উপজীব্য। নরওয়ের পাঠক আর সমালোচকরা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল ঘোস্টস-কে, ইবসেনকে। না, সবাই নয়। কেউ কেউ, যেমন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিয়র্নস্টার্ন বিয়র্নসন, দাঁড়িয়েছিলেন আসামী পক্ষে, ঘোস্টস-এর সমর্থনে। কিন্তু সমালোচক আর পাঠকদের নির্মম আক্রমণ ইবসেনকে আহত করেছিল, বিপর্যস্ত করেছিল। হয়ত সেই আঘাত যে অনুরণন তুলেছিল নাট্যকারের চেতনায়, লেখনীর ফলায় তা-ই জন্ম দিয়েছিল এই 'এনিমি অফ দ্য পিপ্‌ল'-এর (অবশ্য এ নাটক লেখা শুরু হয়েছিল ঘোস্টস্‌-এর আগেই)।

পাঁচ অঙ্কের এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র, চিকিৎসক থমাস স্টকমান কি ইবসেনেরই ছায়া? অসম্ভব নয়। যে 'মানবাত্মার বিদ্রোহ'-এর কথা জীবনে বার বার ঘোষণা করেছেন ইবসেন, সেই উপলব্ধির জমিতেই তো পা রেখেছেন থমাস স্টকমানও! এ উপলব্ধি, দ্বিধা কাটিয়ে বলাই থাক, আজও প্রাসঙ্গিক, আজও যুবক।

এ-নাটক লেখার পিছনে দুটি বিশেষ ঘটনা আর একজন বিশেষ মানুষের ছাপ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে—জানিয়েছেন ইবসেনের নাটকের ইংরিজী অনুবাদক জেমস্‌ ওয়াল্টার ম্যাক্‌ফার্লেন। জার্মান বন্ধু আলফ্রেড মেইস্‌নার-এর কাছ থেকে ইবসেন জেনেছিলেন: জনৈক চিকিৎসক তাঁর এলাকায় কলেরা ছড়িয়ে পড়ার খবর ফাঁস করে দেওয়ার ফলে সেই অঞ্চলে পর্যটক আসা ভীষণ কমে গিয়েছিল, আর তার শাস্তিস্বরূপ শহরবাসীদের হাতে চরম নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল চিকিৎসকটিকে। প্রথম ঘটনা এটাই। দ্বিতীয় ঘটনার সময়কাল ১৮৮১-র ফেব্রুয়ারী মাস। সংঘাত বেধেছিল খ্রিশ্চিয়ানিয়া স্টিম কিচেন্‌স্‌-এর সঙ্গে কেমিস্ট হ্যারাল্ড থাউলো-র। প্রকাশ্য জনসভায় ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে নিজের অভিযোগ পড়ে শোনাতে চেয়েছিলেন হ্যারাল্ড। পারেননি। পড়তে দেওয়া হয়নি তাঁকে। কিন্তু দমে যাননি তিনি, ঐ জনসভায় দাঁড়িয়ে এক তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় অভিযুক্ত করেছিলেন কর্তৃপক্ষকে। আর সেই তৃতীয় উপাদান, সেই বিশেষ মানুষ? সাহিত্যিক বিয়র্নস্টার্ন বিয়র্নসন!

মার্কসবাদী তাত্ত্বিক জর্জ প্লেখানভ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ইবসেন প্রসঙ্গে। চিহ্নিত করেছেন তাঁর ভাবনার নানান ভ্রান্তি, ঘাটতি, দুর্বলতা। আর সেই সঙ্গেই জানিয়েছেন শ্রদ্ধা, বলেছেন, 'সুবিধাবাদকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন ইবসেন', জানিয়েছেন—ইবসেন কখনোই প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির সমর্থক ছিলেন না। হ্যাঁ, একটা হতাশাবাদ ছিলই ইবসেনের। তিনি নিজেই বলেছেন—সাধ আর সাধ্য, আকাঙ্খা আর সম্ভাব্যতার বৈপরীত্য তাঁর রচনার একটা প্রধান মোটিফ। প্লেখানভের মতে, এই বৈপরীত্যই ইবসেনের রচনার প্রাণ, কেন্দ্রবিন্দু, আর এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর হতাশাবাদ। হয়ত সেইসঙ্গেই ইবসেনের চিন্তাজগতে ছাপ ফেলেছিলেন ড্যানিশ দার্শনিক সোরেন কির্কেগার্দ।

ইবসেন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন আরও অনেকেই: বার্নার্ড শ, হ্যাভ্‌লক এলিস, জেমস জয়েস, বেনেদিত্তো ক্রোচে, হেনরি জেমস, এরিক বেন্টলে। নাটকের

ইতিহাসে শেক্‌স্‌পীয়ার, মলিয়ের, চেখভ্‌, বার্নার্ড শ, ব্রেশ্‌ট্‌দের সারিতে একটা স্থায়ী জমি চিহ্নিত হয়েছে ,ইবসেনের জন্য।

বাংলা অনুবাদ আর উপন্যাসে রূপান্তর সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। অনুবাদে স্বাধীনতা নিয়েছি অনেকটাই, ভাষাকে সাজিয়েছি অনেকটাই নিজের মতো করে, বাদ দিয়েছি কিছু কথা, কিছু ঘটনা। বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি, কারণ সবটুকু রাখতে চাইলে নাটক হয়, উপন্যাস দাঁড়ায় না। কিন্তু বাদ কিছু দিলেও, নিজে থেকে যোগ করিনি কিছুই। কাহিনীর মূল আদলটাও যেমন ছিল, তেমনই রেখেছি।

আর, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় উচ্চারণভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত নই বলে, বিভিন্ন মানুষ বা জায়গার নামের প্রতিবর্ণীকরণ হয়ত যথাযথ হয়নি। তাতে বোধহয় পাঠক-পাঠিকার খুব একটা অসুবিধে হবে না।

শেষ কথাটা নামকরণ প্রসঙ্গে। এ-কাহিনী অবলম্বনে তাঁর নিজের ভাষায় কন্ট্রোভার্সিয়াল চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন সত্যজিৎ রায়, নাম দিয়েছেন 'গণশত্রু।' শম্ভু মিত্র মঞ্চস্থ করেছিলেন নাটক, 'দশচক্র' নামে। আমরা ইংরিজী নামটাই রেখেছি। আর হ্যাঁ, আবার মনে করিয়ে দিই, এ কাহিনী আজও যুবক, বয়স যার একশ সাত।

অসীম চট্টোপাধ্যায়

১

নরওয়ের শরীর জুড়ে ধীর অথচ নিশ্চিতলয়ে ডানা মেলছে ঝুপ-ঝুপে সাঁঝ। সাঁঝ নামছে দক্ষিণ নরওয়ের সাগরকূল-ঘেঁষা এই ছোট শহরের বুকেও। সেই সাঁঝ-লগনে চিকিৎসক থমাস স্টক্‌মান-এর বাড়িতে এসেছে সাংবাদিক বিলিং। স্টক্‌মান বাড়িতে নেই। তাঁর স্ত্রী ক্যাথরিন পরিচর্যা করছেন অতিথির।

স্টক্‌মানের ছিমছাম সাজানো ঘরে এক চমৎকার রুচিবোধ ছড়িয়ে আছে। সোফা, আয়না, চাদর-ঢাকা ডিম-আকার টেবিল। টেবিলে ঢাকনা লাগানো বাতি আলো ছড়াচ্ছে।

খাওয়ার টেবিলে বসেছে বিলিং। ডিশের ওপর মাংস রেখে, পাত্রটা বিলিং-এর দিকে এগিয়ে দিলেন মিসেস স্টকমান, 'নিন, শুরু করুন। আপনি আর ঘণ্টাখানেক দেরি করে এলে কিন্তু খাবার-দাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যেত।'

মাংসের টুকরোয় কামড় বসিয়ে জবাব দিল বিলিং, 'খাসা হয়েছে কিন্তু মাংসটা!'

টেবিলের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস স্টকমান। হাসলেন তিনি। বললেন, 'আমার স্বামী আবার একেবারে ঘড়ি ধরে খেতে বসেন, জানেনই তো।'

আসলে, অতিথি সাংবাদিকটি একা একা খেতে বসেছে, এতেই সঙ্কোচ বোধ করেছেন ভদ্রমহিলা। বিলিং কিন্তু ব্যাপারটা উড়িয়েই দিল। আরে, একা খাচ্ছে তো হয়েছেটা কী? একা একা খেতেই বরং ভালো লাগে ওর, কেউ বিরক্ত করে না, নিজের মনে দিব্যি তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া যায়।

'তবে আর কথা কি'—মিসেস স্টকমানের গলায় স্বস্তির সুর।

ঠিক তখনই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। মিসেস স্টকমান দরজার

দিকে তাকালেন, 'হোভ্‌স্টাড এলেন বোধহয়।' সুবিখ্যাত সংবাদপত্র 'পিপ্‌ল্‌স্‌ হেরাল্ড'-এর সম্পাদক এই হোভ্‌স্টাড।

'তাই তো মনে হচ্ছে', বিলিং জানায়।

না, হোভ্‌স্টাড নন। এসেছেন পিটার স্টকমান, চিকিৎসক থমাস স্টকমানের বড়ভাই। এ শহরে পিটার স্টকমান এক বিশিষ্ট, ক্ষমতাশালী মানুষ। তিনি শহরের মেয়র, পুলিস প্রধান, স্নানোৎসব বোর্ডের চেয়ারম্যান। পরণে তাঁর ওভারকোট, মাথায় মেয়রের প্রতীকি টুপি, হাতে ছড়ি।

বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে ভ্রাতৃবধূকে সম্ভাষণ জানালেন মেয়র, 'শুভসন্ধ্যা, ক্যাথরিন।'

এগিয়ে গেলেন মিসেস স্টকমান, 'আরে, আপনি। শুভসন্ধ্যা। আসুন আসুন। যাক, তবু ভালো যে মনে করে এসেছেন অন্তত।'

'না, এই এদিক দিয়েই যাচ্ছিলুম আর কি, তা ভাবলুম…'বলতে বলতে খাবার ঘরের দিকে তাকালেন মেয়র, চোখে প্রশ্ন, 'কিন্তু তোমাদের ঘরে তো এখন লোক আছে মনে হচ্ছে।'

ক্যাথরিন স্টকমানের মুখে ছড়িয়ে পড়ল কিছুটা লজ্জার রঙ, 'না না, তেমন কিছু নয়। উনি তো এই সবে এলেন। আচ্ছা, এক কাজ করুন না। আপনিও বরং ওনার সঙ্গে বসে কিছু মুখে দিয়ে নিন।'

প্রস্তাবটা মাঠে মারা গেল। এই ভর সন্ধ্যেবেলায় কোন রান্না-করা খাবারের চেহারা-দর্শন করতেও রাজি নন মেয়র। হজমের গোলযোগ বলে কথা! বেঁচে থাকুক চা-রুটি-মাখন—শরীরেরও উপকার, অর্থেরও সাশ্রয়।

মিসেস স্টকমানের ঠোঁটের কোণে হাসির ভাঁজ, 'তাহলে আমি আর থমাস খুব অপব্যয়ী বলুন!

ঘাড় নাড়েন মেয়র, 'না না, তুমি মোটেই অপব্যয়ী নও ক্যাথরিন। না, তা আমি বলতে পারব না। তা, থমাস কোথায়? বাড়িতে নেই নাকি?'

ভ্রাতৃবধূ জানালেন, তাঁর স্বামী খাওয়া-দাওয়ার পর ছেলেদের নিয়ে

একটু হাঁটতে বেরিয়েছেন। মেয়র হাসলেন। আরে দূর দূর, ও-সব হাঁটাহাঁটিতে ঘণ্টা উপকার হয়!

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। গৃহকর্ত্রীর আহ্বানে ঘরে পা রাখলেন 'পিপ্‌ল্‌স্‌ হেরাল্ড'-এর সম্পাদক হোভস্টাড। সম্ভাষণ জানালেন মিসেস স্টকমান, 'আসুন আসুন। এত দেরি হল যে?

দেরির কারণটা ব্যক্ত করলেন সম্পাদক। ছাপাখানার কাছে একটু আটকে পড়েছিলেন আর কি। অতঃপর, মেয়রের দিকে তাকালেন হোভস্টাড, 'শুভসন্ধ্যা, মেয়র।'

মেয়রের গলায় কাঠিন্যের ছোঁয়া, 'শুভসন্ধ্যা। তা, বিশেষ কোন কাজ-টাজের জন্যই আগমন নিশ্চয়?'

সে আর বলতে! কাজ আছে বৈকি। ঐ, কাগজের একটা লেখার ব্যাপারেই আসতে হয়েছে হোভস্টাডকে।

মাথা নাড়েন মেয়র, সে আমি আগেই বুঝেছি। আমার ভাইটি তো আপনাদের কাগজে হামেশাই লেখা-টেখা দেয়।'

হোভস্টাড বিনয়ী, 'তা যা বলেছেন। দারুণ কোন বিষয় মাথায় এলেই উনি আমাদের কাগজের জন্য একটা লেখা তৈরি করে ফেলেন।'

গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এলেন মিসেস স্টকমান। খাবার-ঘরের দিকে ইশারা করে হোভস্টাডকে বললেন, 'কিন্তু, মানে, ওদিকের কাজটা…'

হোভস্টাডের আগেই মুখ খুললেন মেয়র, 'তা তো লিখতেই পারে, একশবার পারে। থমাস যদি তার পাঠকদের জন্য লিখতে চায়, তো লিখুক না। আমি বাধা দেবার কে? আর আপনাদের কাগজের ওপর আমার কোন ব্যক্তিগত রাগ-ঝালও নেই মশাই।'

মেনে নিলেন সম্পাদক, 'তা তো বটেই। কেনই বা থাকবে!'

মেয়র তখন অনর্গল। অনেক কথা উগ্‌রে চললেন একটানা। এই শহরটার লোকজনরা খুবই সহিষ্ণু প্রকৃতির, এ শহর নিয়ে তাদের একটা বিরাট গর্ব আছে। আর তাই তো সকলে বছরে একবার

করে এক জায়গায় মিলিত হয়, সে ব্যাপারে সমস্ত চিন্তাশীল মানুষই অংশ নেয় সমানভাবে, উদ্যোগ নেয়……

তোড়ের মাঝে মুখ খুললেন হোভস্টাড, 'মানে ঐ স্নানোৎসবের কথা বলছেন তো?'

মেয়র খুশি. 'হ্যাঁ, আমাদের এই নতুন জমকালো স্নানোৎসবের কথাই বলছি। শুনে রাখুন, এ শহরের উন্নতি নির্ভর করছে ঐ স্নানোৎসবের ওপরেই! হ্যাঁ, এর কোন নড়চড় নেই!'

সায় দিলেন মিসেস স্টকমান, 'থমাসও তা-ই বলে।'

ফিরিস্তি দিয়ে চললেন মেয়র। ঐ স্নানোৎসবের দৌলতে কত-কী উন্নতি হয়েছে এ শহরের। গত দু'এক বছরের মধ্যেই কত-না পরিবর্তন! লোকের হাতে যথেষ্ট অর্থ এসেছে, তাদের উৎসাহও বেড়ে গেছে। জমি আর সম্পত্তির দাম বেড়ে চলেছে দিন দিন।

হোভস্টাড ঠেকা দিলেন, 'আর বেকারত্ব কমছে।'

মেয়র একমত। বেকারত্ব কমছে তো বটেই। গরীবের সংখ্যা কমছে, বড়লোকদের ওপর চাপও কমে যাচ্ছে। এ বছর একটা যুৎসই গ্রীষ্মকাল পাওয়া গেলে সে চাপ আরও কমে যাবে। মানে, যদি অনেক পর্যটক আসে, আসে অনেক স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধারকারী। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়বে এ শহরের নাম, যশ, খ্যাতি।

'লোকে বলাবলি করছে, সে সম্ভাবনা নাকি বেশ উজ্জ্বল'—তালে ভুল নেই হোভস্টাডের।

খুবই উজ্জ্বল—মেয়রের দৃপ্ত ঘোষণা। এখানকার থাকা-খাওয়া-ঘোরা-ফেরার বন্দোবস্ত জানতে চেয়ে প্রতিদিনই গাদাগাদা চিঠি আসছে।

সম্পাদক ঘাড় নাড়লেন, 'বাহ্! তাহলে তো ডাক্তার স্টকমানের প্রবন্ধটা এখন বাজারে ভালোই খাবে!'

মেয়র অনুসন্ধিৎসু, 'ও কি এ ব্যাপারে কিছু লিখছে-টিখছে নাকি?'

সম্পাদক জানালেন, 'না, এ প্রবন্ধটা উনি শীতকালে লিখেছিলেন। লেখার মধ্যে এই স্নানোৎসবের একট বিবরণ আছে, আর তারই সঙ্গে জায়গাটাকে উনি এমনিতে বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা বলেও

সুপারিশ করেছেন। তবে প্রবন্ধটা আমি তখন ইচ্ছে করেই ছাপি নি আর কি।'

মেয়র সন্দেহ প্রকাশ করলেন, 'কেন? লেখাটার মধ্যে কোন গোলমেলে কথা-টথা আছে নাকি?'

আরে না না, গোলমেলে কিছু নেই—সম্পাদকের ব্যাখ্যা তৈয়ার। আসলে লেখাটা তিনি বসন্তকালেই ছাপতে চেয়েছিলেন। এই সময়েই লোকে গ্রীষ্মের ছুটির স্বপ্ন দেখতে শুরু করে কি না!

মেয়র খুব খুশি। হ্যাঁ, এই না হলে সম্পাদক!

মিসেস স্টকমানের গলা শোনা গেল, 'আর ঐ স্নানোৎসবের ব্যাপারে তো থমাসের উৎসাহের অন্ত নেই।'

মেয়র একমত। সত্যিই থমাস খুব উৎসাহী এ ব্যাপারে। ওখানকার একজন পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে এটা ওর দায়িত্বও বটে—মেয়রের অভিমত।

হোভস্টাড মনে করিয়ে দিলেন—এই স্নানোৎবের ব্যাপারটা ডাক্তার স্টকমানই প্রথম শুরু করেছিলেন। কিন্তু এই কথাটায়, পুরো কৃতিত্বটা শুধু ছোটভাইয়ের জন্য বরাদ্দ করার ব্যাপারটাতে, আপত্তি আছে মেয়রের। স্নানোৎসব শুরু করার কাজে তাঁরও যথেষ্ট অবদান ছিল—ঘোষণায় তিনি নির্দ্বিধ। মেনে নিলেন সম্পাদকও। মেয়রের অবদান ছিল বৈকি, একশবার ছিল। তবে আইডিয়াটা প্রথম ডাক্তার স্টকমানের মাথাতেই এসেছিল, এই আর কি।

'আইডিয়া', মেয়র মুখর, 'হ্যাঁ, তা ওর আছে, গাদা-গুচ্ছের আছে। আর ঐটেই তো কাল হয়েছে ওর। শুধু আইডিয়া গজালেই তো চলে না, কাজ দরকার, কাজ! আর কাজ করতে হলে চাই অন্য লোক। এ বাড়ির লোকেরা.....'

প্রসঙ্গটা থামাতে চেয়ে, সম্পাদককে খাওয়ার টেবিলে বসার আমন্ত্রণ জানালেন ক্যাথরিন, চটপট। খাবার-ঘরের দিকে পা বাড়ালেন হোভস্টাড। মেয়রের গলায় ব্যঙ্গ ফুটল, 'যত্তোসব চাষাভূষোর কারবার! মাথায় ঘিলু বলতে এক ছটাকও নেই।'

কথা বললেন ক্যাথরিন, 'যেতে দিন। আচ্ছা, আপনি আর থমাস কি কৃতিত্বটা ভাগাভাগি করে নিতে পারেন না? হাজার হোক, আপনারা পরস্পরের আপন ভাই তো বটে।'

'আমি চাইলেই যে সবাই তাই চাইবে, তার কী মানে আছে?'

প্রতিবাদ না করে পারেন না ক্যাথরিন। থমাস তো কখনোই সব কৃতিত্বটা একা নিতে চায় না।

দরজায় শব্দ। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেন ক্যাথরিন। ঘরে পা রাখেন ডাঃ থমাস স্টকমান। সঙ্গে তাঁর দুই ছেলে আর ক্যাপ্টেন হর্স্টার। স্ত্রীর দিকে তাকান ডাঃ স্টকমান, মুখে হাসি, 'দ্যাখো, আর একজন অতিথিকে ধরে নিয়ে এসেছি। কি, ভালো করিনি? আরে, কোটটা খুলে ফেলুন ক্যাপ্টেন। বুঝলে ক্যাথরিন, রাস্তায় দেখা হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। নিয়ে এলুম টেনে। চলুন চলুন ক্যাপ্টেন, একটু রোষ্ট বীফ হয়ে যাক……'

হর্স্টার এগিয়ে যান খাবার-ঘরের দিকে। সঙ্গে এজ্‌লিফ আর মর্টেন ডাঃ স্টকমানের দুই পুত্র। প্রথম জনের বয়স তেরো, দ্বিতীয় জনের দশ। ওদের পিছু পিছু এগোন থমাসও।

বিব্রত ক্যাথরিন, ডাকতে বাধ্য হন স্বামীকে, 'এই যে, শুনছো, দেখছো না……'

ঘুরে দাঁড়ান চিকিৎসক, 'আরে পিটার, তুমি? কতক্ষণ?' বলতে বলতে এগিয়ে আসেন তিনি, করমর্দন করেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে।

মেয়র জানান, আর বসার সময় নেই তাঁর। এবার উঠতে হবে। চিকিৎসক নাছোড়। উঠতে দিচ্ছেটা কে? বিশেষ কিছু পানীয়র ব্যবস্থা আছে। গরম গরম টডি! সেটুকু গলায় না ঢেলে ওঠা-ফোঠা হচ্ছে না মেয়রের। উঠে গেলেন ক্যাথরিন। টডির কেটলি বসানোই আছে উনুনে, শুধু নিয়ে আসার ওয়াস্তা। আপত্তি ফুটল মেয়রের গলায়, 'না না, ও-সব মদের আড্ডায় আমি নেই।'

'মদের আড্ডা? মোটেই নয়'—চিকিৎসক প্রতিবাদী।

আবার ঘরের দিকে চোখ পাতলেন মেয়র, 'হুঁ'। কিন্তু ও লোকগুলো

অত গিলছে কী করে, বলতে পারো ?'

চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণ আলাদা। যুবকরা তো একটু বেশি খাবেই। এটাই তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ওদের চাই খাদ্য, আরও বেশি খাদ্য। তবেই গড়ে উঠবে শক্তি. তবেই ওরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে নরওয়েকে। যৌবনই তো হচ্ছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, এক নতুন জীবনের জয়-ঘোষণার লগ্ন (মেয়র একমত নন)। এখানে, এই শহরে. আজও জীবন আছে, প্রতিশ্রুতি আছে, অনেক অনেক কাজ করার আছে। বলতে বলতে গলা চড়ালেন চিকিৎসক, 'ক্যাথরিন, পিওন এসেছিল নাকি ?'

খাবার-ঘর থেকে সাড়া দিলেন চিকিৎসক-জায়া, 'না, পিওন-টিওন আসেনি।'

আবার-নিজের কথায় ফিরলেন থমাস। একসময়, সেই উত্তরাঞ্চলে থাকার সময়, অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। এখন আর সেই কষ্ট-রাতের ছায়া নেই। এসেছে স্বচ্ছলতা। তাই আজ অতিথিদের মাংস খাওয়ানো যাচ্ছে। নতুন টেবিল-ঢাকা এসেছে (মেয়র দেখেছেন)। কেনা গেছে একটা আলোক-ঢাকনিও। সব মিলিয়ে ঘরটা এখন একটু ভদ্রস্থ হয়েছে, চোখ মেলে তাকানো যাচ্ছে ঘরটার দিকে।

মেয়র গম্ভীর, 'হুঁ', এ-সব বিলাসের খরচ যারা পোষাতে পারে, তাদের পক্ষে অবশ্য—'

চিকিৎসক মেনে নেন একবাক্যে। হ্যাঁ, তিনি পারেন। ক্যাথরিন বলে, তাঁদের আয়-ব্যয় নাকি এখন প্রায় সমান সমান। তা, একজন বিজ্ঞানীর তো একটু স্বাচ্ছন্দ্য দরকারই! একজন পাতি ব্যবসায়ীও সারা বছরে তাঁর চেয়ে বেশি খরচ করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু, সামর্থ কম হলেও. বাড়িতে লোকজন না এলে সবকিছু যেন বিস্বাদ লাগে তাঁর। জীবনের জন্যে দরকার সঙ্গ, বিশেষত উৎসাহী যুবকদের সঙ্গ। তারাই আসে তাঁর ঘরে, আজও এসেছে, এখন যারা খাওয়ার টেবিলে। সম্পাদক হোভস্টাডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়

থাকলে পিটার বুঝতে পারতেন……
পিটার মুখ খুললেন, 'হোভস্টাড তো তোমার আর একটা লেখা ছাপবে বলছিল।'
'লেখা ? আমার লেখা ?'
ভাইকে মনে করিয়ে দিলেন মেয়র, 'ঐ স্নানোৎসব নিয়ে যে লেখাটা লিখেছিলে আর কি। মানে, ঐ যেটা সেই শীতকালে লিখেছিলে, সেইটা।'
মনে পড়ল চিকিৎসকের। ও, ঐটা! কিন্তু ও-লেখাটা ঠিক এক্ষুণি ছাপতে দেওয়ার ইচ্ছে নেই তাঁর। ভাইয়ের কথা শুনে মেয়র অবাক। ছাপতে না দেওয়ার কী আছে! এখনই তো লেখাটা ছাপা হলে ভালো হয়। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে চিকিৎসক জানালেন, 'হ্যাঁ, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অবশ্য সেটাই ভালো ছিল, কিন্তু এখন……'
তীক্ষ্ণচোখে চিকিৎসকের দিকে তাকালেন মেয়র, 'তা, এখন পরিস্থিতিটা হঠাৎ অস্বাভাবিক হয়ে উঠল কী করে শুনি।'
স্থির হয়ে দাঁড়ালেন থমাস স্টকমান। না, সে-কথা তিনি এখনই বলতে পারছেন না পিটারকে, অন্তত আজ সন্ধ্যায় তো নয়ই। অনেক কিছুই অস্বাভাবিক হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে, আবার একেবারেই কিছু না-ও ঘটতে পারে। বলা যায় না, হয়ত সবটাই তাঁর কল্পনা মাত্র।
থমাসের কথার মধ্যে কেমন যেন রহস্যের গন্ধ পেলেন মেয়র। হচ্ছেটা কী? তাঁকে কিচ্ছু না জানিয়ে কিছু একটা চলছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু থমাস যেন মনে রাখে, তিনিই ঐ স্নানোৎসব বোর্ডের চেয়ারম্যান! ইচ্ছে করলে…তাঁর কথার মাঝ-পথে বাধা দিলেন চিকিৎসক, রণং দেহি, 'ভুলে যেয়ো না পিটার, আমিও', আবার শান্ত হয়ে গেলেন 'থাক। এভাবে পরস্পরকে খোঁচা দিয়ে কী লাভ পিটার?'
মেয়রের মেজাজ অত সহজে শান্ত হয় না। খোঁচা? না, কারুকে খোঁচা-টোঁচা দেওয়া তাঁর আদত নয়। কিন্তু একটা কথা বলতে তিনি

বাধ্য—সব কাজ ঠিক ঠিক উপায়ে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মারফৎই হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে কোন লুকোছাপা তিনি বরদাস্ত করতে রাজি নন।

চিকিৎসক বিস্মিত। তিনি আবার লুকোছাপাটা করলেন কখন?

ভাইয়ের বিস্ময়ের প্রত্যুত্তরে মেয়র জানালেন—লুকোছাপা না হোক, সব জিনিসকে নিজের হাতে নেওয়াটা থমাসের একটা সাবেক বদভ্যাস। এ-রকম অভ্যাস যে-কোন সুশৃঙ্খল সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে। ব্যক্তিকে সবসময়ই সমষ্টির ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে হয়, সমষ্টির কল্যাণের দায়িত্ব যে কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত রয়েছে, তাকে মেনে চলতে হয়।

চিকিৎসকের জিজ্ঞাসা, 'তা না হয় হল। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। কারণ ঠিক এই ব্যাপারটাই তুমি বুঝতে চাইছো না। তবে মনে রেখো, এই হঠকারিতার ফল তোমাকে একদিন-না-একদিন পেতেই হবে—এই বলে দিলুম। চলি।'

থমাস স্টকমানের গলায় তরল ছোঁয়া, 'আরে, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? কী-সব যা-তা বকছো?'

মেয়র গম্ভীর, 'না, যা-তা বকা আমার স্বভাব নয়। যাইহোক, আমি এখন চলি, বিদায়।' বলতে বলতে খাবার-ঘরের দিকে তাকিয়ে গলা চড়ালেন, 'বিদায় ক্যাথরিন, বিদায় ভদ্রমহোদয়গণ।'

বেরিয়ে গেলেন পিটার স্টকমান। খাবার-ঘর, থেকে স্বামীর কাছে এগিয়ে এলেন ক্যাথারিন। শুধোলেন, 'উনি চলে গেলেন নাকি?'

চিকিৎসক নির্বিকার, 'গেলেন। খুব অসন্তুষ্ট হয়েই গেলেন।'

ক্যাথরিন একটু উদ্বিগ্ন হন। এতক্ষণ করছিলটা কী দু ভায়ে মিলে?

চিকিৎসক একই রকম নির্বিকার, 'কিছুই না। যথা সময়ের আগে ওর কাছে কিছু ফাঁস করতে আমি নারাজ।'

ক্যাথরিন বিস্মিতা। কী ফাঁস করার কথা বলছে থমাস? না, সে-কথা এখন স্ত্রীর কাছেও বলতে রাজি নন স্টকমান। তাঁর শুধু ভাবনা,

'আহ্, পিওনটা যে কেন এল না! ঝামেলায় ফেললে দেখছি।'
অতিথিদের খাওয়া ততক্ষণে শেষ। বসার ঘরে চলে এলেন হোভস্টাড, হর্স্টার আর বিলিং। তাদের পিছু পিছু থমাসের পুত্রদ্বয়—এজ্‌লিফ আর মর্টেন।
বিলিং এর মেজাজ শরীফ। অহো, এই না হলে খানা! খেয়ে-দেয়ে নিজেকে যেন এক নয়া আদমী বলে মনে হচ্ছে ওর। সম্পাদক হোভস্টাড বুঝি একটু চিন্তিত। মেয়রের ব্যাপারটা তাঁর চোখ এড়ায় নি। ঠিক যেন খোশমেজাজে ছিলেন না মেয়র। চিকিৎসকের উত্তর তৈয়ার, 'পেট, পেট! হজমের গোলমাল আর কি, বুঝলেন না!'
হোভস্টাড হাসলেন, 'হুঁ', বুঝা গেল! হেরাল্ড কাগজের পক্ষ থেকে আসা আমাদেঅ এই দুজনকেই আসলে ঠিকমতো হজম করতে পারেননি উনি।'
মিসেস স্টকমান প্রশ্ন রাখেন, 'কিন্তু ওনার সঙ্গে তো দিব্যি গল্প করছিলেন আপনারা!'
সম্পাদক সহমত, 'তা করছিলুম। কিন্তু আসলে ওটা একটা সাময়িক যুদ্ধবিরতি আর কি।'
বিলিং উৎফুল্ল, 'অ্যায়-অ্যায়! এই লাখ কথার এক কথা বলেছেন হোভস্টাড।'
না না, ঠিক এভাবে দেখতে রাজি নন থমাস। হাজার হোক, জীবনে পিটার একেবারে নিঃসঙ্গ, একা। বেচারা! একটু নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেওয়ার মতো নিজস্ব কোন ঘরই নেই মানুষটার! কাজ কাজ আর কাজ। আর দিনরাত শুধু চা আর চা। ওর দিকটাও একটু ভাবা উচিত সকলের। সে যাকগে, এখন ক্যাথরিন একটু পানীয়-টানীয় আনলে মন্দ হয় না।
টেবিলের চারধারে গোল হয়ে বসলেন সকলে। পানীয় নিয়ে এলেন ক্যাথরিন। অ্যারাক, রাম আর কইন্যাক। ঢালো, মেশাও আর খাও। ওহ্ হো, একটু ধূমপান যে করা দরকার! এজলিফকে ভেতরের ঘর থেকে সিগারের বাক্স আনতে পাঠালেন থমাস, মর্টেনকে বললেন

পাইপটা নিয়ে আসতে। চলে গেল দু'ভাই। আর সেই অবসরে নিজের সন্দেহটা ব্যক্ত করলেন চিকিৎসক, 'আমার মনে হয় এজলিফটা মাঝে-মধ্যে লুকিয়ে এক-আধটা সিগার-টিগার ফোঁকে। আমার বাক্স থেকেই সরায় আর কি। বুঝি আমি সবই, কিন্তু সেটা আর ওকে জানতে দিই না।'

এসে গেল সিগার, এসে গেল পাইপ। ছড়িয়ে পড়ল ধোঁয়ার জাল। প্রত্যেকের হাতে পানীয়। পরস্পরের স্বাস্থ্য-কামনা। মিসেস স্টকমান এ দলে নেই। কী-একটা সেলাই করছেন তিনি। সেলাই করতে করতেই, ক্যাপ্টেন হর্স্টারকে শুধোলেন, 'আপনার জাহাজ কি শিগগিরই আবার যাত্রা করবে নাকি, ক্যাপ্টেন?'

'হ্যাঁ, সামনের সপ্তাহেই সব গোছগাছ হয়ে যাবে'—হর্স্টার জানান।

'এবার যাচ্ছেন কোথায়? আমেরিকা?'

হর্স্টার সায় দেন, 'সে-রকমই তো ইচ্ছে আছে।'

বিলিং বিস্ময় প্রকাশ করে। এখন চলে গেলে পুর নির্বাচনে ভোট দেবেন কী করে ক্যাপ্টেন? নির্বাচন তো এসে গেল বলে! ক্যাপ্টেন নির্বিকার। ভোট আসছে কি না, তা-ও তিনি জানেন না, ও ব্যাপারে তাঁর কোন মাথাব্যথাও নেই।

বিলিং হতাশ। সে আবার কী? হাজার হোক, ভোট বলে কথা। ভোট দেওয়াটা নাগরিক মাত্রেরই কর্তব্য। হাসেন ক্যাপ্টেন। কর্তব্য? কাদের? গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে যাদের ধারণাই নেই, তাদেরও? প্রতিবাদ না করে পারে না বিলিং। কোন ধারণা না থাকা বলতে কী বোঝাতে চাইছেন ক্যাপ্টেন? আসলে সমাজটা তো হচ্ছে একটা জাহাজের মতন, সেটাকে ঠিক ঠিক দিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে প্রত্যেকেরই হাত লাগানো উচিত, নয় কি? না, পোড়-খাওয়া জাহাজী হর্স্টার একমত নন। বিলিং-এর কথাটা ডাঙার ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে, কিন্তু সমুদ্রে, থৈ-হীন পার-হীন বিপদ-ভরা সমুদ্রে তা অকেজো। প্রত্যেকে হাত লাগতে চাইলে জাহাজ

চলবে না, ডুববে।

নাহ্, এইসব জাহাজী লোকেরা ডাঙার ব্যাপার-স্যাপারকে যেন কেয়ারই করে না—সম্পাদকের মন্তব্য শোনা গেল। নিজের মতটা জানাতে ভুললেন না চিকিৎসকও। তাঁর মতে, জাহাজীরা হচ্ছে অনেকটা উড়ন্ত পাখির মতো। তারপর প্রশ্ন, 'তা, মিষ্টার হোভস্টাড, কালকের কাগজে জবর খবর কী কী থাকছে?'

সামনে পুর নির্বাচন। ঐ-সব টুকটাক খবরই থাকছে আর কি! তবে, পরশুর কাগজে চিকিৎসকের লেখাটা ছাপার কথা ভাবছেন সম্পাদক।

'না না, এখন নয়,' বাধা দেন চিকিৎসক, 'এক্ষুনি ওটা ছাপবেন না। আর একটু সবুর করুন।'

সবুর আবার কিসের? কাগজে এখন জায়গাও পাওয়া যাচ্ছে, সময়টাও উপযুক্ত……

থমাস স্টকম্যানের মুখে হালকা হাসি, 'আপনার কথা আমি মানছি। তবু, একটু সবুর যে করতেই হবে সম্পাদক। পরে সব বলব খন……'

চিকিৎসকের কথার মাঝেই ঘরে ঢোকে চিকিৎসকে রমেয়ে পেত্রা। শিক্ষয়িত্রী। মাথায় টুপি, শরীরে একটা ক্লোক্ জড়ানো। হাতে একরাশ খাতা। ঘরে ঢুকে সকলকে শুভসন্ধ্যা জানাল পেত্রা। হাতের খাতা-পত্তোরগুলো নামিয়ে রাখল একটা চেয়ারে। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'হুঁ', আমি ওদিকে, বাইরে খেটে খেটে মরছি, আর তোমরা সবাই মিলে ফুর্তি করছ, অ্যাঁ! বাঃ!'

চিকিৎসকও হাসলেন, 'তা, এসেই যখন পড়েছ, তখন তুমিও ভাগ নাও ফুর্তির।'

বিলিং বিগলিত, 'আপনাকে কিছু পানীয় দেবো?'

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল পেত্রা, 'ধন্যবাদ। আমি নিজেই নিতে পারব। আপনি বড় কড়া করে ফেলেন মেশানোর সময়। ওহো, ভুলেই যাচ্ছিলুম, তোমার একটা চিঠি আছে বাপি।'

'চিঠি? কার চিঠি?' চিকিৎসক জিজ্ঞাসু।

এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে পেত্রা জানায়, 'তা তো জানি না। আমি যখন বেরোচ্ছিলুম, তখন পিওন আমার হাতে দিয়েছিল চিঠিটা।'

পিওন? উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন থমাস স্টকমান, 'সে কি? এতক্ষণ তুমি চিঠিটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছো?'

খামটা এগিয়ে দেয় পেত্রা, 'কী করব! আমার আর তখন ফেরার সময় ছিল না।'

মেয়ের হাত থেকে খামটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন চিকিৎসক। সেই চিঠি, অবশেষে!

ক্যাথরিন সপ্রশ্ন, 'তুমি কি এই চিঠিটারই অপেক্ষা করছিলে, থমাস?'

হ্যাঁ, এই চিঠি! খামের ওপরে লেখা ঠিকানা দেখেই চিকিৎসক নিশ্চিত—এই চিঠি। এর জন্যই এতক্ষণের প্রতীক্ষা, দুশ্চিন্তা। এই মুহূর্তে ও চিঠির মর্মবস্তু না জানলে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। চিকিৎসক অস্থির।

বাকিরা কৌতূহলিত। কিসের চিঠি? ক্যাথরিন জানান, গত দিন কয়েক হরবখত্ শুধু পিওনের খোঁজ নিয়েছে থমাস। বিলিং-এর ধারণা, গাঁয়ের দিকের কোন রুগী-টুগীর ব্যাপারই হবে বোধহয়। নিজের পাত্রে পানীয় মেশাতে মেশাতে বাবার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে পেত্রা। আহা, কাজ কাজ করে করে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে বাপি! বিশ্রাম বলে কোন বস্তুই জোটে না বরাতে। বিশ্রামের কথায় প্রসঙ্গ পাল্টায়। হোভস্টাড জানতে চান, আজ সন্ধ্যায় কতক্ষণ ক্লাস নিতে হল পেত্রাকে। পানপাত্রে চুমুক দিয়ে পেত্রা জানায়, দু'ঘণ্টা। আর সকালে নিতে হয়েছে পাঁচ ঘণ্টা। ক্যাথরিনের মন্তব্য, আজ রাতেও বোধহয় কিছু খাতা-পত্তোর দেখতে হবে পেত্রাকে! তা হবে, গাদাখানেক খাতাই দেখতে হবে বটে—জানায় পেত্রা। অর্থাৎ, ফুরসৎ বলতে কিছুই নেই মিস স্টকমানের—ক্যাপ্টেন হর্স্টারের গলায় সহানুভূতি। পেত্রা হাসে,

কী আসে যায় তাতে! এ পরিশ্রম তো গৌরবের! আর এত খাটা-খাটনির পর ঘুমটাও হয় নিটোল। এতক্ষণে শোনা যায় পেত্রার ভাই মর্টেনের গলা। ওর মতে, দিদিকে যখন এত মেহনৎ করতে হয়, তখন দিদিটা নির্ঘাৎ ঘোর পাপী। কেননা মিস্টার রর্ল্যাণ্ড বলেন, কাজ হচ্ছে আসলে আমাদের পাপেরই শাস্তি! দাদা এজ্‌লিফ ধমকে ওঠে। মর্টেনটা নেহাতই নিরেট, নাহলে ঐ-সব ফালতু কথায় কেউ বিশ্বাস করে কখনো! ঘরের মধ্যে হাসি ভাসে। হোভস্টাডের প্রশ্নের উত্তরে মর্টেন জানায়, ও-সব হাড়-কালি মাস-কালি মেহনতের মধ্যে ও নেই। বড় হয়ে ও জলদস্যু হতে চায়। ওকে উৎসাহ যোগায় বিলিং। বটেই তো, বটেই তো, জলদস্যু হওয়ার থেকে দারুণ ব্যাপার আর কী-ই বা হতে পারে। কিন্তু, আর না। অনেক হয়েছে। ছেলেদের ঠেলে-গুঁজে ভেতরের ঘরে পাঠিয়ে দেন ক্যাথরিন। হোমওয়ার্ক ফেলে রেখে বড়দের সঙ্গে আড্ডা? আসলে ক্যাথরিন চান না ছেলেরা এই ধরণের কথাবার্তা বলুক। কিন্তু শিক্ষয়িত্রী পেত্রা তার মায়ের সঙ্গে একমত নয়। তার ধারণা, একটা ভণ্ডামীর ছায়া ক্রমশই চেপে বসছে সমাজের শরীরে। বাড়িতে কোন কথা বলা চলবে না, আর স্কুলে গিয়ে বাচ্চাদের সামনে বলে যেতে হবে গাদা গাদা মিথ্যে। হ্যাঁ, মিথ্যেই। ও নিজে যা বিশ্বাস করে না, করতে পারে না, সেগুলোকেই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে মহান করে দেখাতে হয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে। সঙ্গতি থাকলে ও নিজেই একটা স্কুল খুলত, একেবারে আলাদা পদ্ধতিতে শিক্ষা দিত বাচ্চাদের।

পেত্রার সামনে প্রস্তাব রাখেন ক্যাপ্টেন হর্স্টার, 'মিস স্টকমান, আপনি যদি সত্যিই সে-রকম কিছু করতে চান, তাহলে আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমার পুরনো বিশাল পৈতৃক বাড়িটা একরকম ফাঁকাই পড়ে আছে। বাড়িটার একতলায় একটা বিরাট ডাইনিং-রুম আছে, সেখানে···

হেসে ওঠে পেত্রা, 'অসংখ্য ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। তবে ওসব ভেবে

এখন লাভ নেই।'

সম্পাদক হোভস্টাডের মতে, পেত্রার মতো মেয়ের সাংবাদিকতার জগতেই আসা উচিত। ও হ্যাঁ, ইংরিজী থেকে যে গল্পটা অনুবাদ করে দেওয়ার কথা ছিল পেত্রার, সেটার কতদূর?

'না, এখনও করে উঠতে পারি নি। তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, ঠিক সময়েই পেয়ে যাবেন।'

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন থমাস স্টকমান। হাতে সেই চিঠি। চিঠিটা দোলাতে দোলাতে চিকিৎসক জানান—এ শহরের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আবিষ্কার করেছেন তিনি।

সকলেই বিস্মিত। আবিষ্কার?

হ্যাঁ, আবিষ্কার। আর হ্যাঁ, চিকিৎসক নিশ্চিত, অনেক দাদাই হল্লাগোল্লা করে ব্যাপারটাকে স্রেফ পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে। করুক। সত্যকে চাপা দিয়ে রাখার সাধ্য কারুর নেই।

পেত্রা উন্মুখ, 'কিন্তু বাপি, ব্যাপারটা কী?'

ধীরে ধীরে গোটা ব্যাপারটা খুলে বলেন চিকিৎসক। সকলের ধারণা, নরওয়ের এই শহরটা খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা। খুব জোর গলায় বলা হয়, এ শহর রোগীদের জন্য তো বটেই, সুস্থ-সতেজ মানুষদের জন্যও আদর্শ স্থান। চিকিৎসক নিজেও এ ব্যাপারে বিস্তর লেখালিখি করেছেন। পিপ্‌ল'স্‌ হেরাল্ডে লিখেছেন, বিভিন্ন প্রচারপত্রেও লিখেছেন। এ শহরের ঐ স্নানোৎসবকে লোকে অনেক বড় বড় বিশেষণে ভূষিত করে থাকে। কেউ বলে ওটা হচ্ছে শহরের 'ধমনী', কেউ বলে 'স্নায়ুকেন্দ্র'। আরও সব নানান লম্বা-চওড়া কথা বলা হয়। কিন্তু আসলে ওটা একটা নরককুণ্ড (মন্তব্যটা শুনে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে পেত্রা, সেইসঙ্গেই ক্যাথরিন, হোভস্টাড আর বিলিং-ও)। গোটা ব্যাপারটাই বিষে পরিপূর্ণ, মৃত্যুদূত বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্বাস্থ্যের পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষতিকর। মোলদাল-এর সমস্ত দুর্গন্ধময় ময়লাগুলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে

ঢুকে পড়ছে পাইপের মধ্যে, আর ঐ পাইপের সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে পাম্প-রুমের। সেখান থেকে ঐ বিষাক্ত ময়লা আবার চুঁইয়ে চুঁইয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বেলাভূমিতে।

'মানে, ঐ স্নানের জায়গায়?' হস্ট'রের উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা।

'ঠিক তাই।'

সম্পাদক জানতে চান, 'কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?'

এইবার আসল প্রসঙ্গে আসেন চিকিৎসক। গোটা ব্যাপারটা তিনি খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখেছেন। সন্দেহটা দানা বেঁধেছিল অনেক দিন আগেই। এই তো, গত বছরই কয়েকজন পর্যটক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারুর টাইফয়েড, কারুর বা গ্যাস্ট্রিক ফিভার। তখন ভাবা হয়েছিল ঐ-সব পর্যটকের শরীরে আগে থেকেই রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ ঘটেছিল। কিন্তু পরে, শীতকাল নাগাদ, চিকিৎসকের মাথায় একটা ভাবনা দেখা দেয়। আর সেই সূত্রেই তিনি ওখানকার জল নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তবে জটিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালানোর মতো উপকরণ তো তাঁর হাতে নেই, তাই কিছু নমুনা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য। কিছুটা পানীয় জল পাঠিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে কিছুটা সমুদ্রের জলও। সেই পরীক্ষার ফল, এখন, এই মুহূর্তে, তাঁর হাতে। সেই চিঠি, যার জন্য এত প্রতীক্ষা, অস্থিরতা। রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল বলছে—জলের সঙ্গে মিশে আছে পচে-ওঠা জৈবিক উপাদান, রোগ-জীবাণু থিক্‌থিক করছে ঐ জলে, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

মিসেস স্টকমান রুদ্ধশ্বাস, 'যাক, বরাতজোর যে ঠিক সময়ে ব্যাপারটা জানা গেছে!'

হোভস্টাডের প্রশ্ন, 'তাহলে আপনি এখন কী করবেন ভাবছেন?'

চিকিৎসক দৃঢ়সংকল্প। এর একটা বিহিত তিনি করবেনই, না হলে বিপর্যয় ঠেকানো যাবে না।

'কিন্তু এতদিন তুমি সবকিছু এমন গোপন রেখেছিলে কেন, থমাস?'

জিজ্ঞাসা ক্যাথরিনের।

চিকিৎসকের উত্তরে কোন জটিলতা নেই। নিজে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে লোকের কাছে বলে বেড়ালে লাভ কিছু হত না, শুধু মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত কিছু উদ্ভট গুজব। আর নিজের বাড়ির লোককে জানালে? তাদের কাছ থেকেও এর-তার কানে গিয়ে উঠত কথাটা, অন্তত তাঁর শ্বশুরমশাইয়ের অর্থাৎ ক্যাথরিনের বাবার কানে তো উঠতই। সে ভদ্রলোকও নিজের জামাইকে ছিটেল্ বলে মনে করেন। আরও অনেকেই অবশ্য তা-ই মনে করে। তবে এইবার, হ্যাঁ, এইবার তারা বুঝবে। ওহ্, শহরে একেবারে ঝড় বয়ে যাবে! সবকটা পাইপ আবার নতুন করে বসাতে হবে।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ান হোভস্টাভ, 'কী বলছেন? সবকটা পাইপ··· ?'

'তা তো করতে হবেই', চিকিৎসক নির্দ্বিধ, 'পাইপে জল ঢোকার মুখগুলো মাটির অনেকটা নিচে বসানো আছে। ও-গুলো অনেকটা উঁচুতে তুলে আনতে হবে।'

এই স্নানোৎসব, তার জল-সরবরাহ ব্যবস্থা—এ-সবের পরিকল্পনা যখন রচিত হয়েছিল, তখনই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ডাঃ স্টকমান। কেউ তাতে কান দেয়নি। কিন্তু এবার আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই। বোর্ডের কাছে পাঠানোর জন্য একটা প্রতিবেদন তাঁর লেখাই আছে, অপেক্ষা করছিলেন শুধু এই চিঠিটার জন্য।

ঘর থেকে প্রতিবেদনটা নিয়ে এলেন ডাঃ স্টকমান। ঠাসা চার পৃষ্ঠার লেখা। লেখাটার সঙ্গে চিঠিটা গেঁথে দিয়ে, কাগজে মুড়ে, ক্যাথরিনের হাতে তুলে দিলেন চিকিৎসক। ক্যাথরিনই ওটা মেয়রের কাছে পাঠানোর বন্দোবস্ত করবেন। বেরিয়ে যান ক্যাথরিন।

পেত্রা জানতে চায়, 'আচ্ছা বাপি, এ-সব শুনে জেঠু কী বলবেন বলে তোমার মনে হয়?'

চিকিৎসক হাসেন, 'কী আর বলবে! এ-রকম একটা প্রয়োজনীয় খবর হাতে পেয়ে খুশিই হবে।'

চিকিৎসকের এই আবিষ্কারের খবরটা পিপ্‌ল্‌'স্ হেরাল্ডে প্রকাশ করা যায় কি না, জানতে চান সম্পাদক। চিকিৎসক জানান, কাগজে খবরটা ছাপা হলে তিনি খুব খুশি হবেন। সম্পাদক উদ্‌গ্রীব। খবরটা যত দ্রুত লোকে জানতে পারে, ততই মঙ্গল।

ঘরে ঢোকেন ক্যাথরিন। একজনের হাত দিয়ে প্রতিবেদনটা পাঠিয়ে দিয়েছেন মেয়রের কাছে।

বিলিং মন্তব্য করে, 'আপনাকে নিয়ে একেবারে হৈ-চৈ পড়ে যাবে, ডাক্তার। না যদি হয় তো কী কথাই বলেছি! দেখে নেবেন।'

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে চিকিৎসক বলেন, 'না না, হৈ-চৈ-এর কী আছে! আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র। এটা দরকার ছিল...'

বিলিং প্রস্তাব দেয়, 'আচ্ছা হোভস্টাড, ডাক্তারের সম্মানার্থে শহর-বাসীদের কিছু করা উচিত নয় কি?'

হোভস্টাড একমত। বিলিং জানায়, এ ব্যাপারে সে মুদ্রক আস্‌লাক্‌সেন-এর সঙ্গে কথা বলবে।

চিকিৎসক আপত্তি জানান, 'না না বন্ধুরা, ও-সব আজে-বাজে কাজে সময় নষ্ট করবেন না। ও-সবের মধ্যে আমি নেই। বোর্ড আমার মাইনে বাড়াতে চাইলেও আমি রাজী হব না। কি ক্যাথরিন, তোমার আপত্তি আছে?'

ক্যাথরিন স্বামীর সঙ্গে একমত।

পানপাত্র তুলে ধরে পেত্রা, দেখাদেখি হোভস্টাড আর বিলিংও। সকলে শুভেচ্ছা জানায় চিকিৎসককে। শুভেচ্ছা জানান ক্যাপ্টেন হর্স্টারও।

ডাঃ স্টকমান উচ্ছ্বসিত, 'ধন্যবাদ বন্ধুরা, অজস্র ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে নিজেকে খুব সুখী মনে হচ্ছে আমার। নিজের শহর, নিজের প্রতি-বেশীদের সেবা করতে পারাটা যে কত গৌরবের, তা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমি। হুররে ক্যাথরিন!'

স্ত্রীকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খেতে শুরু করেন

চিকিৎসক। আর্তনাদ করে ওঠেন ক্যাথরিন, নিজেকে স্বামীর আলিঙ্গন মুক্ত করার চেষ্টা করেন। ঘরের মধ্যে হাসির রোল। আর ঠিক তখনই দরজায় উঁকি মারে এজ্‌লিফ আর মর্টেন। ওদের চোখে ঝিকমিকে কৌতূহল।

২

নরওয়ের শরীরে এখন সকাল ছড়িয়ে পড়েছে। হাতে একটা মুখ-বন্ধ খাম নিয়ে স্বামীর ঘরে পা রাখলেন ক্যাথরিন। মেয়র চিঠি পাঠিয়েছেন।

খামটা খুলে ফেলেন থমাস স্টকমান। পড়তে শুরু করেন, 'তোমার পাণ্ডুলিপিটা এই সঙ্গে ফেরৎ পাঠালাম…', বাকিটুকু নিজের মনে পড়ে যান তিনি।

ক্যাথরিন শুধোন, 'দাদা কী লিখেছেন গো?'

'দুপুর নাগাদ আসবে বলেছে।'

স্বামীকে হুঁশিয়ারি দেন ক্যাথরিন, 'আজ কিন্তু তাহলে বাড়িতে থেকো মনে করে।'

স্ত্রীকে অভয় দেন চিকিৎসক। সকালের যা কল্‌-টল ছিল, সেগুলো ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছেন। কাজেই বাড়িতে থাকতে কোন অসুবিধে নেই।

ক্যাথরিন কৌতূহলী, 'আমি খালি ভাবছি ব্যাপারটাকে উনি কিভাবে দেখবেন?'

চিকিৎসকের ঠোঁটে হাসির আভা, 'তা, একটু অসন্তুষ্ট ও হবে বৈকি! আবিষ্কারটা আমি করে ফেললুম, ও করতে পারল না!'

তবে সেই সঙ্গেই চিকিৎসক নিশ্চিত, খুশিও হবেন পিটার। আসলে এ শহরের জন্য উনি ছাড়া অন্য কেউ কিছু করুক, এই ব্যাপারটাই হজম করতে পারেন না মেয়র।

ক্যাথরিন প্রস্তাব দেন, 'এক কাজ করো থমাস। কৃতিত্বটা

তুমি ওনার সঙ্গে একটু ভাগাভাগি করে নাও। মানে, ধরো বললে যে উনিই প্রথম এরকম একটা সন্দেহ তোমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন, আর তা থেকেই···'

চিকিৎসকের আপত্তি নেই তাতে। কৃতিত্বের ভাগ পাক না পিটার, কী আসে যায়। তিনি শুধু চান, এর একটা প্রতিকার হোক, ব্যস।

তখন ঘরে দরজায় এক বৃদ্ধের মুখ, সেই মুখে হাজারো জিজ্ঞাসা। এই বৃদ্ধই ক্যাথরিনের পালক-পিতা, নাম তাঁর মর্টেন কিল, একটা চামড়া পাকা-করার কারখানার মালিক। বৃদ্ধ শুধোন, 'যা-সব শুনছি··· সত্যি নাকি?'

ঘুরে দাঁড়ান ক্যাথরিন,ছুটে যান বাবাকে দেখতে পেয়ে, 'বাবা! তুমি এমন সময়?'

থমাস স্টকমানও সুপ্রভাত জানান শ্বশুরমশাইকে। ক্যাথরিন ডাকেন, 'এস বাবা, ভেতরে এস।'

মর্টেন কিল মাথা নাড়েন, 'না। যা শুনছি তা সত্যি হলে ভেতরে যাব। নাহলে এখান থেকেই ফিরবো।'

চিকিৎসক জিজ্ঞাসু, 'কিসের কথা বলছেন?'

'ঐ জলের ব্যাপারটা। কথা'টা কি সত্যি?'

থমাস স্টকমান ঘাড় নাড়েন, অবশ্যই সত্যি। কিন্তু আপনি কোত্থেকে শুনলেন?'

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন মর্টেন কিল, 'স্কুলে যাওয়ার সময় পেত্রা আমার ওখানে একবার ঢুকেছিল। ও-ই বলছিল। আমার তো মনে হল ও আমার সঙ্গে ফাজলামি করছে। তবে কিনা অমন ফাজলামি ও বড় একটা করে না। তবুও, সত্যি-মিথ্যে যাচাই করে নেওয়া দরকার। তাহলে বলছো, ব্যাপারটা সত্যি?'

শ্বশুরমশাইকে বসতে বলেন চিকিৎসক। তারপর বলেন, 'হাজারবার সত্যি। তো, আপনার কী ধারণা? এতে আমাদের শহরের বিরাট উপকার হল না?'

হাসি চাপার চেষ্টা করেন চামড়া-ব্যবসায়ী, 'উপকার?'

'হ্যাঁ, উপকার তো বটেই। ঠিক সময়ে ব্যাপারটা জানা না গেলে……'

মর্টেন কিলের মুখে ধূর্ত হাসি, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে তুমি যে তোমার ভায়ের ওপর এমন একটা চাল খেলতে পারবে, তা আমি ভাবতে পারি নি।'

'চাল?' চিকিৎসক বিমূঢ়।

ক্যাথরিন বিস্মিতা, 'কী বলছ বাবা?'

ছড়ির ওপর থুতনি রেখে, ধূর্ত চাউনিতে জামাইয়ের দিকে তাকালেন মর্টেন কিল, 'আচ্ছা, একটু খতিয়ে দেখা যাক ব্যাপারটা। জলের পাইপে কিছু খুদে খুদে জীবের খোঁজ মিলেছে, তাই তো? কী বলছ? রোগজীবাণু? বেশ। তো, পেত্রা বলছিল জলের মধ্যে নাকি এ-সব জীবাণু একেবারে থিক্‌থিক করছে। আচ্ছা! কিন্তু ওগুলোকে দেখা যায় না—কি, তাই তো বলে, নাকি?'

'হুঁ, চোখে দেখা যায় না বটে,' চিকিৎসক জানান

চাপা হাসি খেলে গেল চামড়া-ব্যবসায়ীটির ঠোঁটে, 'আর ঠিক এই সুযোগেই আসল চালটা খেলেছো তুমি।'

চিকিৎসক স্তম্ভিত। মানে? ব্যবসায়ী নিজের কথা বলে যান, 'কিন্তু দেখো নিয়ো, মেয়রমশাই এ-সব কথার একবিন্দুও বিশ্বাস করবেন না। অত বোকা তিনি নন।'

থমাস স্টকমান জবাব দেন, 'কিন্তু গোটা শহরটা বিশ্বাস করবে।'

ঘাড় নাড়েন বৃদ্ধ। গোটা শহর? হুঁ, এ ফন্দিটা মন্দ নয় বটে। তাহলে বরং লড়ে যাক থমাস। কত্তাদের বড় বাড় বেড়েছে, নিজেদের বড় বেশি চালাক মনে করছে ওরা। এই তো, মর্টেন কিলকে ওরা তাড়িয়ে ছেড়েছে কাউন্সিল থেকে। একেবারে কুকুর তাড়া যাকে বলে। এইবার বাছাধনরা ফাঁদে দেখবে। চালাও থমাস, চাল-বাজিটা চালিয়ে যাও।

কথা খুঁজে পান না চিকিৎসক। উঠে দাঁড়ান মর্টেন কিল। বলেন, মেয়র আর আর সাঙ্গপাঙ্গদের যদি এই চালে ঘায়েল করতে

পারেন চিকিৎসক, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেবামূলক কাজের জন্য একশ ক্রাউন দান করবেন তিনি। না না, তাই বলে এত অঢেল টাকা তাঁর নেই যে নয়-ছয় করে বেড়াবেন। তবু, ঐ মেয়রমশাইকে জব্দ করা গেলে, দেবেন তিনি। বড়দিনের সময় দান করবেন আরও পঞ্চাশ ক্রাউন।

ঘরের দরজায় তখন দেখা যায় সম্পাদক হোভস্টাডকে। 'সুপ্রভাত' বলে ঢুকতে গিয়েও থমকে যান মর্টেন কিলকে দেখে, 'ওহ্ হো, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি…'

ডাঃ স্টকমান আহ্বান জানান, 'আসুন আসুন।'

আবার এক ঝলক ধূর্ততার হাসি খেলে যায় মর্টেন কিলের ঠোঁটে, 'হুঁ, উনিও তাহলে আছেন এর মধ্যে?'

সম্পাদক অবাক, 'মানে?'

চিকিৎসক জানান, 'হ্যাঁ, উনি তো আছেনই।'

চামড়া-ব্যবসায়ীর মুখে হাসি, 'সেটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। খবরটা কাগজে ফাঁস করা তো খুবই দরকার। না, সত্যি, তোমার এলেম আছে বটে থমাস! যাকগে, এখন তোমরা ব্যাপারটা নিয়ে কথা-টথা বলো। আমি চলি।'

রীতিমাফিক আর একটু থাকার অনুরোধ করেন চিকিৎসক। মর্টেন কিল ঘাড় নাড়েন, 'না হে, আর বসা চলবে না। তুমি কিন্তু ছেড়ো না, চালিয়ে যাও। নতুন নতুন চাল ভাবো, কিস্তিমাৎ হবেই—এই এক কলম লিখে দিয়ে গেলুম।'

বেরিয়ে গেলেন মর্টেন কিল। তাঁর পিছু পিছু চললেন ক্যাথরিনও। সম্পাদকের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন থমাস, 'বুঝলেন, ঐ-সব জীবাণুর ব্যাপারে আমার কথা বৃদ্ধ একবর্ণও বিশ্বাস করছেন না। ঐ নিয়েই কথা হচ্ছিলো এতক্ষণ। তা, আপনিও বোধহয় ঐ ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছেন, না কি?'

তা এসেছেন বৈকি। কিছু কথা বলার আছে হোভস্টাডের। প্রথমেই তিনি জানতে চান, মেয়র কিছু জানিয়েছেন কিনা। থমাস

জানান, মেয়র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বলেছেন। এইবার আসল কথায় আসেন হোভস্টাড। গতকাল রাত থেকে তিনি ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করেছেন। জল-সরবরাহের প্রশ্নটাকে থমাস স্টকমান স্বাভাবিক ভাবেই দেখছেন চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীতে। কিন্তু আরও অনেকগুলো ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

হোভস্টাডের কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ডাঃ স্টকমান। হোভস্টাড নিজের পথ ধরেন। বলেন—চিকিৎসক বলছেন মোলদালের বিষাক্ত আবর্জনাস্তূপ থেকেই জলে রোগজীবাণু ছড়াচ্ছে। কিন্তু শুধু মোলদাল তো নয়,এর পিছনে আছে আরও বড় এক আবর্জনাস্তূপ, যে স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে গোটা সমাজটা পচে যাচ্ছে একটু একটু করে। মোদ্দা ব্যাপারটা হল, একদল সরকারি কর্তাব্যক্তির হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে, সবকিছু নিজেদের কুক্ষিগত করছে তারা।

প্রতিবাদ জানান চিকিৎসক, 'না না, ওরা সবাই তো সরকারি কর্তাব্যক্তি নয়!'

হোভস্টাডের যুক্তিতে ফাঁক নেই। যারা কর্তাব্যক্তি নয়, তারা হচ্ছে আসলে শহরের ধনী আর অভিজাতদের ইয়ার-দোস্ত কিম্বা চাটুকার। তবুও ঠিক মানতে পারেন না চিকিৎসক। তাঁর বক্তব্য, এই লোকগুলোর কাজ করার দক্ষতা আছে, দূরদৃষ্টি আছে। এবার আসল জায়গায় ঘা মারেন সম্পাদক, 'জল-সরবরাহের পাইপগুলো বসানোর সময় কোথায় ছিল ওনাদের দূরদৃষ্টি?'

কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই ডাঃ স্টকমানের। হ্যাঁ, এটা একটা চরম নির্বোধের মতো কাজই হয়েছে বটে। তবে এবার তো সেটা শুধরে নেওয়া যাবে।

হোভস্টাড শুধোন, 'ব্যাপারটা কি এতই সোজা হবে বলে আপনি মনে করেন?'

'সোজাই হোক আর কঠিনই হোক, কাজটা করা হবেই।'

চোখ তোলেন হোভস্টাড, 'হ্যাঁ, যদি খবরের কাগজ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামায়, তাহলে হবেই।'

থমাস স্টকমান কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু, 'না না বন্ধু, কাগজ-ফাগজের কোন দরকার নেই। আমার দাদা অবশ্যই......'

তাঁর কথার মাঝপথেই বাধা দেন সম্পাদক। খোলাখুলিভাবেই জানান, ব্যাপারটা নিয়ে কাগজে একটা ঝড় তুলতে চাইছেন তিনি। পিপ্‌লস্‌ হেরাল্ড কাগজের দায়িত্ব নেওয়ার সময় এটাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য, মানে ঐ যে-সব মাথামোটা একগুঁয়ে বুড়োর দল ক্ষমতা দখল করে বসে আছে, ওদের দুষ্টচক্রটা ভেঙে দেওয়া। সে চেষ্টা তিনি আগে করেওছিলেন।

'কিন্তু তার ফলে আপনার কাগজটা প্রায় উঠে যেতে বসেছিল—এ তো আপনি নিজেই বলেছেন', বলে ওঠেন চিকিৎসক।

হ্যাঁ, সেবারে পিছু হঠতে হয়েছিল বটে। তবে তার একটা যথাযথ কারণও ছিল। তখন এইসব লোকগুলোর মুখোস খুলে গেলে স্নানোৎসবের গোটা ব্যাপারটাই একরকম ধসে পড়ত। কিন্তু আজ চিত্রটা পাল্টে গেছে। স্নানোৎসব এখন রমরম করে চলছে। কাজে কাজেই, ঐ-সব ধান্দাবাজদের হঠিয়ে দেওয়াটা এখন একান্তই সঠিক। চিকিৎসক একটু আপত্তি তোলেন। সরানো হোক, ক্ষতি নেই। কিন্তু ওঁরা অনেক উপকারও করেছেন শহরের, সেটাও মনে রাখা দরকার। তৎক্ষণাৎ সায় দেন সম্পাদক। তা দেওয়া হবে, তাঁদের অবদানকে পূর্ণ মর্যাদাই দেওয়া হবে। কিন্তু এরকম একটা বিষয় নিয়ে লেখার সুযোগ কোন সাংবাদিকই হেলায় হারাতে পারে না। লোকের বদ্ধমূল ধারণা, সরকারি কর্তাব্যক্তিরা কোন ভুল করতে পারে না। এটা প্রায় একটা কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে। সেটা ভাঙা দরকার, এখনই, এই সুযোগেই।

তা তো বটেই। যে-কোন কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করাটা খুবই প্রয়োজনীয়—চিকিৎসক একমত।

অতঃপর আর একটা প্রসঙ্গ তোলেন সম্পাদক, 'দেখুন, এ ব্যাপারে

মেয়রকে আক্রমণ না করলেই ভালো হত, কেননা হাজার হোক তিনি আপনার দাদা। কিন্তু, সত্য তো ব্যক্তিগত সম্পর্কের অনেক উঁচুতে, তাই না?'

'সে কথা একশবার' সত্যি। হ্যাঁ, তা তো……কিন্তু, মানে……' চিকিৎসক দ্বিধান্বিত।

নিজের পক্ষে কিছু ব্যাখ্যা খাড়া করতে শুরু করেন হোভস্টাড। তাঁর সম্বন্ধে যেন চিকিৎসক কোন ভুল ধারণা না করেন। সাধারণ মানুষের যেটুকু উচ্চাকাঙ্খা থাকে, তাঁর মধ্যেও সেটুকুই আছে। বেশ গরীব ঘরেরই সন্তান তিনি। মেহনতী মানুষের ঠিক কী কী দরকার, তা জানার যথেষ্ট সুযোগ তিনি পেয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর মনে হয়েছে, মেহনতী মানুষের সবথেকে বেশি দরকার প্রশাসনগত পরিচালনার ব্যাপারে কথা বলার হক্। জনগণের দক্ষতা, জ্ঞান, আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে হলে এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

সায় দেন চিকিৎসক। এ কথা তো খুবই সত্যি। সম্পাদক আবার মুখর: সেইজন্যেই তিনি মনে করেন, যে-সব বিষয় নিপীড়িত জনগণের জন্য কিছুটা স্বাধীনতা সৃষ্টি করতে পারে, সে-সব বিষয়ে কিছু লেখার সুযোগ পেলে কোন সাংবাদিকেরই তা হাতছাড়া করা উচিত নয়। হ্যাঁ, অনেকে যে লোক-খ্যাপানো টোক-খ্যাপানো বলবে, তা তিনি জানেন। বলুক! যা খুশি বলুক তারা। নিজের বিবেক যতক্ষণ পরিষ্কার, ততক্ষণ…

চিকিৎসক খুশিয়াল। হ্যাঁ, এই হচ্ছে সার সত্য!

বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। খানিক পরে ঘরের দরজায় দেখা যায় মুদ্রক আসলাকসেনকে। পোশাক-আশাক দামী নয়, কিন্তু পরিপাটি। কালো রঙের স্যুট, একটু টোল-খাওয়া শাদা নেকটাই। হাতে একটা ফেল্টহ্যাট আর দস্তানা।

শরীর ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানায় আসলাকসেন, 'মাপ করবেন ডাক্তার স্টকমান, মানে এভাবে হঠাৎ ঢুকে পড়াটা…'।

চিকিৎসক উঠে দাঁড়ান, 'আরে, মিস্টার আসলাকসেন, আপনি! আসুন আসুন।'

সম্পাদকও উঠে দাঁড়িয়েছেন, 'তুমি কি আমার খোঁজে এসেছো, আসলাকসেন?'

'না। আপনি যে এখানে এসেছেন, তা-ও আমার জানা ছিল না। আমি ডাক্তার স্টকমানের কাছেই এসেছি।'

চিকিৎসক জানতে চান—ব্যাপারটা কী? ব্যাপার জানায় আসলাকসেন। বিলিং-এর কাছে ও ঐ জল-সরবরাহ সংক্রান্ত ব্যাপারটা শুনেছে। ঐ ব্যাপারে চিকিৎসককে সবরকম সাহায্য করতেও প্রস্তুত। সত্যিই কিছু করতে চাইলে মধ্যবিত্তদের সমর্থন ছাড়া এক পা-ও এগোনো যাবে না। এই মুহূর্তে এ শহরের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে মধ্যবিত্তরাই। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে পাশে পাওয়াটা তো ভাগ্যের ব্যাপার।

চিকিৎসক একমত, আবার কিঞ্চিৎ সংশয়ান্বিতও, 'তা তো বটেই। কিন্তু এ কাজে ও-সবের দরকারটা কী, তা আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না। এটা তো একেবারেই খোলাখুলি ব্যাপার, সাদামাটা ভাবে…'

ব্যাখ্যা রাখে মুদ্রক। এখানকার স্থানীয় কর্তাদের জানতে ওর বাকি নেই। ওদের বাইরের কোন লোকের প্রস্তাবে ওরা কর্ণপাতও করে না। কাজেই, একটা মিছিল-টিছিল করলে মন্দ হয় না। তবে সব কিছুই করতে হবে খুব সংযমীভাবে, কেননা সংযমই হচ্ছে সুনাগরিকের প্রধান লক্ষণ।

থমাস স্টকমানকে বলতে শোনা যায়, 'ও গুণটার জন্য তো আপনার খুবই সুনাম আছে, মিস্টার আসলাকসেন।'

বিনয়ের সঙ্গে কথাটা মেনে নেয় মুদ্রক। তারপর আবার আসল কথায় ফেরে। 'এই জল-সরবরাহের ব্যাপারটা মধ্যবিত্তদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। স্নানোৎসব থেকে শহরের আয় এখন বেশ ভালোই হতে শুরু করেছে। ওটাই এখন অনেকের রুটি-রুজির প্রধান উৎস, বিশেষ করে যাদের নিজেদের বাড়ি আছে, তাদের তো

বটেই। আর সে জন্যেই তারা এই স্নানোৎসবের যে-কোন ব্যাপারে সাহায্য করতে একপায়ে খাড়া। এবং ঘটনাচক্রে আসলাকসেনই হচ্ছে সম্পত্তিকরদাতা সংস্থার চেয়ারম্যান। তাছাড়া মিতাচারী সংস্থারও সে স্থানীয় প্রতিনিধি। এইসব নানান কাজে যুক্ত থাকার সুবাদে বহু লোকের সঙ্গেই তার যোগাযোগ আছে। বিচক্ষণ,আইন-মেনে-চলা নাগরিক হিসেবে একটা সম্মান আছে তার। অর্থাৎ, শহরের লোকদের ওপর বেশ কিছুটা প্রভাব আছে আসলাকসেনের। কাজেই, দরকার হলে একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা তার পক্ষে নেহাতই জলভাত।

চিকিৎসক থ, 'বক্তৃতা ?'

হ্যাঁ, মানে, চিকিৎসকের এই মহান কাজের জন্য শহরবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁকে একটা সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তার বক্তৃতাটা খুবই সংযমীভাবে তৈরী করতে হবে, কর্তৃপক্ষকে সরাসরি-ভাবে আক্রমণ করা হবে না। এইভাবে ব্যাপারটাকে সাজাতে পারলে কোন আপত্তি তুলতে পারবে না কেউই। অনেক অভিজ্ঞতা থেকে এটা শিখেছেন আসলাকসেন।

গদ্‌গদ হয়ে উঠলেন থমাস স্টকমান, করমর্দন করলেন আসলাকসেনের সঙ্গে, 'সত্যি মিস্টার আসলাকসেন, কী বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো, বুঝতে পারছি না। নাগরিকদের এই সাহায্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি খুব খুশি হয়েছি, খুব। এক গ্লাস শেরী চলবে নাকি ?'

মুদ্রক বিনয়ী, 'না ডাক্তার। মদ আমি ছুঁইনা।' অতঃপর সে জানায়, জনমত সৃষ্টি করার জন্য এখনই বেরোবে সে, আলোচনা করবে সম্পত্তি-করদাতাদের সঙ্গে।

আবার কৃতজ্ঞতা জানিয়েও, চিকিৎসক বললেন,'এ-সবের কোন দরকার আছে বলে কিন্তু মনে হচ্ছে না আমার। কাজটা নির্বিঘ্নেই হয়ে যাবে, দেখবেন।'

হাসল মুদ্রকটি। কর্তৃপক্ষকে এখনও ঠিক চেনেন না চিকিৎসক। না

না, তাই বলে কারুর ওপর দোষারোপ করছে না সে। সম্পাদক হোভস্টাড জানালেন, আগামীকালের কাগজে কর্মকর্তাদের এক হাত নেবেন তিনি।

আসলাকসেন সতর্ক করে দিল, 'দেখবেন মিস্টার হোভস্টাড, কোনরকম হিংসা যেন প্রশ্রয় না পায়। সংযত হয়ে পা বাড়ান, নৈলে সব মাটি হয়ে যাবে। আমার কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন, কারণ এ শিক্ষা আমার জীবনের পাঠশালা থেকে পাওয়া। আচ্ছা, তাহলে এখন চলি ডাক্তার। জেনে রাখুন, আমরা, এই মধ্যবিত্তরা, আছি আপনার পিছনে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পাচ্ছেন আপনি আচ্ছা, বিদায়।'

শরীর ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল আসলাকসেন। তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, ফিরে এলেন থমাস।

চিকিৎসকের দিকে চোখ রাখলেন হোভস্টাড, 'কী মনে হল, ডাক্তার? এইসব কাপুরুষমার্কা রদ্দি লোকগুলোকে একদম প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, তাই না?'

'আপনি কি মিষ্টার আসলাকসেনের কথা বলছেন?' ডাঃ স্টকমান বিস্মিত।

'তা ছাড়া আর কে? পয়মাল একখানি! ঐ জাতের সব লোক-গুলোই এ-রকম। সারাক্ষণ নড়বড়ে, সারাক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত। কোনদিন এক পা-ও সামনে এগোতে সাহস পায় না এরা।'

'কিন্তু উনি তো সত্যিই আমাদের সাহায্য করতে আগ্রহী'--না বলে পারেন না চিকিৎসক।

কথাটা ফুৎকারে উড়িয়ে দেন সম্পাদক, 'ও-সবের কিস্সু দাম নেই, বুঝলেন! আসলে দরকার সাহস, আত্মবিশ্বাস, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারা।'

এ কথা অস্বীকার করার জো নেই চিকিৎসকের। অতঃপর নিজের ভাবনার কথা জানান সম্পাদক। এইসব লোকদের শেখাতে হবে কী করে শিরদাঁড়া সোজা রেখে চলতে হয়। ওদের ঐ কর্তা-পুজোর

মূলোৎপাটন করা দরকার। জল-সরবরাহ ব্যবস্থার প্রাণঘাতী গলদটা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে ভোটাধিকারসম্পন্ন প্রত্যেকটি মানুষকে।

'তাতে যদি ভালো হয়, তাহলে করুন.' বলতে বলতে চিকিৎসক যোগ করেন. 'তবে আগে একটু দাদার সঙ্গে কথা বলে নিই, তারপরে যা করার করবেন।'

তা বেশ। তার মধ্যে সম্পাদক একটা বড় লেখা তৈরী করে ফেলবেন না হয়। মেয়র যদি কিছু ব্যবস্থা করতে রাজি না হন···

চিকিৎসক ক্ষুব্ধ, 'দাদা রাজি হবে না, একথা আপনি ভাবছেন কী করে?'

হোভস্টাডের ঠোঁটে হাসি, 'কিছুই অসম্ভব নয়, বুঝলেন! আর সেক্ষেত্রে······'

থমাস স্টকমান ঘোষণা করেন. 'শুনুন, সেক্ষেত্রে আপনি নির্দ্বিধায় আমার প্রবন্ধটা ছেপে দিতে পারেন। একটা শব্দও বাদ দেওয়ার দরকার নেই।'

সম্পাদক উৎফুল্ল, 'সত্যি? কথা দিচ্ছেন?'

সম্পাদকের হাতে পাণ্ডুলিপিটা তুলে দিলেন চিকিৎসক। বলে দিলেন—ইচ্ছে করলে লেখাটা হোভস্টাড পড়ে নিতে পারেন। পরে তাঁকে ফেরৎ দিলেই চলবে। কাজ গুছিয়ে, উঠে পড়লেন হোভস্টাড। কিন্তু তাঁকে বিদায় জানানোর সময় পর্যন্তও থমাস নিজে বিশ্বাসে অটল, 'এই আমি বলে দিচ্ছি মিস্টার হোভস্টাড, দেখে নেবেন, সব কিছুই ভালোয় ভালোয় মিটে যাবে, কোন ঝামেলাই হবে না।'

'আচ্ছা, দেখাই যাক'—বলে, বিদায় নিলেন সম্পাদক।

সম্পাদক চলে যাওয়া মাত্রই হাঁকডাক শুরু করলেন চিকিৎসক, 'ক্যাথরিন, ক্যাথরিন! পেত্রা ফিরেছিস?'

সবেমাত্র স্কুল থেকে ফিরেছে পেত্রা। বাবার ডাক শুনে ঘরে আসে ও। এগিয়ে আসেন ক্যাথরিনও। উল্লসিত চিকিৎসক তাঁর জয়ের খবর শোনান স্ত্রী-কন্যাকে। হুঁ-হুঁ বাবা, পিপ্‌ল'স্‌ হেরাল্ড পত্রিকা

এখন তাঁর হাতে! ওরা জানিয়ে দিয়েছে, দরকার হলেই তাঁর পাশে দাঁড়াবে পিপ্‌ল'স্ হেরাল্ড, যে-কোন মুহূর্তে।

ক্যাথরিন জিজ্ঞাসু, 'কিন্তু ও-সবের কি কোন দরকার হবে বলে মনে হয়?'

সে ব্যাপারে চিকিৎসকের কোন সংশয় নেই। তিনি নিশ্চিত—ও-সবের কোন দরকারই হবে না। তবু, প্রগতিশীল আর স্বাধীন কোন সংবাদপত্র পাশে আছে, এটা একটা দারুণ ব্যাপার না? তাছাড়া সম্পত্তি-করদাতা সংস্থার চেয়ারম্যানও বাড়ি বয়ে এসে তাঁদের সমর্থনের কথা জানিয়ে গেছেন। ক্যাথরিন জেনে রাখুক, তার স্বামীর পাশে আছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ!

স্ত্রী কিন্তু সুনিশ্চিত নয়, 'আচ্ছা! তাহলে ঐ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পাওয়াটা ভালো ব্যাপার বলছ?'

চিকিৎসক উত্তেজিত। ভালো ব্যাপার তো বটেই। প্রতিবেশী নাগরিকরাও কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়ছে—আহ্, ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়! বাবার কৃতিত্বে পেত্রাও গর্বিতা। এ-রকম একটা কাজ করতে পারাটা গর্বের বৈকি!

দরজায় তখন কড়া নাড়ার শব্দ। মেয়র পিটার স্টকমান পা রাখেন ঘরে। সকলকে শুভেচ্ছা জানান, এবং সরাসরি কাজের কথায় আসেন, 'গতকাল অফিস-আওয়ারের পর তোমার পাঠানো একটা প্রতিবেদন আমার হাতে এসেছে। ওতে স্নানোৎসবের জল-সরবরাহ নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছো তুমি।'

চিকিৎসক উদ্‌গ্রীব। প্রতিবেদনটা পড়ে কী মনে হয়েছে মেয়রের? একটু গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ে মেয়রের মুখে। পেত্রাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান ক্যাথরিন। চুপচাপ কিছুটা সময় খরচ করেন মেয়র। তারপর মুখ খোলেন, 'তা, আমাকে কিছু না জানিয়ে এইসব অনুসন্ধান-টনুসন্ধান চালানোটা কি খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল?'

দাদাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন চিকিৎসক, 'হ্যাঁ, কারণ নিজে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে…'

মেয়র গম্ভীর, 'অর্থাৎ, এখন তুমি *পুরোপুরি নিশ্চিত ?*'

চিকিৎসক ঘাড় নাড়েন, 'নিশ্চিত তো বটেই। তোমারও নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ নেই আর ?'

'এটা কি সরকারি প্রতিবেদন হিসেবেই বোর্ডের কাছে পেশ করতে চাও ?'

'অবশ্যই। এ ব্যাপারে এক্ষুনি কিছু একটা করা দরকার।'

অভিযোগের ঝাঁপি খোলেন মেয়র। ঐ প্রতিবেদনে তাঁর গুণধর ভাইটি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বেশ কিছু আক্কেল গুড়ুম করা কথাবার্তা বলেছে। যেমন সে বলেছে, গ্রীষ্মকালীন পর্যটকদের যা দেওয়া হয়, তা স্রেফ বিষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মেয়রের অভিযোগ খণ্ডাতে প্রয়াসী হন চিকিৎসক। বিষ ছাড়া ওটাকে আর কী-ই বা বলা যায় ? যে জল পান করা হচ্ছে, যে জলে স্নান করা হচ্ছে—তার সর্বত্র বিষ। যে বেচারারা স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় ছুটে আসছে এই শহরে, মবলগ অর্থ দিয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্যে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিষের ডালি !'

'তুমি লিখেছো মোলদালের ঐ নোংরা আবর্জনার জন্য একটা পয়ঃপ্রণালী বানাতে হবে আর জলের পাইপগুলো নতুন করে বসাতে হবে। তাই তো ?' প্রশ্ন ছোঁড়েন মেয়র।

তা তো করতে হবেই। এছাড়া আর সমাধানটাই বা কী ? উত্তরে মেয়র জানান—আজ সকালে তিনি এ শহরের এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করে এইসব প্রস্তাবগুলোর কথা তাঁকে জানিয়েছিলেন। সব শুনেটুনে এঞ্জিনিয়ার হেসেছেন, তারপর খরচের হিসেবটা শুনিয়েছেন মেয়রকে। তা, বেশ কয়েক লাখ ক্রাউন খরচ তো বটেই। আর পুরো কাজটা শেষ করতে সময় লাগবে কম করেও দু'বছর !

চিকিৎসকের বিস্ময় গোপন থাকে না, 'দু'বছর ? পুরো দুটো বছর ?'

মেয়র জানান—হ্যাঁ, কমপক্ষে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই দুটো বছর তাহলে স্নানোৎসবের কী হবে ? উৎসবটা কি বন্ধ রাখতে হবে ? একবার যদি রটে যায় যে জলটা দূষিত, তাহলে কি আর কেউ

আসবে এখানে ? আসবে না। তখন ফয়দা লুটবে অন্য শহরগুলো। সব পর্যটকদের টেনে নেবে তারা। এত খরচপাতি করেও এ শহরকে গালে হাত দিয়ে বসে মাছি তাড়াতে হবে। হয়ত গোটা প্রকল্পটাই বাতিল করে দিতে হবে। একা থমাস স্টকমানের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে গোটা শহরটা।

থমাস স্টকমান শব্দ হারিয়ে ফেলছেন, 'আমার···ধ্বংস ?'

ব্যাখ্যা দেন পিটার, 'হ্যাঁ, কেননা এ শহরের ভবিষ্যৎ ঐ স্নানোৎসবের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এটা তো তোমারও বোঝা উচিত।'

'তাহলে কী করা উচিত বলে তুমি মনে করো ?'

মেয়রের মতে, স্নানোৎসবের ব্যবস্থাটাকে যতটা খারাপ বলে দেখাতে চাইছেন থমাস, অবস্থাটা আসলে ঠিক ততটা খারাপ নয়। অনেকটাই অতিরঞ্জিত করছেন থমাস, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখাচ্ছেন। আর যেটুকু গলদ আছে, সেটা যে-কোন দক্ষ চিকিৎসকের পক্ষে সামাল দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক, কারুর মধ্যে তেমন কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হোক। ব্যস, মিটে গেল ঝঞ্ঝাট।

চিকিৎসকের ছোট্ট প্রশ্ন, 'তো ?'

মেয়র অদম্য। স্নানোৎসবের জল-সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে বেশি নাড়া-ঘাটা করাটা এখন ঠিক হবে না। হ্যাঁ, উপযুক্ত সময়ে ডিরেক্টররা অবশ্যই ভেবে দেখবেন বর্তমান আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে এ ব্যাপারে কতটা কী করা যায়, কিছু সারাই-টারাই করা যায় কিনা।

স্থির চোখে দাদার দিকে তাকালেন থমাস, 'তুমি কি মনে করো এ ধরনের জোচ্চুরিতে আমি সামিল হব ?'

'জোচ্চুরি ?' মেয়রের গলায় ক্ষোভের স্ফুরণ।

থমাস স্টকমান অনর্গল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, জোচ্চুরি। এ এক ধরনের জালিয়াতি, প্রতারণা, সমাজ আর মানুষের প্রতি চরম অপরাধ !'

কিন্তু নিজের বিশ্বাসে মেয়র অবিচল। বিপদটাকে তিনি এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক বলে বিশ্বাস করতে পারছেন না কোনমতেই।

চিকিৎসক আর থামাতে পারছেন না নিজেকে, 'বিশ্বাস তোমাকে করতেই হবে। আমার প্রতিবেদন শতকরা একশ ভাগ সত্যি। এতে কোন ভুল নেই। আর তুমিও সেটা ভালোমতোই জানো পিটার, কিন্তু স্বীকার করতে পারছ না। স্নানোৎসব আর তার জল-সরবরাহ ব্যবস্থাটা সেখানে যেভাবে তৈরি করা হয়েছে, তার জন্য তুমি দায়ী পিটার। ঠিক এই ব্যাপারটাকেই, নিজের এই সর্বনাশা ভুলটাকেই আসলে স্বীকার করতে চাইছ না তুমি। আমি কিছু বুঝি না ভেবেছো?'

মেয়র মচ্‌কান না, 'তা-ই যদি হয়, তাহলেই বা কোন্ বাইবেলটা তাতে অশুদ্ধ হল? নিজের সম্মান বাঁচানোর চেষ্টা হয়ত তিনি করছেন। কিন্তু তাতে আসল মঙ্গলটা কার? তাঁর একার না, মঙ্গল গোটা শহরটারই। এই শহরের মঙ্গলই তাঁর একমাত্র কাম্য। তাই তিনি ঠিক করেছেন, থমাসের প্রতিবেদনটা বোর্ডের কাছে এখন পেশ করবেন না। সার্বজনীন স্বার্থেই ওটা এখন চেপে রাখা দরকার। তারপর যথাসময়ে কথাটা তিনি তুলবেন, আর গোপনে যতটা পারা যায় সারাই-টারাইয়ের বন্দোবস্ত করবেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এ-সব কথার বিন্দুবিসর্গও সর্বসমক্ষে বলা চলবে না।'

চিকিৎসক জানান, 'তা আর সম্ভব নয়। কথাটা ইতিমধ্যেই অনেকে জেনে ফেলেছে।'

'জেনে ফেলেছে? কে? ঐ হেরাল্ড কাগজের লোকগুলো নয় তো?' মেয়র উৎকণ্ঠিত।

চিকিৎসক ঘাড় নেড়ে জানালেন, 'হ্যাঁ', ওরা জেনেছে। মেয়র যাতে নিজের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করেন, তার দিকে নজর দেবে প্রগতিশীল ও স্বাধীন সংবাদপত্র।'

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন পিটার স্টকমান। যেন কথার খরা। অবশেষে বললেন, 'তুমি একটি পাক্কা হঠকারী, থমাস। তোমার নিজের জীবনে এর ফলাফল কী হতে পারে, ভেবে দেখেছ?'

'ফলাফল? আমার জীবনে?'

'তোমার আর তোমার পরিবারের জীবনে।'

'কী-সব বকছ উল্টোপাল্টা?' চিকিৎসক অধৈর্য হয়ে পড়েন।

আস্তে আস্তে বোঝাতে চেষ্টা করেন মেয়র। বরাবরই তিনি বড় ভাই হিসেবে তাঁর যেটুকু কর্তব্য, তা পালন করার চেষ্টা করে এসেছেন (সে বিষয়ে থমাসেরও কোন সন্দেহ নেই)। ভাইয়ের আর্থিক সুরাহার জন্য চেষ্টার কসুর করেননি পিটার। এর পিছনে তাঁর নিজের কিছুটা স্বার্থও ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতার ব্যবস্থা করে দিতে পারলে থমাসকে তিনি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে পারবেন। কোন জননেতার পক্ষে তার নিকটতম আত্মীয়ের কাছে মাথা নোয়ানোটা যে কত অস্বস্তিকর, থমাস তার কী বুঝবে? কিছু না বুঝেশুনে অবস্থাটাকে জটিল করে তুলেছে শুধু। আসলে থমাসের ঐ অস্থির, আক্রমণাত্মক মেজাজই এর জন্য দায়ী। আর ঐ এক বদঅভ্যেস, দুনিয়ার যাবৎ বিষয় নিয়ে কাগজে লেখা! মাথায় কোন একটা ভাব একবার গজিয়ে উঠলেই হল। ব্যস, লেখো কাগজে, না হয় তো ছাপাও প্যাম্‌ফ্লেট। এই অভ্যেসই কাল হয়েছে থমাসের।

চিকিৎসক মানতে নারাজ। মাথায় কোন নতুন ধারনা এলে সেটা জনগণকে জানানোটা তো প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

ফুঃ, জনগণ! জনগণের ও-সব নতুন ধারণা-টারণার কোন দরকার হয় না। পুরনো, সর্বসম্মত ধারণাগুলো দিয়েই তাদের কাজ চলে যায় দিব্যি। তো, যে কথা হচ্ছিল। নিজের এই বেপরোয়া মনোভাবের দরুন এবার চরম মূল্য দিতে হতে পারে থমাসকে। কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে অভিযোগ তুলেছে ও, অভিযোগ এনেছে সরকারের নামেও। এরকম অভিযোগ আগেও মাঝে-মাঝে তুলেছে ও। ওর সঙ্গে একসঙ্গে কোন কাজ করা প্রায় অসম্ভব—অনেক ঠেকে এ কথাটা শিখেছেন পিটার।. কোন বিষয়েই এতটুকু ভেবে-চিন্তে চলতে রাজি হয় না ও। থমাসের মনে রাখা উচিত, স্নানোৎসবের মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে তাকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা পিটারই

করেছিলেন।

প্রতিবাদ বেজে ওঠে চিকিৎসকের গলায়, 'এ কাজের জন্য আমার থেকে যোগ্য আর কেউ ছিল না। এ শহরকে যে স্বাস্থ্যোদ্ধারের একটা দারুণ জায়গায় পরিণত করা যায়, সে কথাটা কে প্রথম বলেছিল? এই আমি। সেই ধারণাকে সার্থক করে তুলতে বছরের পর বছর একা লড়েছি আমি, লেখার পর লেখা ছাপিয়েছি…'

মেয়র ঘাড় নাড়লেন। হ্যাঁ, থমাসই প্রথম বুঝেছিল ব্যাপারটা, তা সত্যি। কিন্তু সেটা উপযুক্ত সময় ছিল না। অবশ্য তখন অনেক দূরে বসবাস করত থমাস। অত দূরে বসে এখানকার অবস্থাটা ঠিকমতো বোঝাও মুস্কিল। উপযুক্ত সময়ে বিষয়টার প্রতি মনোযোগ দেন মেয়র স্বয়ং, আর সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন।

চিকিৎসকের মন্তব্য, 'হ্যাঁ, তা দিয়েছিলে। আর গোটা ব্যাপারটাকে একেবারে তালগোল পাকিয়ে ছেড়েছিলে। আমার চমৎকার পরিকল্পনাগুলোকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিলে। সত্যি, তোমাদের মগজগুলো এক একখানা জিনিস বটে!'

ভাইয়ের মন্তব্যে কর্ণপাত করেন না মেয়র, নিজের কথা বলে যান, 'আসলে থমাস আবার একটা ছুতো করে ঝগড়া বাধাবার তালে আছে। সেই চিরকেলে বদভ্যেস। ঝগড়া করার একটা জায়গা তো চাই, কাজেই ধরো এবার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে, দাও খোঁচা। কর্তৃপক্ষের কাছে মাথা নোয়ানো? নৈব নৈব চ। সে পাঠশালে পড়েনি তাঁর গুণধর ভাইটি। উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত যে-কোন লোককে নিজের ব্যক্তিগত দুশ্‌মন বলে মনে করে সে। ছুতো পেলেই তাদের হেনস্থা করার জন্য আদা-জল খেয়ে লেগে পড়ে। কিন্তু এবারে মেয়র স্পষ্ট করেই জানাতে চান—থমাসের কাজ-কারবারের ফলে শহরের অনেক কিছুই বিপন্ন হয়ে পড়তে চলেছে, আর সেইসঙ্গেই বিপন্ন হয়ে উঠছে মেয়রের নিজের মান-মর্যাদাও। কাজেই, আর ছাড় দেওয়া চলে না। এবার কঠোর হতেই হচ্ছে তাঁকে। প্রথমত, বোর্ডের সভায় অলোচনার আগেই কিছু

বাইরের লোকের কাছে ব্যাপারটা ফাঁস করেছে থমাস। এবার মুখে মুখে হাজারটা গুজব ছড়াবে। ব্যাপারটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলবে অনেকেই, তিলকে তাল করে দেখাতে চাইবে। এসব ঠেকানোর জন্য প্রকাশ্যে একটা বিবৃতি দিয়ে ব্যাপারটা অস্বীকার করতে হবে থমাসকে।'

চিকিৎসক উত্তেজিত. 'বিবৃতি ? অস্বীকার ? কী বলতে চাইছটা কি ?'

মেয়রের বক্তব্য ঝর্ণার জলের মতো স্বচ্ছ। থমাসকে বলতে হবে, 'আরও বিস্তারিত অনুসন্ধান করে সে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে প্রথমে সে ব্যাপারটাকে যতটা বিপজ্জনক বলে মনে করেছিল, আসলে মোটেই ততটা বিপজ্জনক নয়।'

চিকিৎসকের গলায় ফুটে-ওঠা বিদ্রূপ. 'অহো, অহো! তাহলে এই কর্মটাই করতে বলছ ?'

'না. এটুকুও যথেষ্ট নয়। আরও কিছু করতে হবে থমাসকে। প্রকাশ্যে জানাতে হবে—বোর্ডের ওপর তার পূর্ণ আস্থা আছে। বলতে হবে যে সে আশা করে সত্যিকারের কোন সমস্যা দেখা দিলে তা মেটাতে বোর্ড আন্তরিকভাবেই আগ্রহী।'

চিকিৎসক অসহিষ্ণু, 'তা না-হয় বুঝলুম, কিন্তু এইভাবে জোড়া-তাপ্পি দিয়ে তো সমস্যার সমাধান হবে না পিটার! শোনো, আমি তোমাকে স্পষ্ট বলছি, ব্যক্তিগতভাবে আমি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত যে··'

তাঁর কথার মাঝেই শোনা যায় মেয়রের গম্ভীর স্বর, 'কর্মচারি হিসেবে কোন ব্যক্তিগত মতামত পোষণ করার অধিকার তোমার নেই।'

থিতিয়ে যান থমাস, জড়িয়ে যায় কথা, 'অধিকার···নেই··· ?'

মেয়রের বক্তব্য, 'না. কর্মচারি হিসেবে নেই, থাকতে পারে না। সাধারণ মানুষ হিসেবে থাকতেই পারে, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু স্নানোৎসব সংক্রান্ত কমিটির একজন অধস্তন কর্মচারি হিসেবে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মতামতের বিরোধী কিছু বলার অধিকার তার নেই।'

চিকিৎসক বিমূঢ়, 'সে কী ? একজন চিকিৎসক, একজন বিজ্ঞানী

তার মতামত প্রকাশ করতে পারবে না? সে অধিকার তার নেই?'

পিটার স্টকমান গম্ভীর, 'এ প্রশ্নটা তো নিছক কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় নয়। এটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কারিগরী আর অর্থনৈতিক প্রশ্নও।'

চিকিৎসকের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙো-ভাঙো, 'প্রশ্নটা যাবই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি শুধু বলতে চাই দুনিয়ার তাবৎ বিষয় নিয়েই কথা বলার হক্ আমার আছে!'

মেয়র স্থির, 'একশবার আছে, যে-কোন বিষয় নিয়েই কথা বলার হক্ আছে তোমার—শুধু স্নানোৎসব বাদে। ও বিষয়ে কিছু বলা চলবে না।'

চিৎকার করে ওঠেন ডাঃ স্টকমান, 'চলবে না! এত বড়...'

মেয়র কঠোর, 'আমি তোমাকে নিষেধ করছি। মনে রেখো, আমি তোমার ওপরওয়ালা। আমার আদেশ মানতে তুমি বাধ্য।'

প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেন ডাঃ স্টকমান, 'পিটার...আজ যদি তুমি আমার ভাই না হতে...'

সশব্দে খুলে যায় দরজাটা। দ্রুত পায়ে ঘরে ঢোকে পেত্রা, উত্তেজিত, 'ওনার কথায় রাজি হয়ো না বাপি, কক্ষনো না।'

পিছু পিছু ছুটে আসেন ক্যাথরিন, ব্যাকুল, 'পেত্রা, পেত্রা থাম্!'

মেয়রের কণ্ঠে বিদ্রূপের অনুরণন, 'আচ্ছা! তোমরা তাহলে সব শুনছিলে!'

ক্যাথরিন চেষ্টা করেন চাপা দেওয়ার, 'আসলে আপনারা এত জোরে জোরে কথা বলছেন, সব কথাই ভেসে যাচ্ছে...'

কিন্তু পেত্রা ভয়হীনা, 'না, আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলুম।'

মেয়র বিচলিত নন, 'মানে, আমি এই ভেবে খুব খুশি হচ্ছি যে

চিকিৎসক এগিয়ে আসেন মেয়রের দিকে, 'হ্যাঁ, আদেশ দেওয়া আর তা মেনে চলা সম্বন্ধে তুমি কী-যেন বলছিলে?'

মেয়র মাথা নাড়েন, 'তুমি আমাকে ঐভাবে কথা বলতে বাধ্য করছিলে।'

, সরাসরি মেয়রের চোখের ওপর চোখ রাখেন চিকিৎসক, 'তুমি বলছ আমাকে আমার কথাগুলো প্রকাশ্যে ফিরিয়ে নিতে হবে?'

'হুঁ, তা তো নিতেই হবে। মেয়রের নির্দেশ মতো একটা বিবৃতি দিতেই হবে থমাসকে।'

থমাস সংযত, 'আর…যদি এ নির্দেশ না মানি?'

মেয়র জানান, 'সেক্ষেত্রে মানুষের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য কর্তৃপক্ষকেই একটা প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে হবে।'

চিকিৎসক হাসেন, 'তা বেশ, কর্তৃপক্ষ বিবৃতি দিক। তার বিরুদ্ধে কাগজে লিখবেন তিনি। দেখিয়ে দেবেন কে সঠিক আর কে বেঠিক। তখন মেয়র কী করবেন?'

'তখন আর তোমার বরখাস্ত হওয়াটা ঠেকাতে পারব না আমি'—মেয়রের তাৎক্ষণিক জবাব।

চিকিৎসক টানটান, 'কী?'

পেত্রা উত্তেজিত, 'বরখাস্ত? বাপিকে?'

ক্যাথরিন বজ্রাহত, 'ব-র-খা-স্ত?'

অকম্পিত গলায় ফরমান দেন মেয়র, 'স্নানোৎসবের বোর্ড থেকে বরখাস্ত করা হবে তোমাকে। নোটিস পেয়ে যাবে ঠিক সময়েই। আর স্নানোৎসবের সঙ্গে তোমার যাতে কোনরকম যোগাযোগ না থাকে, তার বন্দোবস্তও করা হবে।'

'সে হিম্মৎ তোমাদের হবে না—', চিকিৎসকের গলায় প্রত্যয়।

'তোমার বেপরোয়া মনোভাবই এর জন্য দায়ী—মেয়রের ঘোষণা :

প্রতিবাদ বেজে ওঠে পেত্রার গলায়, 'বাপির মতো মানুষের সঙ্গে এরকম আচরণ করাটা খুবই অপমানজনক, এটা মনে রেখো জেঠু।'

ক্যাথরিন সন্ত্রস্তা, 'ওরে চুপ কর, চুপ কর পেত্রা!'

কঠিন চোখে পেত্রার দিকে তাকালেন মেয়র, 'হুঁ, নিজের মতামতটা জানাতে আর সবুর সইছে না, অ্যাঁ! ভালো, ভালো।' বলতে বলতে ক্যাথরিনের দিকে তাকালেন তিনি, 'এ বাড়িতে তুমিই সব থেকে বিবেচক মানুষ, ক্যাথরিন। স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করো।

এভাবে চললে তোমাদের পরিবারের তো বটেই, সেই সঙ্গে…'

কথার মাঝে বাধা দেন চিকিৎসক, 'আমার পরিবারের কথা আমিই ভাববো, আর কারুর তাতে নাক গলানোর কোন প্রয়োজন দেখছি না।'

মেয়র অপ্রতিহত, 'হ্যাঁ, যা বলছিলুম। তোমাদের পরিবারের তো বটেই, সেইসঙ্গে সারা শহরটারও সর্বনাশ ঘটে যাবে।'

'সর্বনাশ? শুনে রাখো, এ শহরের মঙ্গলের কথা আমিই ভাবছি, তুমি নও। আমি শুধু কিছু গলদ ধরিয়ে দিতে চাইছি। একদিন-না-একদিন এ-সব গলদ ধরা পড়বেই। এ শহরকে আমি ভালোবাসি কি না-বাসি, তার প্রমাণ আমি হাতে-নাতেই দেবো।'

মেয়রের বক্তব্য, 'থমাসের চরম একগুঁয়েমী এ শহরের সুখ-সমৃদ্ধির প্রধান উৎসটাকেই বন্ধ করে দিতে চলেছে।'

'উৎস? ওটা একটা বিষাক্ত উৎস! তোমরা কি সব উন্মাদ হয়ে গেলে? নোংরা আর দুর্নীতি ফেরি করে বেঁচে থাকছি আমরা। শহরের সমস্ত সুখ-সমৃদ্ধি গড়ে উঠছে একটা মিথ্যের বনিয়াদের ওপর!'

মেয়র স্থির, যথারীতি, 'চরম নির্বোধের মতো কথা বলছ। যে লোক নিজের জন্মভূমির নামে এরকম কুৎসা রটাতে পারে, তাকে আমি জনগণের শত্রু বলেই মনে করি।'

ক্ষিপ্ত চিকিৎসক ছিটকে এগিয়ে যান, 'এত বড় সাহস…'

দুজনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়েন ক্যাথরিন, চিৎকার করে ওঠেন, 'থমাস!'

বাবার হাত ধরে টেনে আনে পেত্রা, 'শান্ত হও বাপি, শান্ত হও।'

দরজার দিকে এগিয়ে যান মেয়র পিটার স্টকমান। বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলে যান, 'অপমানিত হওয়ার জন্য হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে আমি রাজি নই। তোমাকে সতর্ক করার দরকার ছিল, করেছি। এবার নিজেই ভেবে দ্যাখো। আচ্ছা, বিদায়।' বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ঘরে এখন স্বামী-স্ত্রী আর কন্যা। নীরব, নিঃশব্দ। চিকিৎসকের অস্থির পায়চারি। একসময় নীরবতা ভাঙে। কথা বলেন চিকিৎসক। নিজের বাড়িতে বসে, এইসব বেআদপি সহ্য করে যেতে হবে তাঁকে? স্বামীকে স্বান্তনা দেন ক্যাথরিন। সত্যি, এটা লজ্জাজনক, অপমানকর। পেত্রা ফুঁসছে। এই জেঠু নামক ভদ্রলোকটিকে উচিত শিক্ষা দিতে পারলে গায়ের ঝাল মেটে ওর। থমাস স্টকমান দুরমনা। এ তাঁরই দোষ, অনেক আগেই এদের শায়েস্তা করা উচিত ছিল। এত বড় স্পর্ধা, তাঁকে বলে জনগণের শত্রু! না, এ ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করতে তিনি রাজি নন, কিছুতেই না। ক্যাথরিন বাস্তবমুখী। বোঝাতে চেষ্টা করেন—পিটার স্টকমানের হাতে অনেক ক্ষমতা, অনেক জোর। স্ত্রীর দিকে তাকান থমাস। ক্ষমতা, জোর? থাকুক, যত খুশি থাকুক। কিন্তু তাঁর দিকে আছে সত্য, ন্যায়। না, সে ব্যাপারে দ্বিমত নেই ক্যাথরিনের। সত্য থমাসের দিকেই। কিন্তু শক্তি ছাড়া সত্যের কী দাম? মায়ের কথায় প্রতিবাদ করে ওঠে পেত্রা। এ কী কথা? সত্য সত্যই!

থমাস বলেন, 'একটা স্বাধীন দেশে সত্যের কোন দাম নেই বলছ? তুমি দেখছি একেবারেই নিরেট, ক্যাথরিন। তাছাড়া, আমার পাশে আছে প্রগতিশীল আর স্বাধীন সংবাদপত্র, আছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। এতটা শক্তিও কি যথেষ্ট নয়?'

অসহায় বোধ করেন ক্যাথরিন। থমাস কি তাহলে মুখ তোলেন থমাস। কী তাহলে? ক্যাথরিনের গলায় বিপন্নতার ঢেউ। থমাস কি তাহলে নিজের দাদার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে? থমাসের ভাবনা একান্ত স্বচ্ছ। দাদা-ফাদা কোন ব্যাপার নয়। দাঁড়াতে হবে সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে। মেয়ের রায় বাবার দিকেই। ঠিক, সত্যের আসন সবার ওপরে। ক্যাথরিন কিন্তু আশাবাদী হতে পারছেন না। তাঁর ধারণা, কোন লাভ হবে না, শুধু পাথরে মাথা ঠোকাই সার হবে। ওরা যখন করতে দেবে না ঠিক করেছে, তখন যেন-তেন প্রকারেণ থমাসকে ওরা রুখবেই রুখবে। স্ত্রী-র আশাহীনতা স্পর্শ

করে না চিকিৎসককে। তিনি শেষপর্যন্ত লড়বেন. শেষ দেখে ছাড়বেন শুধু একটু সময় দরকার।

চরম আতঙ্কটা ব্যক্ত করেন ক্যাথরিন. 'হ্যাঁ, লড়াই করো, আর ওদিকে চাকরিটা চলে যাক। ব্যস, আর কী চাই।'

চাকরি যাক বা থাক, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই চিকিৎসকের। তিনি চান সমাজের প্রতি. মানুষের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে। তাঁকে বলে কিনা জনগণের শত্রু. এত বড় স্পর্ধা!

কিন্তু ক্যাথরিনের মাথায় কিছু অন্য চিন্তার, অন্নচিন্তার, ঘোরাফেরা. 'তা তো বুঝলুম থমাস। কিন্তু এই পরিবারটার কী হবে, একবার ভেবে দেখেছ? যারা তোমার সবথেকে কাছের জন. তাদের কী হবে—সেটা একবারও ভাবছো না থমাস?'

'ওহ্, মা! সবসময় আমাদের জন্যে এত ভেবো না তো', বলে ওঠে পেত্রা।

মেয়ের দিকে ফিরে তাকান ক্যাথরিন, 'হ্যাঁ, তুই সেটা বলতে পারিস। দরকার হলে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা আছে তোর। কিন্তু ছেলে দুটো?' ক্যাথরিন স্বামীর দিকে চোখ রাখেন. 'ওদের কথা একটু ভাবো থমাস. সেইসঙ্গে নিজের কথাও. আর. পারলে আমার কথাও...'

মাথা নাড়েন চিকিৎসক। নাহ্, ক্যাথরিনের মাথাটা একেবারেই গেছে। আরে বাবা, পিটার আর তার সঙ্গীসাথীদের হুমকির সামনে মাথা নোয়ালে জীবনে কি আর কোনদিন মনে শান্তি পাবেন চিকিৎসক? তবু ক্যাথরিন আতঙ্কিত। থমাস এইভাবে চললে যে শাস্তি নেমে আসবে জীবনে. যার কালো-ছায়া দুলছে মাথার ওপর, তা থেকে ঈশ্বর রক্ষা করুন ওদের। সেই শাস্তি মানে সেই ফেলে-আসা ভয়ঙ্কর দিনগুলোর ফিরে আসা। সেইসব দিন. যখন কোন চাকরি ছিল না. নিয়মিত রোজগার ছিল না। ফেলে-আসা দিনগুলোয় তার স্বাদ, সেই তিক্ত, জ্বালাময় স্বাদ, যথেষ্ট পেয়েছেন ক্যাথরিন. পেয়েছে বাকিরাও। না, তার ফিরে আসা আজ আর

আকাঙ্খিত নয়। একটু ভাবো থমাস, একটু ভেবে পা ফেলো!

চিকিৎকের শরীরে এক প্রচণ্ড আক্ষেপ। বারবার হাত দুটো মুঠো করছেন, খুলছেন, যেন কিছু একটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা, অবলম্বনের খোঁজ। ওহ্, একজন সৎ, স্বাধীন মানুষ কিছু করতে চাইলে তাকে এইসব ঘৃণ্য আমলাগুলোর খপ্পরে পড়তে হবে, এদের সঙ্গে টক্কর দিতে হবে! ভয়ঙ্কর এক ব্যবস্থা চেপে বসেছে সমাজের বুকে।

সে ব্যাপারে ক্যাথরিনের কোন দ্বিমত নেই। ঐ লোকগুলো অপমান করেছে তাঁর স্বামীকে, চরম অপমান। কিন্তু, এ পৃথিবীর সর্বত্র, প্রতি কোণে কোণে কত অন্যায়, কত অবিচার যে চাপা পড়ে আছে, কত মানুষকে যে কত ভাবে সে সবের শিকার হতে হয়, তা ভাবতে গেলে…

বাইরের দিকে চোখ রাখেন ক্যাথরিন, উদাস, ব্যথিতা, তোলপাড়-বুক। আর তখনই তাঁর চোখে পড়ে, স্কুলের বইপত্র হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে এজলিফ আর মর্টেন—তাঁদের দুই নাবালক পুত্র। আর্ত ক্যাথরিন বলে ওঠেন, 'থমাস, একবার ছেলেদের মুখের দিকে তাকাও, একবার ভেবে দ্যাখো ওদের কথা! ওদের কী হবে? না না, তুমি এমন…'

ঘরে পা রাখে দুই বালক। পুত্রদের দিকে তাকান চিকিৎসক, কোন এক তিরতিরে দোলা হয়ত ছুঁয়ে যায় তাঁর বুক, বলতে যান, 'ওরা ওদের…', তারপর এক লহমায় তাঁর চোখে ছায়া ফেলে কোন নির্জলা মেঘ, কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে শপথের সুর, 'না, আমি ফিরবো না, দুনিয়াটা তছনছ হয়ে গেলেও নয়। শির আমি নোয়াবো না। আমি দেখতে চাই আমার সন্তানরা স্বাধীন মানুষ হিসেবে পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে!'

ঘর থেকে বেরিয়ে যান চিকিৎসক। কান্না, বুক-ছেঁড়া, সব-ভাঙা কান্না, গ্রাস করে ক্যাথরিনকে। ভিজে-যাওয়া বিকৃত গলায় শুধু বিপন্ন উচ্চারণ, 'ঈশ্বর, তুমি দেখো, আমাদের দেখো তুমি ঈশ্বর!'

আর গর্বে, অহঙ্কারে ভরপুর পেত্রা, 'ওহ্, সত্যি, বাপির জবাব নেই!

কিছুতেই হার মানবে না বাপি।'

এবং দুই বালকের চোখে টলটলে বিস্ময়। এইসব কান্না, আকুলতা, বাপির মুখে কত-সব আশ্চর্য কথা—হচ্ছেটা কী? জানতে চায় ওরা। গর্বিতা দিদি ইশারায় জানায়—এখন চুপ কর তোরা, লক্ষ্মীটি!

৩

'পিপ্‌ল'স্‌' হেরাল্ড পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর। টেবিলের ওপর একরাশ কাগজ-বই ডাঁই করা। এদিক-সেদিকে গোটা কতক চেয়ার। ঘরটায় কেমন যেন বিষণ্ণতার ছায়া, উজ্জ্বলতার অভাব। আসবাব-গুলো পুরনো, চেয়ারগুলো ময়লা-ধরা, ভাঙা-চোরা। ভিতর দিকে ছাপাখানা। কয়েকজন কম্পোজিটার কাজ করছে সেখানে। একটা হ্যাণ্ড-প্রেসে শব্দ উঠছে ছাপার।

সম্পাদক হোভস্টাড লেখা-লিখিতে ব্যস্ত। খানিক পরে ঘরে এল বিলিং। ডাঃ স্টকমানের প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিটা ওর হাতে।

লিখতে লিখতেই কথা বললেন হোভস্টাড, 'পড়লে?'

ডেস্কের ওপর পাণ্ডুলিপিটা রাখতে রাখতে বিলিং জানালো, 'হুঁ, পড়লুম।'

'খুবই কঠোর সমালোচনা করেছেন, তাই না?' সম্পাদকের প্রশ্ন। বিলিং বেশ উত্তেজিত। 'কঠোর? একেবারে বিধ্বংসী লেখা। এক একটা শব্দ যেন এক একটা হাতুড়ির ঘা!'

চোখ তোলেন সম্পাদক, 'কিন্তু ওনার যুক্তিগুলো একেবারে অকাট্য।' বিলিং একমত। 'সত্যিই অকাট্য। কিন্তু শুধু এই একটা লেখা ছেপে দিলেই কাজ শেষ হবে না। আক্রমণের পর আক্রমণ চালাতে হবে, যতদিন না গোটা কাঠামোটা ধসে পড়ে। লেখাটা পড়তে পড়তে ও যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল—বিপ্লব এগিয়ে আসছে!'

'চুপ চুপ! এ সব কথা যেন আসলাকসেনের কানে না যায়'—সতর্ক

করে দেন হোভস্টাড।

গলা নামায় বিলিং। তার স্থির বিশ্বাস, 'ঐ আসলাকসেনটা একটা জাত কাপুরুষ। মেরুদণ্ড বলে কোন পদার্থ লোকটার শরীরে নেই। তা, ডাঃ স্টকমানের লেখাটা তাহলে ছাপা হচ্ছে, তাই তো?'

সম্পাদকের উত্তর, 'হচ্ছে। যতক্ষণ না মেয়রমশাই হার মানছেন, ততক্ষণ ছাড়ছি না।'

লড়তে গেলে মেয়র ডুববেন—বিলিং নিশ্চিত।

হোভস্টাড অনেক কিছুই ভেবে রেখেছেন। মেয়র যদি চিকিৎসকের প্রস্তাব গ্রহণ না করেন, তাহলে গোটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীটা ছিঁড়ে খাবে তাঁকে। মানে ঐ সম্পত্তি-করদাতাদের সংস্থা-টংস্থারা। আর যদি প্রস্তাবগুলো মেনে নেন, তাহলে স্নানোৎসবের যে-সব বড় বড় অংশীদার এতদিন তাঁর কট্টর সমর্থক ছিল, তারা তাঁকে ছেড়ে কথা কইবে না। কেননা ঐ-সব প্রস্তাব মতো কাজ করতে হলে তাদের বেশ মোটা অর্থই লোকসান হবে। আর এই চক্রটাকে একবার ভাঙা গেলে আর ছাড়-ছোড নেই। দিনের পর দিন কাগজের পাতায় কামান দেগে চলতে হবে। লোককে দেখিয়ে দিতে হবে—এই মেয়রটি একেবারেই অযোগ্য, এখনকার সবকটা কর্তাব্যক্তিই অকর্মণ্য, গোটা কাউন্সিলটাই অপদার্থ। আওয়াজ তুলতে হবে উদারনৈতিকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্য।

বিলিং বন্ধ-দম' 'তাই তো, তাই তো। মানে, মানে, হ্যাঁ···এ শহর এখন এক বিপ্লবের দোরে কড়া নাড়ছে!'

দরজায় শব্দ। আগন্তুককে ভিতরে আসার আহ্বান জানালেন সম্পাদক। সম্পাদকীয় দপ্তরের মধ্যে পা রাখলেন ডাঃ থমাস স্টকমান। দ্রুতপায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন সম্পাদক, 'আরে ডাক্তার, আপনি! কী খবর বলুন!'

চিকিৎসক জানালেন, 'লেখাটা ছাপতে দিয়ে দিন, মিস্টার হোভস্টাড।'

সম্পাদক খুশিয়াল। বিলিং উচ্ছ্বসিত। চিকিৎসক জানালেন—

আর গড়িমসি নয়, এবার যুদ্ধ শুরু।

বিলিং শুতো ছাড়ে, 'কঠিন যুদ্ধ, অ্যাঁ। চালিয়ে যান ডাক্তার, জবাই করুন সব কটাকে।'

চিকিৎসকের বক্তব্য—এই প্রবন্ধটা সূচনা মাত্র। আরও অন্তত চার-পাঁচটা প্রবন্ধের কথা তাঁর মাথায় ঘুরছে। কথা বলতে বলতে আসলাকসেনের খোঁজ করলেন তিনি। ছাপাখানায় কাজ করছে আসলাকসেন। বিলিং চিৎকার করে ডাকল তাকে। চিকিৎসকের কাছে সম্পাদক জানতে চাইলেন, বাকি প্রবন্ধগুলোও এই একই বিষয়ে লেখার কথা তিনি ভাবছেন কিনা। না, তা ভাবছেন না চিকিৎসক। নানান বিষয় নিয়ে লেখা হবে প্রবন্ধগুলো। তবে সবগুলোই ঐ জল-সরবরাহ আর ময়লা-নিষ্কাশন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। আসলে একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলে আরও পাঁচটা বিষয় এসেই পড়ে। একটা পুরনো বাড়িকে মেরামত করতে গেলে যেমন হয় আর কি। বিলিং বিগলিত। আ্যায়, এই হচ্ছে কথা! টান দিতে হবে একেবারে গোড়া ধরে, গোটা ব্যাপারটাকে স্তব্ধ করে দিতে হবে।

ছাপাখানা থেকে কথাটা শুনতে পায় আসলাকসেন। এগিয়ে আসে সে, 'স্তব্ধ করে দেবে? ডাক্তার, আপনি কি স্নানোৎসবটা বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছেন নাকি?'

তাকে আশ্বস্ত করেন সম্পাদক। বন্ধ করে দেওয়ার প্রশ্নই উঠছে না। ডাঃ স্টকমান এবার জানতে চান, তাঁর লেখাটা কেমন লাগল সম্পাদকের।

'দুরন্ত লেখা', সম্পাদক জানান, 'খুবই স্পষ্ট আর যথাযথ। লেখার মূল বক্তব্যটা বোঝার জন্য মোটেই বিশেষজ্ঞ হতে হয় না, যে-কোন লোকই বুঝতে পারবে। বাজি রেখে বলতে পারি, সমস্ত প্রগতিশীল মানুষই আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে।'

চিকিৎসক খুশি। আসলাকসেন প্রস্তাব দেয়, লেখাটা তাহলে ছেপে ফেলা যাক। হোভস্টাড বলেন, আগামীকালের কাগজেই প্রকাশিত

হবে লেখাটা। চিকিৎসক একমত—হ্যাঁ, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আর হ্যাঁ, আসলাকসেনের কাছে তাঁর বিনীত অনুরোধ, ছাপার সময় তিনি যেন বিশেষ মনোযোগ দেন লেখাটার দিকে। ছাপার ভুল-টুল যেন একটাও না থাকে, কেননা প্রতিটা শব্দই সোনার মতো দামী। চিকিৎসক নিজেও প্রুফটা একবার দেখে নিতে চান। লেখাটা এক্ষুনি তুলে দেওয়া দরকার সমস্ত বুদ্ধিমান লোকদের হাতে হাতে। ভাবুক তারা, ভেবে দেখুক। ওদিকে তাঁকে ভয় দেখানোর পালা শুরু হয়ে গেছে, একেবারে মৌলিক মানবিক অধিকারগুলো থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে। চোখ রাঙাচ্ছে, অপমান করছে, আদর্শকে ছুঁড়ে ফেলে নিজের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধে কথা ভাবতে বাধ্য করানোর চেষ্টা করছে।

'জাহান্নমে যাক ওরা। এত স্পর্ধা!' বিলিং ক্ষুব্ধ।

সম্পাদক শান্ত, 'ঐ লোকগুলোর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।'

কিন্তু চিকিৎসক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চোয়াল চেপে লড়বেন তিনি। ছাপার হরফে সব ফাঁস করে দেবেন। প্রত্যেকদিন তিনি লিখবেন পিপ্‌লস্ হেরাল্ডে, একের পর এক বিস্ফোরক লেখায় চুরমার করে দেবেন ওদের ঘুঘুর বাসা।

আসলাকসেন সংশয়ী, 'কিন্তু, দেখুন…'

বিলিং বাঁধভাঙা, 'যুদ্ধ, যুদ্ধ! চালাও পান্‌সী!'

জমে থাকা আবেগ যেন আর চেপে রাখতে পারছেন না থমাস স্টকমান। ঐ লোকগুলোকে, ঐ দুষ্টচক্রটাকে তিনি ধুলোয় মিশিয়ে দেবেন, ফালাফালা করে ছিঁড়বেন ওদের যাবতীয় কুযুক্তিকে, লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন সত্যটা।

মাথা নাড়ে আসলাকসেন, 'কিন্তু ডাক্তার, যা-ই করুন, সংযমটা হারাবেন না যেন। কামান দাগুন, তবে সংযমীভাবে…'

বিলিং বেপরোয়া, 'কভি নেহি। ডিনামাইট চাই, ডিনামাইট!'

চিকিৎসকের সপ্রতিভতায় ঘাটতি নেই। আবেগ অনর্গল। তাঁর মতে, প্রশ্নটা এখন আর শুধু জল-সরবরাহ কিংবা ময়লা-নিষ্কাশনেই

সীমাবদ্ধ নয়। গোটা সমাজটাকেই সাফসুতরো করতে হবে, জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ক্ষমতায় বসে থাকা বাস্তুঘুঘুগুলোকে টেনে নামাতে হবে তখত্ থেকে। আরও অনেক, অনেক কাজের দায়িত্ব তুলে নিতে হবে কাঁধে। এ-সব কাজের জন্য চাই যৌবনের প্রাণচাঞ্চল্যে টগবগে একদল মানুষ। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নেতৃত্বের ভার তুলে দিতে হবে তরতাজা যুবকদের হাতে। সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ালে, এককাট্টা হয়ে লড়লে কাজটা আদৌ কঠিন মনে হবে না। তরতর করে স্রোত কেটে এগিয়ে যাবে বিপ্লব।

সম্পাদক হোভস্টাডের স্থির প্রত্যয়—কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণভার উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেওয়ার সম্ভাবনা এখন খুবই উজ্জ্বল। আসলাকসেনও সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। তবে পা ফেলতে হবে সংযমীভাবে! ডাঃ স্টকমান যে এ শহরের, এই সমাজের একজন সত্যিকারের মঙ্গলাকাঙ্খী, সে সম্বন্ধেও তার কোন সংশয় নেই।

বিলিং ঘোষণা করে, 'আসলাকসেন, তার মানে ডাক্তার স্টকমান হচ্ছেন জনগণের বন্ধু।'

আসলাকসেন সন্তুষ্ট, 'ঠিক বলেছ। সম্পত্তি-করদাতাদের-সংস্থার পক্ষ থেকে এই কথাটাই আমরা ব্যবহার করব।'

থমাস স্টকমানের বুকের গহন, গহনতম অঞ্চলে, শরীর-মনের মোহনায় এক গভীর কৃতজ্ঞতা, আশ্চর্য আবেগের হিল্লোল। বন্ধুদের হাতে হাত রাখলেন তিনি, কৃতজ্ঞতা জানালেন। নিজের দাদা তাঁকে অন্য একটা নামে চিহ্নিত করেছে। এবার সুদসমেত তার প্রত্যুত্তর পাবে সে। যাক, এবার তাঁকে একটু রুগী দেখতে যেতে হবে। পরে আবার আসবেন। পাণ্ডুলিপিটার দিকে আসলাকসেন যেন ঠিকমতো নজর দেয়, একটা বিস্ময়সূচক চিহ্নও যেন বাদ না পড়ে! ইচ্ছে করলে আরও দু'একটা বিস্ময়সূচক চিহ্ন সে জুড়ে দিতেও পারে। সবাইকে বিদায় জানিয়ে, রুগী দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লেন চিকিৎসক।

হোভস্টাডের মন্তব্য, 'ভদ্রলোক আমাদের অনেক কাজে লাগবেন।'
সংযমী আসলাকসেনের প্রাজ্ঞ অভিমত, 'হ্যাঁ, যতক্ষণ উনি শুধু স্নানোৎসবের ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, ততক্ষন কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু, উনি অন্যান্য বিষয়েও মুখ খুলতে চাইলে ওনার পাশে দাঁড়ানোটা আর বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'
হোভস্টাডের কপালে চিন্তার ভাঁজ। হুঁ, ব্যাপারটা···কিন্তু বিলিং নির্ভীক, 'আরে, ভয়ে এমন সিঁটিয়ে যাওয়ার কী আছে?'
ভয়? আসলাকসেন হাসে। হ্যাঁ, প্রশ্নটা যদি স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কোনকিছু হয়, তাহলে সে ভয় পাচ্ছে বৈকি! অভিজ্ঞতার আগুনে পোড় খেয়ে খেয়েই এটা তাকে শিখতে হয়েছে। কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতির প্রশ্ন হলে, এমনকি সরাসরিভাবে সরকারের বিরোধিতা করার প্রশ্ন হলেও সে এতটুকু ভয় পায় না। আসলে তার একটা নিজস্ব বিবেকবোধ আছে, সেই বোধ অনুযায়ীই জীবনের পথে চলতে চায় সে। সরকারকে আক্রমণ করা যায় চোখ বুজে, কারণ তাতে সমাজের কিছু যায় আসে না। সরকারের কর্তাব্যক্তিরা ও-সব আক্রমণের দিকে ফিরেও তাকায় না, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে গদীতে। কিন্তু স্থানীয় নেতাদের ব্যাপারটা আলাদা। চেষ্টা-চরিত্র করলে তাদেরকে গদী থেকে টেনে নামানো যায়। আর সেই সুযোগে একদল গো-মুখ্যু অনভিজ্ঞ লোক ক্ষমতা দখল করে বসতে পারে। সেক্ষেত্রে সম্পত্তি-করদাতাদের আর অন্যান্য মানুষদেরও বিপুল ক্ষতির সম্ভাবনা থেকেই যায়।
হোভস্টাড জানতে চাইলেন, জনগণকে স্বশাসনের শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আসলাকসেন কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছে কিনা।
আসলাকসেনের উত্তর—কোন একটা নির্দিষ্ট স্বার্থ নিয়ে যাদের ভাবতে হয়, তারা অন্য অনেক বিষয়েই ভাবার সুযোগ পায় না।
'তাহলে বলতেই হচ্ছে, আমার কোন নির্দিষ্ট স্বার্থ নেই'—সম্পাদকের জবানবন্দী।
'কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ', বিলিং সোচ্চার।

আসলাকসেনের ঠোঁটের ডগায় একটুকরো হাসি ঝুলে আছে। ডেস্কের দিকে আঙুল দেখিয়ে হোভস্টাডের উদ্দেশে ও বলে, 'ঐ সম্পাদকীয় চেয়ারে আপনার আগে বসতেন মিস্টার স্টিন্সগার্ড। তিনি শেরিফ হয়েছিলেন।'

বিলিং-এর ঠোঁটে বাঁকা ভাঁজ, 'হুঁঃ, ওটা একটা পান্টি খাওয়ার মাস্টার।'

হোভস্টাড বলে ওঠেন, 'আমি কোন কর্তাভজা গোলাম নই। কোনদিন হবোও না।'

আসলাকসেন অনুত্তেজিত। রাজনীতিবিদদের কোন বিষয়েই এতটা নিশ্চিত হওয়া সাজে না। আর বিলিং? তার এখন কিছুদিন এ-সব ব্যাপারে মাথা বেশি না ঘামানোই ভালো। কারণ, আসলাকসেন জানে, কাউন্সিলের সেক্রেটারি পদের জন্য আবেদন করেছে সে।

হোভস্টাড চমকিত, 'সত্যি নাকি, বিলিং?'

বিলিং-এর জিভে টান, 'আম্...ঐ...মানে, আসলে এখানকার কর্তাদের জ্বালাতন করার জন্যেই করেছি আর কি!'

আসলাকসেনের কণ্ঠস্বর অকম্পিত। যে জন্যেই আবেদন করে থাকুক বিলিং, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু ওকে যদি কেউ কাপুরুষ বলে, তাহলে তার জবাবে একটা কথা ও জোর দিয়েই বলতে চায়—মুদ্রক আসলাকসেনের রাজনৈতিক জীবনে কোন মালিন্য নেই। একবারও সে পথ পাল্টায়নি, শুধু চলতে চলতে আরও সংযমী হয়ে উঠেছে। তার হৃদয়-মন দেশের মানুষের জন্য উৎসর্গীকৃত। কিন্তু তার মন বলছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করাটাই কাম্য।

আর কথা বাড়াল না আসলাকসেন। কাজ পড়ে আছে। ছাপাখানার মধ্যে চলে গেল ও।

বিলিং বিক্ষুব্ধ, 'এ লোকটার সঙ্গে কাজ-কারবার এবার বন্ধ করে দিতে হবে দেখছি!'

হোভস্টাডের কাছে চিত্রটা অন্যরকম। কাগজ আর ছাপার কাজটা এখানে ধারে করা যাচ্ছে। এ সুযোগ আর কোথাও মিলবে? অস্বীকার করার জো নেই বিলিং-এর। সত্যি, প্রয়োজনীয় পুঁজি না থাকাটা যে কী ঝামেলা! আচ্ছা, এ ব্যাপারে ডাঃ স্টকমানকে কাজে লাগানো যায় না?

টেবিলের ওপর কিছু কাগজপত্র ওল্টাতে ওল্টাতে সম্পাদক বললেন, 'ওনাকে দিয়ে আর কী কাজ হবে? কী আর আছে ওনার?'

'না, ওনার নিজের তো নেই-ই। কিন্তু ওনাকে দিয়ে ঐ লোকটাকে গাঁথা যেতে পারে, মানে ঐ মর্টেন কিল-এর কথা বলছি, লোকে থাকে বুড়ো ভাম বলে আর কি!'

মর্টেন কিল যে অর্থের কুমীর, সে সম্বন্ধে বিলিং-এর কোন সন্দেহ নেই। সেই অর্থের একটা অংশ তো স্টকমানরা পাবেনই।

প্রস্তাবটায় খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না হোভস্টাড। ও-সব নিয়ে ভাবতে বারণ করলেন বিলিংকে। আর সেইসঙ্গেই জানালেন, কাউন্সিলের কাজটা পাওয়ার আশা যেন সে না করে।

বিলিং-এর বক্তব্য—সে আশা কে করছেও না। প্রত্যাখ্যাত হতেই তো চায় সে। তবেই তো আগুনে দেওয়ার জন্য আরও কিছুটা ঘি জুটবে হাতে। এ-সব না থাকলে লড়াইটা চলবে কী করে?

আর না। বিলিং এরও কাজ পড়ে আছে। সম্পত্তি-করদাতাদের উদ্দেশ্যে একটা আবেদন লিখতে হবে। ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল ও।

ঘরে একা সম্পাদক। লিখছেন। মাঝে মাঝে কলমে কামড়, আনমনা কিছু ধীর উচ্চারণ। তখন দরজায় শব্দ। আগন্তুককে ভিতরে আসার আহ্বান জানান সম্পাদক। ঘরে ঢোকে পেত্রা, চিকিৎসক-দুহিতা।

সম্পাদক শশব্যস্ত। চেয়ার এগিয়ে দেন তাড়াতাড়ি। পেত্রা বসে না। কোটের পকেট থেকে একটা বই বার করে ও, এগিয়ে দেয় সম্পাদকের দিকে। যে ইংরেজি গল্পটা ওর অনুবাদ করার কথা ছিল,

সেটা ও করতে পারছে না।

সম্পাদক সপ্রশ্ন, 'কিন্তু আপনি কথা দিয়েছিলেন…'

পেত্রা বলে, 'তখন তো লেখাটা আমি পড়ে দেখি নি। আপনি নিজে পড়েছেন?'

না, সম্পাদক পড়েন নি, কেননা ইংরিজী ভাষাটা তাঁর জানা নেই।

পেত্রা জানায়, এ-রকম লেখা পিপ্‌ল'স্‌ হেরাল্ড-এর মতো কাগজে কোনমতেই ছাপা উচিত নয়। গল্পটায় সাতকাহন করে গুণকীর্তন করা হয়েছে এক অতিলৌকিক শক্তির। সেই শক্তি নাকি হাবৎ ভালো লোকেদের দিকে নজর রাখে, তার ইচ্ছায় ভালোরাই জেতে, আর সমস্ত নষ্ট-দুষ্ট লোকেরা শেষকালে উচিত সাজা পায়—এইসব গালগপ্পো ফলাও করে ফাঁদা হয়েছে।

সম্পাদক নির্লিপ্ত, 'তা, এতে দোষের কী হল? লোকে তো এ-রকম গল্পই পড়তে চায়।'

পেত্রা ক্ষুব্ধ। লোকে চায় বলেই এইসব আবর্জনা তাদের পাতে ঢেলে দিতে হবে? বিশেষ করে সম্পাদক নিজে যখন এ-সব কথার এক-বিন্দুও বিশ্বাস করেন না? বাস্তবে কি ও-রকমটা ঘটে?

সম্পাদক হাসেন। হ্যাঁ, মিস স্টকমানের কথাটা একশভাগ খাঁটি। কিন্তু, কোন পত্রিকার সম্পাদক সব সময় নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছে অনুযায়ী চলতে পারে না। ছোটখাট ব্যাপারে পাঠকদের চাহিদাকে গুরুত্ব দিতেই হয়। আর খবরের কাগজের পক্ষে রাজনীতি হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদারপন্থা ও প্রগতিশীল আদর্শের দিকে মানুষকে টেনে আনতে হলে কিছু লাগসই খাদ্য তাদের সামনে সাজিয়ে দিতে হবে বৈকি! কাগজের পিছনের পাতায় এ-রকম একটা নীতিমূলক গল্প ছেপে দিলে লাভের আশা ষোল আনা।

'না না, আর যে করে করুক, আপনি ও-সব করতে পারেন না। পাঠকদের ফাঁদে ফেলার জন্যে মাকড়সার জাল বোনার মতো সম্পাদক তো আপনি নন!'

সম্পাদকের ঠোঁটে আবার হাসির ঝিলিক। হ্যাঁ, মিস স্টকমান

ঠিকই ধরেছেন। ফন্দিটা তাঁর নয়, বিলিং-এর। ও-ই গল্পটা ছাপতে চাইছে।

পেত্রা অবাক। মিস্টার বিলিং-এর মতো একজন প্রগতিশীল মানুষ এমন কথা ভাবলেন কী করে? সম্পাদক জানান, বিলিং খুব করিৎ-কর্মা ছেলে। কাউন্সিলের সেক্রেটারি পদের জন্যেও সে আবেদন করেছে। পেত্রা বিশ্বাস করতে পারে না। ও কাজ বিলিং-এর ধাতে পোষাবে? অবিশ্বাস্য! সম্পাদকের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়। বলেন, তাঁদের মতো সাংবাদিকরা কোন সুযোগই ছাড়েন না। এ পেশার এটাই আদত। পেত্রার মতে, সাধারণ অবস্থায় সেটা চলতেই পারে, কিন্তু কোন বড় কাজে হাত দেওয়ার পর···

'আপনার বাবার ব্যাপারটা বলছেন তো?' সম্পাদক জানতে চান। হ্যাঁ, তা-ই। এটা একটা বিরাট ব্যাপার, প্রচণ্ড জরুরী একটা দায়িত্ব। সত্যের জন্য কঠিন অভিযানে এগিয়ে যাওয়া, সাহসী ভাবনাকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরা, নির্ভীকভাবে একজন সৎ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, যে মানুষটির ওপর চরম অবিচার হতে চলেছে—এ সবের মধ্যেই ফুটে উঠেছে পিপ্‌ল'স্ হেরাল্ডের প্রকৃত চরিত্র।

সম্পাদক কথা বলেন ধীরস্বরে, 'বিশেষত সেই মানুষটি যখন··· মানে ···ঠিক কিভাবে যে বলি···'

'সেই মানুষটি যখন এত সৎ আর নম্র'—শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা পেত্রার। সম্পাদক একইরকম স্থির, 'বিশেষত সেই মানুষটি যখন আপনার বাবা।'

চমকে ওঠে পেত্রা, 'কী বললেন?'

'ঠিকই বলছি পেত্রা—মিস পেত্রা।'

পেত্রায় গলায় রোষ-ফোটা বিস্ময়, 'তাহলে এইটাই আপনার প্রধম বিচার্য? আসল ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কোন মাথাব্যথা নেই? সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্খা নেই? মানুষের মঙ্গলের কথা ভেবে বাপি যা করতে চাইছেন, সে সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই?'

হোভস্টাড বলে ওঠেন, 'না না, সে-সব তো আছেই।'

কিন্তু যা বোঝার বুঝে নিয়েছে পেত্রা, 'ধন্যবাদ, মিঃ হোভস্টাড। আপনার মুখোস আপনি নিজেই সরিয়ে দিয়েছেন জীবনে আর কোনদিন আপনাকে বিশ্বাস করব না আমি।'

হোভস্টাড বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'ব্যাপারটাকে আপনি এভাবে নিচ্ছেন কেন? মূলতঃ আপনার জন্যেই যখন…'

ক্ষোভ আর ঘৃণার স্ফুরণ পেত্রার গলায়, 'আমার সবথেকে খারাপ লাগছে এই ভেবে যে বাপির সঙ্গে আপনি চালবাজী করে চলেছেন; বাপির কাছে এমন একটা ভাণ করছেন যেন সত্য আর সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য আপনার কতই না দুশ্চিন্তা! আমাদের দুজনকেই ঠকিয়েছেন আপনি। নিজেকে যেভাবে দেখান আপনি, আসলে তা নন। আপনাকে আমি কোনদিন ক্ষমা করব না, কোনদিন না।'

হোভস্টাড নম্র, 'কথাটা বলা আমার ঠিক হয়নি, অন্তত এই মুহূর্তে তো নয়ই।'

'কেন, এই মুহূর্তের বিশেষ ব্যাপারটা কী?'

'আসলে এই মুহূর্তে আমার সাহায্য ছাড়া আপনার বাবা এক পা-ও এগোতে পারবেন না।'

পেত্রার জ্বলন্ত দৃষ্টি সম্পাদকের মুখের ওপর আছড়ে পড়ে, 'আচ্ছা! তার মানে আপনিও ওদেরই একজন? বাহ্!'

হোভস্টাড কাতর, 'না-না, আমি ওদের দলে নই। আহ্, কেন যে কথাটা বলতে গেলুম। ও-কথাটা আদৌ সত্যি নয়!'

'কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে, আমার জানা আছে। চলি

ঠিক তখনই ছাপাখানা থেকে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসে আসলাকসেন, 'এই যে, মিস্টার হোভস্টাড, কাণ্ড দেখুন'—বলতে বলতে পেত্রার দিকে চোখ পড়ে তার, 'ওহো, দুঃখিত, ঠিক খেয়াল করিনি।'

সম্পাদকের উদ্দেশে পেত্রা বলে, 'বইটা রইল। অন্য কাউকে দিয়ে বরং অনুবাদটা করিয়ে নেবেন।' দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় ও। পিছু পিছু ছুটে যান হোভস্টাড, 'মিস পেত্রা, শুনুন…'

পেত্রার শেষ কথাটা শোনা যায়, 'বিদায়।'

সম্পাদক, আশাহত, পিছু ফেরেন। আসলাকসেন জানায়, ছাপাখানায় মেয়রমশাই বসে আছেন। পিছনের দরজা দিয়ে এসেছেন, বোধহয় কারুর চোখে পড়তে চাননি বলেই। হোভস্টাডের সঙ্গে দু'-একটা কথা বলতে চান তিনি।

সম্পাদক কিঞ্চিৎ বিস্মিত। মেয়র ? এখানে ? ব্যাপারখানা কী ?

মেয়র পিটার স্টকমানকে নিজের ঘরে ডেকে আনেন সম্পাদক। আর আসলাকসেনকে বলেন, কেউ যেন এখন এ-ঘরে না আসে সেদিকে একটু নজর রাখতে। ঘাড় নেড়ে চলে যায় আসলাকসেন।

মেয়র কথা বলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই আমাকে এখানে আশা করেননি, তাই না ?'

তা বটে। মেয়রের আগমনটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত হোভস্টাডের কাছে। অতঃপর কিছু সৌজন্যমূলক কথাবার্তার বিনিময়, আর সেটুকু সেরে নিয়েই মেয়রের আসল কথায় প্রবেশ। একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চান মেয়র প্রসঙ্গটা স্নানোৎসবের মেডিক্যাল অফিসার থমাস স্টকমান সংক্রান্ত। স্নানোৎসবের তথাকথিত কিছু গলদের কথা লিখে বোর্ডের কাছে একটা প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন তিনি।

সম্পাদক জিজ্ঞাসু, 'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। কেন, ও আপনাকে কিছু জানায়নি ? আমি তো ভেবেছিলুম··'

সম্পাদক বলেন' 'ও হ্যাঁ, বলছিলেন বটে। ঐ, ইয়ের ব্যাপারে কী যেন··'

ছাপাখানা থেকে সম্পাদকীয় দপ্তরে এসে ঢোকে আসলাকসেন, 'আমি বরং পাণ্ডুলিপিটা···'

সম্পাদক ক্রুদ্ধ, 'ঐ তো ডেস্কের ওপর পড়ে রয়েছে।'

পাণ্ডুলিপিটা তুলে নেয় আসলাকসেন। মেয়রের চোখে জ্বলজ্বলে কৌতূহল, 'ওটাই নিশ্চয় সেই···'

আসলাকসেন জানায়—হ্যাঁ, ওটাই হচ্ছে চিকিৎসকের প্রবন্ধের

পাণ্ডুলিপি। সম্পাদক তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'ও, আপনি কি এটার কথাই বলছেন নাকি?'

হ্যাঁ, এটার কথাই বলছেন মেয়র। লেখাটা সম্বন্ধে সম্পাদকের মতামত জানতে চান তিনি। সম্পাদকের উত্তর একেবারে তৈরি। তিনি তো আর বিশেষজ্ঞ নন, কাজেই মতামত আর কী দেবেন! তাছাড়া, লেখাটায় তিনি একবার চোখ বুলিয়েছেন মাত্র। মেয়র অবাক। ভালো করে পড়ে না দেখেই লেখাটা ছেপে দিচ্ছেন সম্পাদক? হোভস্টাডের বক্তব্য, থমাস স্টকমানের মতো একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির কথা তিনি ঠেলতে পারেন নি। আর আসলাকসেন এই সুযোগে জানিয়ে দেয় মেয়রকে, কাগজে কোন্ লেখা ছাপা হবে আর কোন্টা হবে না, সে ব্যাপারে কিছু বলার হক্ তার নেই। তাকে যা দেওয়া হয়, সে ছেপে দেয়। মেয়র ঘাড় নাড়েন। তারপর বলেন, 'একটা কথা, মিস্টার আসলাকসেন। দেখুন, আপনি একজন অভিজ্ঞ বিবেচক মানুষ। কিছু কিছু মহলে আপনার যথেষ্ট প্রতিপত্তিও আছে।'

আসলাকসেন সম্মতি জানায়। হ্যাঁ, সংযমী মানুষদের মধ্যে তার কিছু প্রতিপত্তি আছে বটে।

মেয়র বলেন, 'ক্ষুদ্র সম্পত্তিবিশিষ্ট করদাতারাই এ শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। শুধু শহরেরই বা কেন, সব জায়গাতেই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এইসব মানুষরা সাধারণভাবে কেমন চিন্তা-ভাবনায় অভ্যস্ত, তা তো আপনার ভালোমতই জানা আছে। তা, আমাদের শহরের এইসব সাধারণ মানুষরা আত্মত্যাগে পিছপা নয়, কী বলেন?'

আসলাকসেন বিস্মিত, হোভস্টাড বিমূঢ়। আত্মত্যাগ? হঠাৎ আত্মত্যাগের কথা আসছে কোত্থেকে? মেয়র একটু একটু করে ঝোলার মুখ খোলেন। হ্যাঁ, আত্মত্যাগই তো। এ শহরকে তো এখন বেশ বড়রকম আত্মত্যাগেরই তোড়জোড় করতে হবে। হোভস্টাড এখনও অন্ধকারে। এ শহরকে···আত্মত্যাগ···।

আসলাকসেন যেন একটুকরো আলার হদিশ পাচ্ছে। হুঁ, মেয়র নিশ্চয়ই ঐ স্নানোৎসবের কথাই বলতে চাইছেন। মেয়র জানান— মেডিক্যাল অফিসার যে-সব পরিবর্তন ঘটানোর সুপারিশ করেছেন, সেগুলো করতে মোটামুটিভাবে অন্তত লাখ দুয়েক ক্রাউন খরচ তো হবেই। এত অর্থ মিলবে কোত্থেকে? উপায় একটাই। একটা পৌর ঋণের ব্যবস্থা করা।

ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন হোভস্টাড, চমকিত, 'তার মানে শহরের …'

আকলাকসেন গম্ভীর, 'কর বাড়িয়ে অর্থের ব্যবস্থা করা হবে নাকি? লোকের পকেট কেটে?'

মেয়রের ঠোঁটে হালকা হাসি, 'আপনিই বলুন না মিস্টার আসলাকসেন, আর কোথা থেকে অর্থটা আসতে পারে?'

আসলাকসেনের মতে, ব্যবস্থাটা মালিকদেরই করা উচিত। মেয়র জানান, কোনরকম বাড়তি মূলধন বিনিয়োগের ক্ষমতা মালিকদের নেই। পরিবর্তন যদি করতেই হয়, তাহলে শহরের লোকদেরকেই তার ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

সম্পাদকের দিকে ঘুরে দাঁড়ায় আসলাকসেন, 'সব্বোনাশ। গোটা ব্যাপারটা যে অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে, মিস্টার হোভস্টাড!'

হোভস্টাড একমত। হুঁ, তা নিচ্ছে বটে।

মেয়র যোগ করেন, 'আর সবথেকে সাংঘাতিক ব্যাপার হচ্ছে, স্নানোৎসবটা বছর দুয়েকের জন্য বন্ধ রাখতে বাধ্য হব আমরা।'

বন্ধ? দু দুটো বছর? সম্পাদক আর মুদ্রক স্তম্ভিত। স্নানোৎসব বন্ধ থাকলে মানুষের রুজি-রুটির সংস্থান হবে কী করে?

মেয়র জানান, এ প্রশ্নের উত্তর তাঁর জানা নেই। কিন্তু এছাড়া আর উপায়টাই বা কী? এখানকার জল দূষিত, অঞ্চলটা একটা নরককুণ্ড—এ-সব কেচ্ছা ছড়িয়ে পড়লে কেউ আর যেচে এখানে আসতে চাইবে?

আসলাকসেন রুদ্ধশ্বাস, 'গোটা ব্যাপারটাকে কি আপনি নিছক মনগড়া বলে মনে করেন?'

'তাছাড়া আর কিছু ভাবতে আমি নিতান্তই অপারগ, মিস্টার আসলাকসেন।' মেয়রের জবাব।

আসলাকসেন বলে ওঠে, 'তাহলে তো ডাক্তার স্টকমান একেবারে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কাজ করেছেন দেখছি! মাপ করবেন মেয়র, তবে ...'

মেয়র জ্ঞাপন করেন, তাঁর গুণধর ভাইটি চিরদিনই হুজুগে ধরনের। হোভস্টাডের দিকে তাকায় আসলাকসেন, 'এর পরেও কি আপনি ডাক্তার স্টকমানকে সমর্থন করতে চান, মিস্টার হোভস্টাড?'

হোভস্টাডের কথায় ঝুলিতে টান, 'কিন্তু, মানে, কে ভাবতে পেরেছিল যে—'

মেয়র জানান, তিনি একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি তৈরি করেছেন। কোন গলদ-টলদ চোখে পড়লে স্নানোৎসবের বর্তমান অবস্থার মধ্যেই কিভাবে তার মোকাবিলা করা যায়, সে সম্বন্ধে ঐ বিবৃতিতে কিছু প্রস্তাব রেখেছেন তিনি। বিবৃতিটা দেখতে চান সম্পাদক। পকেটে হাত ঢোকান মেয়র। আর ঠিক তখনই জানলার দিকে চোখ রেখে আসলাকসেন দেখে—খাস স্টকমান আসছেন।

এই মুহূর্তে, এখানে, ভাইয়ের মুখোমুখী পড়তে চান না মেয়র। পাশের ঘরে তাঁকে পাচার করে দেন সম্পাদক, যে ঘরে বিলিং একা কাজ করছে। তারপর সম্পাদক স্বয়ং চটপট টেবিলে বসে খসখস করে লিখতে শুরু করেন, আর মুদ্রক লেগে পড়ে একগাদা কাগজ ঘাঁটকাতে।

ঘরে ঢোকেন ডাঃ স্টকমান, 'এসে গেছি!' বলতে বলতে টুপিটা খোলেন তিনি, নামিয়ে রাখেন ছড়িটা।

সম্পাদক লিখেই চলেছেন, গম্ভীর। চিকিৎসক জানতে চান, প্রুফ-ট্রুফ কিছু এল কিনা। না, এখনও আসেনি। এত অধৈর্য হলে কি চলে? একটু সবুর করতে হবে। তা বেশ, পরেই না হয় আসবেন চিকিৎসক। আসলে ব্যাপারটা এত জরুরী ...

চলে যেতে গিয়েও ফিরে আসেন চিকিৎসক। ওহ হো, আর একটা

কথা যে বলার ছিল। সম্পাদক কিঞ্চিৎ বিরক্ত : কথাটা পরে বললে চলে না ?

না, চলে না। চিকিৎসকের বক্তব্য—কালকের কাগজে ব্যাপারটা পড়ার পর এখানকার মানুষরা তাঁর সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতে শুরু করবে। আর তার ফলে তারা, বিশেষত সাধারণ মানুষরা, হয়ত এটাকে ভবিষ্যতে শহরের পরিচালন-ভার নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার একটা আহ্বান হিসেবে ভেবে নিতে পারে।

হোভস্টাড কিছু বলতে চান। চিকিৎসক বেপরোয়া। হুঁ, হাওয়ায় একটা গন্ধ পাচ্ছেন তিনি। না না, ও-সব চলবে না। কেউ যদি তাঁর সম্মানার্থে কোন সভা বা ঐ জাতীয় কিছুর আয়োজন টায়োজন করতে চায়, তাহলে তাদেরকে ঠেকাতে হবে। যে করেই হোক।

উঠে দাঁড়ান সম্পাদক, 'মাপ করবেন ডাক্তার, প্রকৃত সত্যটা আপনাকে আজ না-হোক কাল জানাতেই হবে···'

কথা শেষ করার সুযোগ পান না সম্পাদক। দ্রুত পায়ে ঘরে প্রবেশ করেন ক্যাথরিন স্টকমান। চিকিৎসককে দেখে বলে ওঠেন, 'হুঁ, যা ভেবেছি তা-ই!'

সম্পাদক এগিয়ে যান, 'আরে, আপনিও এসে পড়েছেন?'

চিকিৎসক বিরক্ত। ক্যাথরিন এখানে কেন? ক্যাথরিন বিচলিতা নন। সম্পাদকের দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে জানান—তিনি এসেছেন তাঁর স্বামীকে নিয়ে যেতে, কেননা তিনি তিন তিনটি সন্তানের জননী। চিকিৎসক ক্রুদ্ধ : তিন সন্তানের জননী তো হয়েছেটা কী? ক্যাথরিনের জবাবে কোন জড়তা নেই। ইদানীং পরিবারের কথা যেন ভুলতেই বসেছেন চিকিৎসক, নাহলে কেউ এভাবে সর্বনাশের দিকে ছুটে যায়?

থমাস স্টকমান ফুঁসছেন : ক্যাথরিন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল নাকি? ঘর-সংসার থাকলে কি কোন মানুষ সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে পারে না, মানুষের সেবা করতে পারে না? সম্পাদককে অভিযুক্ত

করেন ক্যাথরিন। এভাবে তাঁর স্বামীকে বোকা বানিয়ে এ-সব ব্যাপারের সঙ্গে না জড়ালে কী চলছিল না? সম্পাদকের স্পষ্ট জবাব —কাউকে বোকা বানানো তাঁর পেশা নয়।

বোকা? তাঁকে বোকা বানাবে? থমাস স্টকমান ক্ষিপ্ত। ক্যাথরিন মরিয়া, বেপরোয়া। ঐ লেখা ছাপা হলে চাকরি যাবে থমাসের। আসলাকসেন এবং হোভস্টাড বিস্মিত। সে কী? চাকরি চলে যাবে? হা হা করে হেসে ওঠেন ডাঃ স্টকমান। হুঃ, চাকরি যাবে! আরে সে মুরোদ ওদের নেই। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন রয়েছে না তাঁর পিছনে!

কর্ণপাতও করেন না ক্যাথরিন। চিকিৎসক ফতোয়া দেন—বাড়ি গিয়ে ঘর-সংসার সামলাক ক্যাথরিন, সমাজের ব্যাপারটা ছেড়ে দিক তাঁর হাতে। আরে বাবা, এত দুশ্চিন্তার কী আছে? জয় শেষ পর্যন্ত সত্য আর জনগণের হাতেই।

বলতে বলতে থমকে যান থমাস। আরে, এটা কী? দু আঙুলের ডগায় একটা টুপি তুলে নেন তিনি: মেয়রের টুপি! পাশে তাঁর ছড়িটাও চোখে পড়ে। ক্যাথরিনের চোখে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। চিকিৎসক প্রত্যয়ী: হুঁ, বোঝা গেছে, পিটার তার মানে এখানেও নাক গলাতে এসেছিল, অ্যাঁ! হাঃ হাঃ! কোথায় খাপ খুলেছে! তা, ও বোধ হয় তাঁকে ছাপাখানায় দেখেই পিঠটান দিয়েছে, নাকি?

আসলাকসেনের ঝটিতি জবাব, 'হ্যাঁ ডাক্তার, উনি তৎক্ষণাৎ পালিয়েছেন।'

চিকিৎসক বলে ওঠেন, 'কিন্তু ছড়ি আর টুপি না নিয়েই পালাল? পিটার তো কখনও পালায় না। ওকে কিছু করেন-টরেন নি তো আপনারা? যাকগে, একটা মজার জিনিস দ্যাখো ক্যাথরিন।'

মেয়রের টুপিটা নিজের মাথায় চড়ান চিকিৎসক, ছড়িটা হাতে নেন, দরজাটা খুলে দিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গীতে দাঁড়ান। আঁতকে ওঠেন ক্যাথরিন।

আর তখন পাশের ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসেন মেয়র, ক্ষিপ্ত,

চোখ-মুখ লাল। পিছনে পিছনে বিলিংও। চিৎকার করে ওঠেন মেয়র, 'এ-সব হচ্ছেটা কী?'

চিকিৎসকের রাজসিক মেজাজ, 'সামলে পিটার, সামলে। এখানে এখন আমিই কর্তা।'

ক্যাথরিন প্রায় কেঁদে ফেলেন, 'ওহ্, তুমি থামবে, থমাস?'

ক্রুদ্ধকণ্ঠে নিজের টুপি আর ছড়ি ফেরত চান মেয়র। থমাস স্টকমান ভ্রূক্ষেপহীন। হুঁ, পিটার এখন চিফ কনস্টেবল হতে পারে, কিন্তু তিনি এখন মেয়র, এ শহরের প্রধান। মেয়রের ক্রোধ উত্তরোত্তর বাড়ছে। ঐ টুপি আর ছড়ি মেয়র পদের প্রতীক। আর কারুর অধিকার নেই ওগুলো ধারণ করার।

থমাস স্টকমান এখন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। কিসের পরোয়া তাঁর! পিটার জেনে রাখুক, এ-সব টুপি-ফুপি দেখিয়ে আর কাউকে ভয় দেখানো যাবে না। আগামীকালই বিপ্লব ঘটতে চলেছে এ শহরে। চাকরি খাবে? কে কার চাকরি খায়, দেখা যাবে। পিটারকে তার সমস্ত পদ থেকে বরখাস্ত করা হবে। চরম সামাজিক চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা এখন চিকিৎসকের মুঠোয়। পিপ্‌ল'স্ হেরাল্ড-এর পাতায় কামান দাগবেন হোভস্টাড আর বিলিং, ওদিকে সম্পত্তি-করদাতাদের গোটা সংস্থাটাকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন আসলাক-সেন···

'না ডাক্তার, আমি নেই'—প্রতিবাদ জানায় আসলাকসেন

ঘুরে দাঁড়ান চিকিৎসক, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আছেন।'

মেয়রের গলায় ব্যঙ্গের ছোঁয়া, 'তাহলে বোধ হয় মিস্টার হোভস্টাডই আন্দোলনটা চালাবেন!'

সম্পাদক ঘোষণা করেন—না, তিনিও ওর মধ্যে নেই। আসলাকসেন জানায়—একটা উদ্ভট ধারণার জন্য নিজের বা কাগজের সর্বনাশ ডেকে আনার মতো মূর্খ নন মিস্টার হোভস্টাড।

চিকিৎসক বিমূঢ়। এ সবের মানে কী? মানেটা স্পষ্ট করে দেন সম্পাদক। চিকিৎসক ব্যাপারটাকে যেভাবে দেখাতে চাইছেন,

আসলে ব্যাপারটা সেরকম নয়। কাজেই, তাঁকে সমর্থন করতে তিনি অক্ষম। সাংবাদিক বিলিংও জানিয়ে দেয় তার অক্ষমতার কথা। মেয়র তাকে সব বুঝিয়ে বলেছেন!

চিকিৎসকের প্রত্যয় তখনও অটুট। লেখাটা ছাপা হোক, তারপর যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি প্রস্তুত। কিন্তু না। ও লেখা ছাপার ইচ্ছে বা সাহস, কোনটাই আর নেই সম্পাদকের। ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হয় চিকিৎসকের। সাহস নেই? পত্রিকার নিয়ন্ত্রক তো সম্পাদকই। প্রাজ্ঞ আসলাকসেন ভুল শোধরায়—না পত্রিকার নিয়ন্ত্রক সম্পাদক নয়, পাঠক। শিক্ষিত সম্প্রদায়, করদাতা আর অন্যান্যরা, অর্থাৎ জনমতই একটা পত্রিকাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

চিকিৎসক সংযত, 'আচ্ছা, তাহলে এইসব শক্তিগুলোই এখন আমার বিপক্ষে?'

হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। ঐ প্রবন্ধ ছাপা হলে গোটা শহরটা বিধ্বস্ত হয়ে যাবে—জানায় মুদ্রক।

চিকিৎসক স্থির। মেয়র তাঁর টুপি আর ছড়ি ফেরৎ চান। বস্তু দুটো টেবিলের ওপর রেখে দেন থমাস স্টকমান। সম্পাদকের কাছে জানতে চান, 'লেখাটা ছাপা তাহলে একেবারেই অসম্ভব বলছেন?'

হ্যাঁ, একেবারেই অসম্ভব! তাছাড়া, চিকিৎসকের পরিবারের কথাটাও সম্পাদককে ভাবাচ্ছে।

ক্যাথরিনের গলায় এখন অন্য স্বর, 'না মিস্টার হোভস্টাড, ওনার পরিবারের ভালোমন্দ নিয়ে আপনাদের মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই।'

পকেট থেকে নিজের লেখা বিবৃতিটা বার করে সম্পাদকের দিকে এগিয়ে দেন মেয়র। সম্পাদক জানান, বিবৃতিটা ছাপা হবে।

চিকিৎসক ফেটে পড়েন, 'ওটা ছাপা হবে, কিন্তু আমার লেখাটা ছাপা যাবে না, কেমন? ভাবছেন এইভাবে সত্যের মুখ বন্ধ করা যাবে? মিস্টার আসলাকসেন, আমি নিজের খরচে এই লেখাটা ছাপিয়ে

একটা প্রচারপত্র তৈরী করতে চাই। চারশ, না, পাঁচশ…না না, ছশো কপিই ছেপে দিন আপনি।'

না, ঐ লেখার ওজনের সমান সোনা ধরে দিলেও ওটা ছাপাতে পারবে না আসলাকসেন। জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছে ওর নেই। এ শহরের কোন ছাপাখানাই লেখাটা ছাপতে রাজি হবে না।

ক্রুদ্ধ চিকিৎসক পাণ্ডুলিপিটা ফেরৎ চেয়ে নেন। জানান—জনসভা ডেকে লেখাটা পড়বেন তিনি।

মেয়র, মুদ্রক এবং বিলিং একবাক্যে জানায়, থমাস স্টকমানকে কোন হল্ ভাড়া দেওয়ার মতো একজন লোককেও এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ক্যাথরিন বিস্ময়ের অথৈ দরিয়ায় অসহায়। হঠাৎ সকলে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে চলে গেল কী করে?

চিকিৎসকের গলায় গভীর রোষ, 'কারণ শহরের সবকটা লোকই আসলে তোমার মতো এক একটা বুড়িয়ে যাওয়া স্ত্রীলোক, বুঝলে? সবাই শুধু নিজের নিজের পরিবারের কথা ভাবতেই ব্যস্ত, সমাজের অন্যদের কথা ভাবার ছিটেফোঁটা ইচ্ছেও কারুর নেই।'

স্বামীর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলেন ক্যাথরিন, কণ্ঠে বলিষ্ঠতার আভাস, 'তাহলে ওরা দেখুক, অন্তত একজন বুড়িয়ে যাওয়া স্ত্রীলোক মানুষের মতো মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। আমি তোমার পাশে আছি, থমাস।'

চিকিৎসকের শরীরে খুশির দোলন। বেশ, হল পাওয়ার দরকার নেই। একজন লোককে ভাড়া করবেন তিনি, তারপর ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ঘুরে বেড়াবেন শহরময়, প্রতিটা মোড়ে মোড়ে ভাষণ দেবেন।

আসলাকসেন আর বিলিং-এর স্থির বিশ্বাস, ঢ্যাঁড়া পেটার জন্যে একটা লোককেও পাবেন না চিকিৎসক।

ক্যাথরিন অবিচলিতা, 'ভেবো না থমাস। ছেলেরা যাবে তোমার সঙ্গে।'

চিকিৎসক উল্লসিত। চমৎকার! ক্যাথরিন আশ্বাস দেন—ঘটেন

তো লাফিয়ে উঠবে, আর এজ্‌লিফও খুশি মনেই যাবে। চিকিৎসক উচ্ছ্বসিত। তাহলে পেত্রা আর ক্যাথরিনেরই বা যেতে দোষটা কী? ক্যাথরিন বিব্রত। না না, তিনি যাবেন না। তিনি বরং জানলায় দাঁড়িয়ে স্বামীর অদম্য অভিযান দেখবেন দু'চোখ ভরে।

ব্যগ্র আলিঙ্গনে, নিবিড় করে, স্ত্রীকে বুকে টেনে নেন থমাস। চুম্বন রাখেন তাঁর অধরে। তারপর ঘোষণা করেন, 'তাহলে ভদ্রমহোদয়গণ, লড়াই শুরু হয়ে গেল। দেখা যাক ঐ-সব কুৎসিত চাল চেলে আপনারা একজন সৎ নাগরিকের মুখ বন্ধ করতে পারেন কি না!'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন থমাস আর ক্যাথরিন। মাথা নাড়তে নাড়তে মেয়র বলে উঠলেন, 'নাহ্, শেষপর্যন্ত বৌটাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়ল দেখছি!'

৪

ক্যাপ্টেন হর্স্টারের বাড়ির একটা বিশাল, পুরনো কেতায় সাজানো ঘর। গোটাকতক জানলা। একদিকে একটা মঞ্চ, মঞ্চের ওপর একটা ছোট টেবিল, তার ওপরে দুটো মোমবাতি, একটা জলপাত্র, গ্লাস আর ছোট একটা ঘন্টি। দেয়ালে টাঙানো রয়েছে একটা দেয়ালবাতি।

ঘরের মধ্যে প্রচুর লোক। শহরের সব ধরণের লোক আজ জমা হয়েছে এই ঘরে। জনাকতক স্ত্রীলোক আর দু'একটা বাচ্চাও হাজির হয়েছে এসে। লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। গুঞ্জন চলছে নানারকম। কেউ বলছে—সভা-টভায় যাওয়ার নামে আমি একপায়ে খাড়া। কেউ শুধোচ্ছে, বলি তোমার বাঁশিটা আনতে ভোলো নি তো? কে নাকি একটা পেল্লাই শিঙাও নিয়ে এসেছে বগলদাবা করে। একজনের জ্ঞানলিপ্সা—সব তো বুঝলুম। কিন্তু আজ এখানে হবেটা কী? জ্ঞানদাতার অভাব নেই। আরে, ডাক্তার স্টকমান আজ মেয়রের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ-সভা করছেন

এখানে। সে কি, ভায়ে ভায়ে খেয়োখেয়ি? আরে ওসব কথা ছোড়ো বন্ধু, ডাক্তার ভীষণ রেগে আছেন, এতটুকু ঘাবড়ান নি। সে না-হয় হল, কিন্তু হেরাল্ড কাগজ তো বলছে গোটা ব্যাপারটাই নাকি মিথ্যে, সাজানো! হুঁ, তাহলে তা-ই হবে। দেখছিস না, কেউ একটা হল্ ভাড়া দেয় নি ওঁকে। তা, আমরা তাহলে কার দলে? প্রাজ্ঞজনের উপদেশ—চুপচাপ শুধু আসলাকসেনের দিকে চোখ রেখে যাও। ও যা করে, তা-ই করো।

ভীড় ঠেলে এগিয়ে যায় বিলিং। একটু-আধটু গুঞ্জন ওঠে। আরে, ওটা বিলিং না? হ্যাঁ হেরাল্ডের সাংবাদিক।

ক্যাথরিন, পেত্রা, এজলিফ আর মর্টেনকে নিয়ে এগিয়ে আসেন ক্যাপ্টেন হর্স্টার। নিরাপদ জায়গা দেখে সকলকে বসিয়ে দেন ক্যাপ্টেন। এ-সব লোকদের বিশ্বাস নেই, গণ্ডগোল একটা বাধলেই হল। সেরকম হলে স্টকমান পরিবার যাতে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারে, সেদিকে সতর্ক নজর রাখছেন ক্যাপ্টেন। ক্যাথরিনের গলায় কৃতজ্ঞতা, 'আমার স্বামীকে এই ঘরটা ব্যবহার করতে দিয়ে আপনি যে কী উপকার করেছেন…'

হর্স্টার স্বল্পবাক, 'না, আর কেউ তো দিল না, তাই—'

পেত্রার গলায় প্রশংসার সুর, 'আপনার সাহস আছে ক্যাপ্টেন।'

হর্স্টার ঘাড় নাড়েন, 'না না, এর মধ্যে আবার সাহসের কী আছে?'

আলাদা আলাদাভাবে ঘরে ঢুকলেন হোভস্টাড আর আসলাকসেন, এগিয়ে এলেন ঘর ঠেলে। হর্স্টারের কাছে এসে আসলাকসেন শুধোল, 'ডাক্তার স্টকমান আসেননি এখনো?'

'এসেছেন। ভেতরে অপেক্ষা করছেন'—ক্যাপ্টেন জানান।

জনতার ভীড়ে একটা হিল্লোল ওঠে। মেয়র এসেছেন। সকলকে অভিবাদন জানাতে জানাতে এগিয়ে আসেন মেয়র। আসন গ্রহণ করেন। তারপরেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন ডাঃ থমাস স্টকমান। পরনে কালো রঙের ফ্রক কোট, গলার কাছে একটা শাদা রুমাল বাঁধা। কয়েকজন হাততালি দিয়ে ওঠে, একটা চাপা গুঞ্জন, তারপর

সব চুপচাপ। চাপা গলায় ক্যাথরিনকে শুধোন চিকিৎসক, 'কী গো, ঠিক আছো তো?'

চাপা গলায় ক্যাথরিন জানান, 'আমি ঠিকই আছি। দেখো, মেজাজ হারিয়ো না যেন।'

স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে, ঘড়ি দেখলেন থমাস স্টকমান। তারপর উঠে গেলেন মঞ্চের ওপর, বললেন, 'এবার তাহলে শুরু করা যাক।' বলতে বলতে পকেট থেকে পাণ্ডুলিপিটা বার করলেন চিকিৎসক।

আসলাকসেন প্রস্তাব দিল, 'প্রথমে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হোক।'

'না, তার কোন দরকার নেই,' বলে উঠলেন চিকিৎসক।

তৎক্ষণাৎ বেশ কিছু গলায় চিৎকার উঠল, 'হ্যাঁ, দরকার আছে!'

চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মেয়রও একমত। চিকিৎসকের বক্তব্য, একটা বক্তৃতা দেওয়ার জন্যই এ সভা ডেকেছেন তিনি। সেখানে চেয়ারম্যানের দরকারটা কী? মেয়র বলেন, থমাসের বক্তৃতার ওপর নানাজন নানারকম মতামত দিতে পারে, তাই একজন চেয়ারম্যান থাকা দরকার। জনতার মধ্যে থেকে আবার ধ্বনি ওঠে—চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান! চুপচাপ মেনে নেন চিকিৎসক। আসলাকসেন প্রস্তাব দেয়—মেয়রকেই চেয়ারম্যান করা হোক। কিন্তু মেয়র নিজে চেয়ারম্যান হতে রাজি হন না, আসলাকসেনকেই চেয়ারম্যান করার প্রস্তাব রাখেন। বহু কণ্ঠের সম্মিলিত উল্লাসধ্বনি গম্‌গমিয়ে ওঠে ঘরে।

মঞ্চ থেকে নেমে আসেন চিকিৎসক। আসলাকসেন মঞ্চে ওঠে। জনতার উদ্দেশে কয়েকটা কথা বলে নেয় সে। বলে, সংযমই হচ্ছে নাগরিকের শ্রেষ্ঠ গুণ। কাজেই, যে ভদ্রলোক এই সভা ডেকেছেন, তিনি যেন সংযমী ভাবে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে মেয়রও কিছু বলতে চান। তাঁর সঙ্গে বর্তমান মেডিক্যাল অফিসারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাটা কারুরই অজানা নয়। তাই আজকের সভায় তাঁর কিছু না বলাটাই সব থেকে

ভালো। তবু, স্নানোৎসব আর জনগণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে, একটা প্রস্তাব রাখতে চান তিনি। তাঁর মতে, এই সভায় স্নানোৎসবের আর শহরের ময়লা-নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অতিরঞ্জিত বক্তব্য পেশ করার অনুমতি কাউকেই দেওয়া উচিত নয়।

বহু কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'ঠিক, ঠিক।'

কাজেই, মেয়রের প্রস্তাব, আজকের সভায় বক্তব্য পেশ করার অনুমতি বর্তমান মেডিক্যাল অফিসারকে যেন দেওয়া না হয়।

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ান থমাস স্টকমান। কী? অনুমতি দেবে না? ইঙ্গিতে তাঁকে নিরস্ত করলেন ক্যাথারিন। মেয়র জানালেন, পিপ্‌ল্‌'স্‌ হেরাল্ডে তাঁর যে বিবৃতিটা ছাপা হয়েছে, তা থেকেই প্রতিটি ন্যায়পরায়ণ লোক বুঝে নিতে পারবে কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে। তাঁর বিবৃতিতে স্পষ্ট করেই বলা আছে যে চিকিৎসকের প্রস্তাব মতো কাজ করতে হলে করদাতাদের অনর্থক বেশ কয়েক লাখ ক্রাউন গচ্চা দিতে হবে।

চারিদিকে প্রতিবাদী চিৎকার, শিসের শব্দ। ঘন্টি বাজিয়ে সকলকে থামতে বলল আসলাকসেন। তারপর মেয়রের প্রস্তাবকে সমর্থন করল। সেই সঙ্গেই জানাল, তার ধারণা চিকিৎসকের এই কাজ-কারবারের পিছনে অন্য উদ্দেশ্য আছে। তিনি মুখে বলছেন স্নানোৎসবের কথা, কিন্তু আসলে ঘটাতে চাইছেন বিপ্লব। তিনি চাইছেন কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যেন অন্য কারুর হাতে যায়। জনগণের স্বশাসনে আসলাকসেনেরও কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তার ফলে যদি করদাতাদের ওপর বিপুল চাপ পড়ে, তাহলে সে আর তা সমর্থন করতে পারে না। তাই ডাক্তার স্টকমানের সঙ্গে একমত হতে পারছে না সে।

আবার হর্ষধ্বনি। অতঃপর উঠে দাঁড়ান হোভস্টাড। তাঁর বক্তব্য, প্রথমদিকে চিকিৎসকের কথায় তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে তাঁকে সমর্থনও করেছিলেন। কিন্তু পরে বুঝেছেন,

চিকিৎসকের ভুল বক্তব্য তাঁকে ভ্রান্ত পথে চালিত করেছিল।
চিকিৎসক চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আমার বক্তব্য ভুল… !'
হোভস্টাডের মতে, ভুল যদি না-ও, তাহলেও পুরোপুরি বিশ্বাস যোগ্যও নয়। মেয়রের বিবৃতিতেই সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল মানুষদের কাছ থেকে তিনি শিখেছেন, স্থানীয় বিষয় নিয়ে কোন গোলযোগ দেখা দিলে সংবাদপত্রকে খুব সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হয়। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, জনমত ডাক্তার স্টকমানের পুরোপুরি বিরুদ্ধে চলে গেছে। যে-কোন সম্পাদকেরই উচিত তাঁর পাঠকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা। তিনিও তাই করতে চাইছেন। তবে, যে মানুষটির বাড়িতে তিনি প্রায়ই যেতেন, যে মানুষটিকে এ শহরের সকলেই শ্রদ্ধা করে, তাঁর পক্ষ থেকে সরে আসতে হয়েছে বলে তিনি সত্যিই দুঃখিত। তাঁর মতে, ডাক্তার স্টকমানের সব থেকে বড় দোষ হল এই যে তিনি আবেগের সাহায্যে চালিত হন, বুদ্ধি-বিবেচনার সাহায্যে নয়।
বিক্ষিপ্ত কয়েকটা গলায় সহানুভূতির ছোঁয়া, 'তা সত্যি। আহা, বেচারা ডাক্তার!'
হোভস্টাড বলে চলেন। তবু, সমাজের প্রতি নিজের দায়িত্বের কথা ভেবে তাঁকে সরে আসতে হয়েছে। তাছাড়া, আর একটা বিষয়ও তাঁকে ভাবিয়েছে—চিকিৎসকের পরিবারের কথা, তাঁর স্ত্রী আর অসহায় সন্তানদের কথা।

চিকিৎসকের গলা শোনা যায়, 'আপনি শুধু জল-সরবরাহ আর ময়লা-নিষ্কাশন সম্বন্ধেই কথা বলুন!'
বালক মর্টেন চুপিচুপি মা-কে শুধোয়, 'ও লোকটা কি আমাদের কথা বলছে, মা?'
ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ছেলেকে চুপ করতে বলেন ক্যাথরিন।
আসলাকসেন জানায়, এবার মেয়রের প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট নেওয়া হবে। চিকিৎসক উঠে দাঁড়ান, 'কোন দরকার নেই। স্নানোৎসবের নোংরা ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে আজ আমি কোন কথা বলব না।

একেবারে অন্য বিষয়ে কিছু বলতে চাই আমি।'

'আবার কী নিয়ে লাগবে রে বাবা'—মেয়রের স্বগতোক্তি।

আর দরজার কাছে এক মাতাল, কণ্ঠস্বর অসংলগ্ন, 'আমার যদি কর দেবার হক্ থাকে, তাহলে নিজের কথা বলার হক্‌ও আছে। আমি একেবারে পুরোপুরি···জোর দিয়ে···নিশ্চিতভাবে মনে করি যে···

চারদিক থেকে ধমক ভেসে আসে—চুপ, চুপ একদম। কয়েকজন বলে ওঠে—আরে মাতালটাকে দূর করে দাও না। জনাকতক ঠেলে ঘর থেকে বার করে দেয় মাতালটাকে।

থমাস স্টকমান জানতে চান, 'আমি কি বলতে পারি?'

ঘণ্টি বাজিয়ে আসলাকসেন ঘোষণা করে, 'এখন ডাক্তার স্টকমান তাঁর বক্তব্য পেশ করছেন।'

চিকিৎসক বলতে শুরু করেন, 'আজ যেভাবে আমার কণ্ঠরোধ করা হল, কদিন আগে সেরকম চেষ্টা কেউ করলে নিজের পবিত্র অধিকার রক্ষার জন্য আমি ঝাঁপিয়ে পড়তাম সিংহের মতো। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা আমার কাছে অর্থহীন। আজ আমি আরও জরুরী কিছু বলতে চাই। গত কয়েকদিন প্রচুর ভেবেছি আমি। এত কিছু নিয়ে ভেবেছি যে শেষপর্যন্ত মাথাটা ঝিম্‌ঝিম করতে শুরু করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই আজ এখানে এসেছি আমি, এসেছি একটা নতুন কথা বলতে। আর এই কথাটা ঐ দূষিত জল-সরবরাহ কিম্বা নবককুণ্ডের ওপর গড়ে ওঠা স্নানোৎসবের মতো ছোটখাট বিষয়ের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

কয়েকটা কণ্ঠে চিৎকার উঠল, 'স্নানোৎসব নিয়ে একটাও কথা নয়! ও-সব আমরা শুনতে চাই না!'

চিকিৎসক অপ্রতিরোধ্য, 'গত কয়েকদিনের চিন্তা-ভাবনার ফলে আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি যে আমাদের সমস্ত আত্মিক উৎসগুলো দূষিত হয়ে গেছে আর আমাদের এই গোটা সমাজটা

দাঁড়িয়ে আছে মিথ্যের নরককুণ্ডের ওপর।'

ইতস্তত প্রশ্ন—কী বলছেন উনি? মেয়র বলে ওঠেন, 'কায়দা করে ঠেস্ দিচ্ছে।'

চিকিৎসক বলে চলেন, 'আমার এই শহরকে আমি ভালবাসি। অল্প বয়সেই আমাকে চলে যেতে হয়েছিল এখান থেকে। অত দূরে থাকার ফলে এখানকার স্মৃতি আমাকে টানত, এখানকার মানুষজন আমাকে আকর্ষণ করত। সেই সুদূর উত্তরে আমাকে থাকতে হয়েছে অনেকগুলো বছর। সেই পাহাড়ঘেরা দুর্গম এলাকার দরিদ্র, অর্ধভুক্ত মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে আমার মনে হত—আমার বদলে কোন পশু-চিকিৎসককে পাঠালেই তাদের বেশি উপকার হত।'

ঘর জুড়ে গুঞ্জন। এ কী অদ্ভুত কথা! চিকিৎসক থামেন না, বলেই যান। না, সেই উত্তরাঞ্চলে থাকার সময় তিনি ভুলে যান নি নিজের শহরকে। সেখানে বসে বসে ভেবেছেন তিনি। আইডার হাঁস যেমন করে তা দেয় ডিমে, তেমন করে লালন করেছেন নিজের ভাবনাকে। অবশেষে, সেই চিন্তার ফসল তুলতে পেরেছেন, জন্ম নিয়েছে স্নানোৎসবের পরিকল্পনা (অনেকে হর্ষধ্বনি করে ওঠে, অনেকের গলায় ধ্বনিত হয় প্রতিবাদ)। তারপর, ভাগ্য মুখ তুলে চেয়েছে, নিজের শহরে ফেরার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। জীবনের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু তাঁর চাওয়ার ছিল না। শুধু চেয়েছেন মানুষের সেবা করতে, এ শহরের মঙ্গল করতে—মনপ্রাণ দিয়ে, একান্তভাবে। তাই, ফিরতে পেরে, খুশিতে ভরে উঠেছিল তাঁর বুক। তারপর, গতকাল সকালে, না, পরশু সন্ধ্যেয়, চোখ খুলে গেছে তাঁর। সেই খোলা-চোখে তিনি প্রথমে দেখেছেন এ শহরের কর্তৃপক্ষের আকাশ-ছোঁয়া নির্বুদ্ধিতার ছায়া।

প্রতিবাদ করে ওঠেন মেয়র, 'মিস্টার চেয়ারম্যান!'

আসলাকসেন ঘন্টি বাজায়, 'পদাধিকার বলে আমি জানাতে চাই…'

কোন বাধাই টলাতে পারে না চিকিৎসককে। নিজের কথা তিনি বলবেনই। দু'একটা ছোটখাট কথা নিয়ে এত হৈ-চৈ করার কিছু

নেই। তিনি শুধু বলতে চান, এ শহরের তথাকথিত নেতারা স্নানোৎসবের গোটা ব্যবস্থাটাকে একটা বিশ্রী অব্যবস্থায় পরিণত করেছে। এই নেতাদেরকে কোনমতেই সহ্য করতে রাজি নন তিনি। যেন কচি কচি গাছে ভরা কোন বনভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একপাল ছাগল, ছিঁড়ে-খুঁড়ে তছনছ করছে সবকিছু। কোন সৎ মানুষকে ওরা বাঁচতে দেবে না, সবরকমে তার সর্বনাশের চেষ্টা করবে। তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকলে এই নেতাগুলোকে তিনি পোকা-মাকড়ের মতো পিষে মারতেন।

ঘর জুড়ে তীব্র চিৎকার। মেয়র মুখর। আসলাকসেন থামাতে চায় চিকিৎসককে। চিকিৎসক দুর্নিবার। এইসব লোকগুলোকে চিনতে তাঁর এত দেরি হল কেন, সেটা ভেবেই অবাক হচ্ছেন তিনি। তাঁর চোখের সামনে তো একটা উৎকৃষ্ট নমুনা ছিলই, যার নাম পিটার স্টকমান, তাঁর দাদা!

ঘর-কাঁপানো চিৎকার, শিস, হাসির হররা। ক্যাথরিন স্বামীকে সংযত হওয়ার ইঙ্গিতে করছেন। প্রচণ্ড জোরে ঘন্টি বাজাচ্ছে আসলাকসেন। আর ফাঁকতালে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে সেই মাতালটি, বলছে, 'আরে, আমার কথা বলছেন নাকি মশাই? লোকে আমাকেও পিটারসেন বলেই ডাকে কি না। সত্যি বলছি, আমি কিন্তু কক্ষনো…'

লোকেরা ধাক্কা মেরে বার করে দেয় মাতালটিকে। মেয়র জানতে চান—কে ওটা? একজন বলে, চিনিনা স্যার। কেউ বলে—এখানকার লোক নয়। আরেকজন জানায়—বোধহয় সেই কাঠের কারবারী।

আসলাকসেন মন্তব্য করে, 'ঠেসে মদ গিলেছে লোকটা। যাকগে, ডাক্তার, বলে যান। তবে অনুগ্রহ করে সংযমটুকু রক্ষা করুন।'

বেশ, তাই হোক, নেতাদের সম্বন্ধে আর কিছু বলবেন না চিকিৎসক। তাঁর কথা থেকে কারুর যদি মনে হয়ে থাকে যে তিনি এইসব নেতাদের আক্রমণ করছেন, তাহলে সে ভুল করবে। কারণ তাঁর

স্থির বিশ্বাস এইসব বুড়ো থুথ্থুরের দল, এই আদ্যিকালের বস্তিবুড়োগুলো নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ছে। চিকিৎসক সে কাজে হাত না লাগালেও কোন ইতরবিশেষ হবে না। তাছাড়া, এই লোকগুলো কিন্তু সমাজের সবথেকে গুরুতর বিপদ নয়। মানুষের আত্মিক জীবনকে দূষিত করার কাজে, পায়ের তলার জমিকে ক্ষইয়ে দেওয়ার কাজে এরা সবথেকে অগ্রণী অংশ নয়। এইসব নেতারা সত্য এবং স্বাধীনতার সবথেকে বড় শত্রুও নয়। সেই শত্রু তাহলে কারা? হ্যাঁ, সেটাই চিকিৎসকের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। উচ্চগ্রামে গলা তুলে থমাস স্টকমান ঘোষণা করলেন—এ সমাজে সত্য এবং স্বাধীনতার সবথেকে বড় শত্রু হচ্ছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ! হ্যাঁ, ঐ ঘৃণ্য, নিরঙ্কুশ, উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠরাই হচ্ছে সমাজের নিকৃষ্টতম শত্রু!

ঘরের মধ্যে যেন বোমা পড়ল একটা। সৃষ্টি হল চরম বিশৃঙ্খলা। কান-ফাটা চিৎকার, শিস। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন ক্যাথরিন, উদ্বিগ্ন। কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে গণ্ডগোল করছিল, তাদের দিকে ছুটে গেল এজ্‌লিফ আর মর্টেন। ঘণ্টি বাজিয়ে চিৎকার করছে আসলাকসেন—থামুন, থামুন। হোভস্টাড আর বিলিং দুজনেই কিছু বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু হট্টগোলে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ পর শান্ত হল জনতা। সভার চেয়ারম্যান হিসেবে আসলাকসেন চিকিৎসককে অনুরোধ করল তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করার। চিকিৎসক নির্বিকার। এ বক্তব্য তিনি আদৌ প্রত্যাহার করবেন না। ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এখানে তাঁর স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে, হরণ করছে তাঁর সত্য কথা বলার অধিকার। সম্পাদক হোভস্টাড বলে ওঠেন—সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সর্বদাই ন্যায্য কাজ করে থাকে। তাল দেয় বিলিং—আর সর্বদাই তারা সত্যের পক্ষে দাঁড়ায়। থমাস স্টকমান থামেন না। নির্দ্বিধায় বলে যান—না, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কখনোই ন্যায্য কাজ করে না, কক্ষনো না! আসলে এই চূড়ান্ত মিথ্যেটা সমাজে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। যে-কোন স্বাধীন-

চেতা, বুদ্ধিমান মানুষ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য। জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ কারা? বুদ্ধিমানেরা, নাকি মূর্খরা? হ্যাঁ, মূর্খরাই। পৃথিবীর সর্বত্র মূর্খরাই হচ্ছে জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে স্রেফ সংখ্যার জোরে মূর্খরা বুদ্ধিমানদের দাবিয়ে রাখার অধিকার পেয়ে যাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তি আছে, ক্ষমতা আছে, কিন্তু ন্যায্যতা নেই। ন্যায্যতা আছে তাঁর, আর হাতে-গোনা অন্য দু'একজনের। পৃথিবীতে ন্যায্যতার প্রতিনিধিত্ব করে সংখ্যালঘুরাই। হা হা করে হেসে ওঠেন হোভস্টাড। আচ্ছা, তাহলে গত দু'একদিনের মধ্যে ডাক্তার স্টকমান অভিজাত হয়ে উঠেছেন, অ্যাঁ।

তাঁর মন্তব্যে কর্ণপাত করেন না থমাস। সমাজের শিরায় নতুন কোন রক্তের স্রোত আনতে পারবে না এ-সব লোক। এই মুহূর্তে অল্প কয়েকজন সাচ্চা মানুষের কথাই শুধু ভাবতে চান তিনি, যাদের মাথায় আছে নতুন নতুন সজীব চিন্তার স্ফুরণ। প্রগতির একেবারে সামনে থাকে এরা। এদেরকে ধরা-ছোঁয়ার ক্ষমতা ঐ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের নেই। নিজেদের এগিয়ে-থাকা জায়গায় দাঁড়িয়েই নতুন নতুন সত্যের জন্য লড়াই করে তারা।

হোভস্টাড মন্তব্য করেন, 'আচ্ছা, এখন তাহলে উনি বিপ্লবী হয়ে উঠেছেন দেখছি!'

হ্যাঁ, বিপ্লবীই। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সত্যের একচেটিয়া ইজারাদার —এই মিথ্যার বিরুদ্ধেই বিপ্লব ঘটাতে চাইছেন চিকিৎসক। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কোন্ সত্যের কথা বলে? কিছু জরাজীর্ণ, সাত-পুরনো সত্যের ধ্বজাই শুধু ওড়ায় তারা। সত্য কোন আদ্যিকালের বাঁধা-বুলি নয়। এক একটা সাধারণ সত্যের আয়ু কতদিন? সতের, আঠার, বড় জোর কুড়ি বছর। বিরল কিছু সত্য হয়ত দীর্ঘকাল টিকে থাকে। কিন্তু পুরনো সত্যের ধার কমে যায় আস্তে আস্তে, আর একমাত্র তখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সেই ভোঁতা, জীর্ণ সত্যটাকে আঁকড়ে ধরে, ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে তার প্রচার জুড়ে দেয়। তবে তখন সে

সত্যের মূল্য এক ক্রাউনও নয়। এইসব সত্য হচ্ছে অনেকটা লবণে-জরানো শুকনো মাংসের মতো, অনেকদিন পড়ে থাকতে থাকতে যার বারোটা বেজে গেছে, অখাদ্যে পরিণত হয়েছে। এর ফলেই জন্ম নেয় নৈতিক মরামাস।

আসলাকসেন বাধা দেয়। মূল বক্তব্য থেকে সরে যাচ্ছেন বক্তা। মেয়রও তার সঙ্গে একমত। চিকিৎসকের গলায় ব্যঙ্গ বাজে। পিটার বোধহয় উন্মাদ হয়ে গেছে, তাই তাঁর কথা বুঝতে ওর অসুবিধে হচ্ছে। মূল বক্তব্য থেকে এতটুকুও সরেন নি তিনি। কারণ তিনি ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছেন যে ঐ ঘৃণ্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সমাজের আত্মিক জীবনের উৎসকে দূষিত করে তুলছে, ক্ষইয়ে দিচ্ছে পায়ের তলার জমিকে।

সর্বজনস্বীকৃত, সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন হোভস্টাড। চিকিৎসক হাত নাড়েন। ও-সব সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য-ফত্যের কিস্সু দাম নেই। যে-সব সত্যকে জনগণ আজ স্বীকার করে থাকে, সেগুলো আমাদের পিতামহদের আমলের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আবিষ্কৃত সত্য। আজকের উন্নত চিন্তার লোকেরা সেগুলোকে আর স্বীকার করেন না। ঐ ধরণের সত্যের শুষ্ক, জরাজীর্ণ হাড়ের ওপর কোন সমাজ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে না।

হোভস্টাডের গলায় ঝরে-পড়া বিদ্রুপ, 'কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে আপনার ঐ বড় বড় বোল্‌চালের বদলে আমরা বরং সত্যের ঐ-সব শুষ্ক, জরাজীর্ণ হাড় সম্বন্ধেই কিছু শুনতে আগ্রহী।'

বহু কণ্ঠের উল্লাস গমগমিয়ে ওঠে ঘরে, 'কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ!'

থমাস স্টকমান অদম্য। আপাতত তিনি শুধু একটাই তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত সত্যের কথা উল্লেখ করতে চান, যে সত্যটা আসলে একটা নির্জলা মিথ্যে। কিন্তু এই মিথ্যেটার ওপরেই টিকে আছেন মিস্টার হোভস্টাড, তাঁর কাগজ আর সেই কাগজের সমর্থকরা। এ মিথ্যা তাঁরা পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তাঁরা বলেন, সাধারণ মানুষ, গড়পড়তা মানুষ অর্থাৎ জনতাই হচ্ছে জনগণের মূল অংশ। কোন

কিছুর সমালোচনা করা, অনুমোদন করা বা পরিচালনা করা ইত্যাদি ব্যাপারে অল্প কিছু মননশীল ব্যক্তির যতটা অধিকার, ঐ-সব অজ্ঞ, অপরিণত লোকেদেরও ততটাই অধিকার থাকা উচিত বলে তাঁরা সোরগোল তোলেন।

জনতা উত্তেজিত। হোভস্টাড চিৎকার করে ওঠেন—শুনলেন তো? একজনের ক্রুদ্ধকণ্ঠ ভেসে আসে—আমরা তাহলে কেউ নই, অ্যাঁ। বড় বড় কত্তারাই সব কিছু ঠিক করবে তাহলে? জনৈক মজুরের হুংকার শোনা যায়—বার করে দাও ওঁকে। আরও বহু কণ্ঠে একই দাবীর প্রতিধ্বনি। সেই সঙ্গেই বেজে ওঠে শিঙা, আর তীক্ষ্ণ শিস।

হট্টগোল কমার পর আবার বলতে শুরু করলেন থমাস স্টকমান। জনতা হচ্ছে কাঁচা মাল, তা থেকে তৈরি হয় আসল মানুষরা। বিশুদ্ধ রক্তের পশু আর সংকরজাত পশুদের মধ্যে তুলনা করলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। একটা সাধারণ গোলাবাড়ির মুরগীকে কাটলে অনেকটা মাংস পাওয়া যায় সত্যি, কিন্তু ডিম? অমন ডিম তো কাকেও পাড়তে পারে! কিন্তু কোন খাঁটি জাতের স্পেনীয় কিম্বা জাপানী মুরগী অথবা কোন ফেজ্যান্ট বা টার্কির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। কিম্বা কুকুরদের কথাই ধরা যাক না কেন। রাস্তার কোন দো-অাঁসলা কুকুরের সঙ্গে তুলনা করুন কোন বিশুদ্ধ রক্তের গৃহপালিত পুড্‌ল্‌-এর, যে পুড্‌ল্‌টা ঠিকঠাক খাদ্য পেয়েছে, শান্ত পরিবেশে, কোমল সঙ্গীতের মধ্যে যে বড় হয়ে উঠেছে। তুলনা করলে কী দেখা যাবে? দেখা যাবে দো-অাঁসলা কুকুরটার থেকে পুড্‌ল্‌টার মস্তিষ্ক একেবারে ভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে, বিকশিত হয়েছে। ঐ-সব জাত কুকুরদের দারুণ দারুণ চমকদার খেলা শেখানো যায়, কিন্তু দো-অাঁসলা কুকুরগুলোর মাথায় গজাল ঠুকেও কিছু ঢোকানো যায় না।

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আমরা কুকুর?' একজনের ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা।

আরেকজনের চিৎকার, 'মনে রাখবেন ডাক্তার, আমরা জানোয়ার নই।'

চিকিৎসক হাসেন। মানুষও এক ধরনের জানোয়ার তো বটেই। কেউ চারপেয়ে, কেউ দু'পেয়ে। আর সাধারণ মানুষ কিম্বা গড়পড়তা মানুষ বলতে তিনি শুধু নিম্নতর শ্রেণীর মানুষদের কথাই বোঝাতে চাইছেন না। এ-রকম নিতান্ত সাধারণ মানুষরা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, এমনকি একেবারে উচ্চতম স্তরেও এদের দেখা মেলে হরবখত। ঐ তো, তাঁর দাদা ঐ মেয়রই তো তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দু'পেয়ে জন্তুদের মধ্যে ঐ জাতের···

অনেকের হাসির মধ্যে মেয়রের প্রতিবাদ, 'এ-ধরণের ব্যক্তিগত আক্রমণের প্রতিবাদ করছি আমি।'

কোন প্রতিবাদই দমাতে পারে না থমাসকে। তিনি জানান, কোন দুর্দ্ধর্ষ জলদস্যুর বংশধর তাঁরা। কিন্তু না, পিটারের এই হালের সঙ্গে জলদস্যুর বংশধর হওয়া না-হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। আসলে, ঊর্দ্ধতনরা যা যা ভাবে, পিটারও ঠিক তাই তাই ভাবে, তারা যা যা বিশ্বাস করে, পিটারও ঠিক তাই তাই বিশ্বাস করে—এইখানেই হচ্ছে পিটারের আসল গলদ। আর সেই জন্যই তাঁর দাদাটির কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নেই, কাজে কাজেই নেই চিন্তা-ভাবনার ছিটেফোঁটা স্বাধীনতাও।

মেয়রের প্রতিবাদ, হোভস্টাডের বিদ্রূপ, 'এদেশে এখন তাহলে শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই উদারপন্থী হতে পারে? যাক, এ একটা নতুন খবর বটে!'

চিকিৎসক দুর্বার। ঠিকই বলেছেন মিস্টার হোভস্টাড। ওটা তাঁর আবিষ্কারের আরেকটা দিক। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নৈতিকতা ও উদারপন্থী নীতির একচেটিয়া ইজারাদার হিসেবে দেখিয়ে যে মিথ্যা, বিকৃত ধারণা প্রচার করে চলেছে পিপ্‌ল্‌'স্‌ হেরাল্ড, তার কথা উল্লেখ করে, মোল্‌দালের চামড়া শুকোনোর কারখানাগুলো থেকে ছড়িয়ে পড়া দূষিত আবর্জনার কথা উল্লেখ করে, আর একটা বিষয়ের দিকে

অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন চিকিৎসক। বললেন, মূর্খতা, দারিদ্র্য আর কদর্যতাই হচ্ছে সমস্ত অনিষ্টের মূল। যে বাড়ীতে হাওয়া ঢোকে না, আলোর পথ রুদ্ধ, যেখানে ঝাঁট পড়ে না প্রতিদিন—সে বাড়ীতে দু'-তিন বছর বসবাস করলে যে-কোন লোকের সমস্ত নৈতিক বোধ চুরমার হয়ে যেতে বাধ্য। অক্সিজেন পাবে না সে, বিবেকবোধ বলেও কোন বস্তু আর অবশিষ্ট থাকবে না। তো, ঐ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি মিথ্যা আর প্রতারণার স্তূপের ওপর এ শহরের সুখ-সমৃদ্ধি গড়ে তুলতে চায়, তাহলে এ শহরেও ও-রকম অক্সিজেনবিহীন বেশ কিছু বাড়ী গড়ে উঠবে।

চেয়ারম্যান আসলাকসেন প্রতিবাদ জানায়, 'গোটা সমাজের নামে এ-রকম অপমানজনক মন্তব্য করার অনুমতি আমি দিতে পারি না।'

কিছু রুষ্ট কণ্ঠস্বর ছিটকে ওঠে, 'বার করে দিন, নামিয়ে দিন!'

চোখ-মুখ জ্বলে ওঠে থমাস স্টকমানের, 'তাহলে প্রতিটা মোড়ে মোড়ে আমি এ-কথা বলে বেড়াবো, অন্য কাগজগুলোতে লিখব। এখানকার অবস্থাটা যাতে সারা দেশ জানতে পারে, তার ব্যবস্থা করব আমি।'

হোভস্টাডের মন্তব্য শোনা যায়, 'ডাক্তার স্টকমান দেখছি গোটা শহরটাকেই ধ্বংস করতে চাইছেন।'

গোটা ঘরটার বুকের ওপর আছড়ে পড়ে থমাস স্টকমানের উদাত্ত স্বর, 'এ শহরকে আমি মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তাই কোন মিথ্যের বনিয়াদের ওপর এ শহরকে গড়ে তোলার বদলে এক ধ্বংস করে দিতেও আমার দুঃখ নেই।'

আবার গর্জন করে ওঠে জনতা। ক্যাথরিন স্বামীকে সংযত হওয়ার ইঙ্গিত করেন। থমাস স্টকমান ফিরেও দেখেন না। অজস্র চিৎকারকে ছাপিয়ে ওঠে হোভস্টাডের বজ্রকণ্ঠ, 'যে লোক গোটা সমাজকে ধ্বংস করতে চায়, সে জনগণের শত্রু!'

ক্রোধে থরথর করে কাঁপছেন চিকিৎসক। যে জায়গায় মিথ্যার অবাধ গতিবিধি, সে জায়গা ধ্বংস হলে কী যায় আসে? এ শহরকে

এখন ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া উচিত। আর যে-সব লোক বেঁচে আছে এই মিথ্যার প্রসাদে, তাদেরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা দরকার। এই মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা যদি টিঁকে থাকে, তাহলে একদিন গোটা দেশটাই দূষিত হয়ে উঠবে, তখন ধ্বংস করতে হবে সমগ্র নরওয়েকেই। আর সে-রকম অবস্থা কখনো সৃষ্টি হলে চিকিৎসক মুক্তকণ্ঠে বলবেত— ধ্বংস হোক সারা দেশ, নিশ্চিহ্ন হোক সমস্ত মানুষ!

একজন চিৎকার করে ওঠে, 'জনগণের শত্রুর মুখেই এ-কথা সাজে!' তারপরই অজস্র উন্মত্ত কণ্ঠের বজ্রনিনাদ, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জনগণের শত্রু, জনগণের শত্রু। নিজের দেশকে ঘৃণা করে লোকটা, দেশের মানুষকে ঘৃণা করে!'

উঠে দাঁড়ায় আসলাকসেন, 'বন্ধুগণ, এ দেশের একজন নাগরিক হিসাবে এবং একজন ব্যক্তি হিসাবে ডাক্তার স্টকমানের কথা শুনে আমি মর্মাহত। ওনার মুখে এমন কথা শুনতে হবে, এ আমি কোন-দিন স্বপ্নেও ভাবিনি। তাই আমাদের মাননীয় নাগরিকরা এইমাত্র যে মতামত ব্যক্ত করলেন, গভীর দুঃখের সঙ্গে আমি সেই মতের অংশীদার হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার প্রস্তাব, ঐ মতামত একটা সিদ্ধান্তের আকারে গ্রহণ করা হোক। সিদ্ধান্তটা লেখা হোক এইভাবে—এই সভা ঘোষণা করছে যে স্নানোৎসবের মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার থমাস স্টকমানকে সে জনগণের শত্রু হিসাবেই বিবেচনা করে।'

ঘর জুড়ে হাততালির ঝড়। থমাস স্টকমানকে ঘিরে বেশ কিছু লোক কুৎসিত ইঙ্গিত করে চলেছে। উঠে দাঁড়িয়েছেন ক্যাথরিন, পাশাপাশি পেত্রাও। মর্টেন আর এজ্‌লিফ ছুটে গেছে কয়েকটা ছোট ছোট ছেলেকে শায়েস্তা করতে। দু'একজন বয়স্ক ব্যক্তি টেনে সরিয়ে দেন ওদের।

উত্তেজনায় কাঁপছেন চিকিৎসক। ওহ্, মূর্খের দল···আসলাকসেন ঘণ্টি বাজায়। জানায়, মতামতের জন্য ভোট নেওয়া হোক। তবে কারুর অনুভূতিতে আঘাত করা উচিত নয়, তাই ভোটটা নেওয়া

হোক গোপন ব্যালটের সাহায্যে।

নীল আর শাদা কাগজ এগিয়ে দেয় বিলিং। কাগজগুলো টুকরো করে কয়েকজনের টুপিতে রাখা হয়। নীল কাগজ তোলার অর্থ প্রস্তাব মানছি না, আর শাদা কাগজের অর্থ প্রস্তাব মানছি। ঘর থেকে বেরিয়ে যান মেয়র। কিছু লোক কানাকানি করে—ব্যাপারটা কী ডাক্তারের? হঠাৎ এমন ক্ষেপে উঠলেন কেন? ওঁদের পরিবারে পাগলামির অসুখ-টসুখ নেই তো? খুব নেশা-ফেশা করেন নাকি? পদোন্নতি হয়নি বলেই ক্ষেপে যান নি তো?

ভীড়ের মধ্যে আবার ঢুকে পড়েছে সেই মাতালটি। জড়ানো গলায় হাঁকছে সে, 'আমাকে একটা নীল কাগজ দাও হে। আর অমনি একটা শাদাও দিয়ো।'

লোকেরা আবার তাকে বার করে দেয় ঠেলেগুঁজে। আর তখন ভীড় ঠেলে চিকিৎসকের সামনে এগিয়ে আসে মর্টেন কিল, ক্যাথরিনের পালক-পিতা। বলে, 'কি হে থমাস, ঐ-সব চালবাজির পরিণতি দেখলে তো!'

চিকিৎসক নির্বিকার, 'আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র।'

মর্টেন কিলের ঠোঁটে ধূর্ত হাসি, 'হুঁ! তা ঐ মোল্‌দালের চামড়া কারখানাগুলোর ব্যাপারে কী যেন বলছিলে?'

চিকিৎসকের উত্তর, 'বলছিলুম, ওখান থেকেই সব আবর্জনার আমদানী হয়।'

'সে কি হে, আমার কারখানা থেকেও?'

চিকিৎসক বেপরোয়া, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার কারখানাটাই সব-থেকে বিপজ্জনক।'

মর্টেন কিলের ভ্রূতে কুঞ্চন, 'তা, এ-সব কথা কাগজে লিখবে নাকি?'

'কোন কিছুই গোপন করব না আমি।'

আবার ধূর্ত হাসির ঝলক চামড়া ব্যবসায়ীর ঠোঁটে, 'বটে! দেখো, ক্ষতিটা সামলাতে পারবে তো?'

আর দাঁড়ায় না মর্টেন কিল। মিশে যায় ভীড়ের মধ্যে। আর

তখন ভীড় ঠেলে একটি মোটা লোক এগিয়ে আসে ক্যাপ্টেন হর্স্টারের সামনে, শুধোয়, 'তাহলে ক্যাপ্টেন হর্স্টার, জনগণের শত্রুকে নিজের বাড়ী ব্যবহার করতে দিচ্ছেন, কেমন ?'

হর্স্টারের মুখে কোন ভাঁজ নেই, 'নিজের সম্পত্তি নিয়ে আমি যা খুশি করতে পারি, মিস্টার ভিক্।'

'তাহলে আমিও তা করতে পারি নিশ্চয়ই'—ভিক্ প্রশ্ন ছোড়ে।

'মানে ?'

ভিকের চোখ-মুখ কঠিন, 'মানেটা কাল সকালেই বুঝতে পারবেন।' সরে যায় ভিক্। হর্স্টারের দিকে তাকিয়ে পেত্রা শুধোয়, 'উনি তো আপনাদের জাহাজের মালিক, না ?'

'হ্যাঁ, জাহাজটা ওঁরই।'

ওদিকে তখন মঞ্চে উঠেছে আসলাকসেন। ঘণ্টি বাজিয়ে সে ঘোষণা করে—প্রস্তাবের বিপক্ষে পড়েছে মাত্র একটা ভোট, সেই মাতালটির ভোট। ঐ একটা ভোট ছাড়া, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে—ডাক্তার থমাস স্টকমান জনগণের শত্রু। বিপুল উল্লাসধ্বনির মধ্যে শেষ হয় সভা।

থমাস স্টকমান এগিয়ে আসেন ক্যাপ্টেন হর্স্টারের দিকে, 'ক্যাপ্টেন, আপনাদের জাহাজে আমেরিকায় যাওয়ার কোন ব্যবস্থা করা যায় ?'

ক্যাপ্টেন হর্স্টারের গলায় বিষণ্ণতার ঢেউ, 'আপনার আর আপনার পরিবারের জন্য ব্যবস্থা আমরা করে নেব।'

স্ত্রীর হাত ধরেন চিকিৎসক। ছেলেমেয়েদের ডেকে নেন। চাপা গলায় ক্যাথরিন বলেন, 'থমাস, চলো আমরা পিছনের দরজা দিয়ে যাই।'

'না ক্যাথরিন, আমার জীবনে কোন পিছনের দরজা নেই', বলতে বলতে গলা চড়ান চিকিৎসক, 'এই জনগণের শত্রুর মুখ কেউ বন্ধ করতে পারবে না। সেই মানুষটির মতো সর্বংসহা আমি নই। আমি কখনোই বলব না যে আমি তোমাদের ক্ষমা করছি, কারণ তোমরা জানো না তোমরা কী করছো।'

আসলাকসেন গর্জে ওঠে, 'আপনি ঈশ্বরের নামে কলঙ্ক আরোপ করছেন, ডাক্তার স্টকমান।'

জনতার মধ্যেও ক্রোধের বিচ্ছুরণ। হুম্‌কি দিচ্ছে লোকটা! চলো, ওর ঘরের জানলাগুলো ভেঙে চৌপাট করে দেওয়া যাক! সমুদ্রে ডুবিয়ে মারো!

বেজে ওঠে শিঙা, আর মুহুর্মুহু শিস। ঘর থেকে বেরিয়ে যান থমাস, সঙ্গে ক্যাথরিন আর তাঁদের সন্তানরা। ক্যাপ্টেন হর্স্টারও এগিয়ে যান তাঁদের সঙ্গে।

পিছনে অজস্র মানুষের সম্মিলিত গর্জন হাওয়ায় আছড়াচ্ছে, 'জনগণের শত্রু! জনগণের শত্রু!'

৫

নবওয়ের হিম-ছোঁয়া রাত-ছেঁড়া সকাল। আলোর ছোঁয়া। থমাস স্টকমানের স্টাডি-রুমেও সকালী আলোর উঁকি ঝুঁকি। ঘরের দেয়ালে বইয়ের তাক, তাকে থাক্ দেওয়া বই। ওষুধের দেরাজ। জানলাগুলোর কাঁচ ভাঙা, ভাঙা কাঁচে ঠ্যালাঠেলি রোদ। চারিদিক ছত্রখান। ঘরের মাঝখানে চিকিৎসকের ডেস্ক, তাতে বই আর কাগজের পাঁজা। ড্রেসিং-গাউন, চপ্পল আর আঁটোসাঁটো টুপি পরে, একটা ছাতা দিয়ে দেরাজটা হাঁটকাচ্ছেন চিকিৎসক। টেনে টেনে একটা পাথর বার করলেন তিনি। ভিতরের ঘরের দিকে মুখ করে বলে উঠলেন, 'ক্যাথরিন, শুনছো, আরেকটা পাওয়া গেছে।'

ভিতর থেকে ভেসে এল ক্যাথরিনের গলা, 'চিন্তা নেই, আরও অনেক পাওয়া যাবে।'

আরও অনেক পাথরের একটা স্তূপের সঙ্গে এই পাথরটাও সাজিয়ে রাখলেন চিকিৎসক। কত পাথরই পড়েছে বাড়ীতে! এগুলো সাজিয়ে রাখবেন তিনি। স্মৃতিচিহ্ন! এজ্‌লিফ আর মর্টেন প্রতিদিন দেখবে এগুলো। জানলা-দরজায় কাঁচ লাগানোর

মিস্ত্রীকে খবর দেওয়া হয়েছে। আসবে কি না, কে জানে। ভয় তো সবারই আছে।

কাজের মেয়েটি একটা চিঠি দিয়ে যায়। বাড়িওয়ালার চিঠি। অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে স্টকমান পরিবারকে বাড়ি ছাড়ার নোটিস দিয়েছেন তিনি। কিছু করার নেই তাঁর, জনমতের চাপ।

চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন থমাস। সবাই সবাইকে ভয় পেতে শুরু করেছে। যাকগে, এখানে তো আর থাকছেন না তাঁরা, আমেরিকায় চলে যাচ্ছেন।

ক্যাথরিনের মনে এখনও দ্বিধার মেঘ। দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া··· ভালো করে ভেবে দেখেছে তো থমাস?

চিকিৎসকের গলায় ক্ষোভ, 'এরপরেও আমাকে থাকতে বলছ, ক্যাথরিন? ওরা আমাকে জনগণের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছে, আমার জানলাগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে, ছিঁড়ে দিয়েছে আমার পরণের কালো ট্রাউজারটা। এর পরেও থাকব এখানে?'

ক্যাথরিনের গলার কাছে যন্ত্রণার ঢেউ। ঐটাই যে তাঁর স্বামীর সব থেকে ভালো পোশাক! কিন্তু পোশাক নিয়ে চিকিৎসক চিন্তিত নন। ও তো দুটো সেলাই দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। তিনি শুধু ভাবছেন, ঐ জনতা তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করল যেন তারা ওঁর সমকক্ষ! অসহ্য!

'কিন্তু তার জন্যে একেবারে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে?' ক্যাথরিনের গলায় আর্তি।

থমাস অস্থির, 'কেন বুঝছ না ক্যাথরিন, অন্য সব শহরের লোকেরাই আমাদের এভাবে অপমান করবে!' চিকিৎসকের গলায় আবেগ, ক্ষোভ। না, আমেরিকাতেও অবস্থাটা খুব আলাদা কিছু হবে না। ঐ-সব জনমত, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ—সবই আছে ওখানে। তবে কিনা ওখানে সবই ঘটে বড় আকারে, এইটুকুই রক্ষে। ওরা হত্যা করতে পারে, উৎপীড়ন করবে না। আহ্, যদি কোন আদিম অরণ্যে কিম্বা দক্ষিণ সমুদ্রের কোন ছোট্ট দ্বীপে চলে যাওয়া যেত—

ক্যাথরিনের গলায় হতাশ জিজ্ঞাসা, 'কিন্তু, ছেলেদের কথাটা ভেবে দেখেছ ?'

স্থির চোখে স্ত্রীর দিকে তাকান চিকিৎসক, 'কী বলছ ক্যাথরিন ? তুমি কি চাও এইরকম একটা সমাজে আমাদের ছেলেরা বড় হোক ? কাল রাতে নিজের চোখেই তো দেখলে, এখানকার অর্ধেক লোক বদ্ধ উন্মাদ। আর বাকি অর্ধেক ? চূড়ান্ত মাথামোটা, বোধবুদ্ধি বলে কিছুই নেই।'

তবু ক্যাথরিনের কোথায় যেন এক বুক-ভাঙা অথবা নীল আকাশে ধূসর মেঘের মতো জমে-থাকা ব্যথা। স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন তিনি। এই লোকগুলো মূর্খ ঠিকই, কিন্তু··

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘরে ঢোকে পেত্রা। ক্যাথরিন শুধোন, 'কিরে, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি স্কুল থেকে ?'

'আমাকে নোটিস ধরিয়ে দিয়েছে মা।'

ক্যাথরিন রুদ্ধশ্বাস, 'নোটিস ?'

থমাস স্থির, 'তোকেও দিল ?'

পেত্রা জানায়, মিসেস বাস্‌ক্ ওকে নোটিস দিয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছে ও।

'ঠিক করেছিস'—চিকিৎসক গর্বিত।

ক্যাথরিন যেন মানতে পারছেন না। মিসেস বাস্‌ক্ এমন কাজ করতে পারলেন ? মাকে বোঝানোর চেষ্টা করে পেত্রা। মিসেস বাস্‌ক্ মানুষ হিসেবে খারাপ নন মোটেই। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি অসহায়, তাঁর হাত-পা বাঁধা। আজ সকালে খান তিনেক বেনামী চিঠি পেয়েছেন তিনি। তার মধ্যে দুটোতে অভিযোগ করা হয়েছে এই বলে যে, স্টকমানদের বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত করেন এমন একজন ভদ্রলোক গত কাল রাতে ক্লাবে বলেছেন পেত্রা নাকি খুব উগ্র আদর্শের সমর্থক। কাল রাতের ঐ ঘটনা, তারপর এইসব চিঠি ; ভদ্রমহিলা আর পেত্রাকে কাজে বহাল রাখার সাহস পাননি।

ক্যাথরিন বলে ওঠেন, 'এ বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত করেন, এমন

একজন ভদ্রলোক, অ্যাঁ! আতিথেয়তার পুরস্কার পাচ্ছো তো, থমাস?'

চিকিৎসক বলেন, 'এ দেশে আর এক মুহূর্তও নয়। তল্পি গুছোও ক্যাথরিন।'

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলে পেত্রা। সামনে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন হর্স্টার।

আহ্বান জানায় পেত্রা, 'আরে, আপনি? আসুন, ভেতরে আসুন।'

এগিয়ে আসেন ক্যাপ্টেন, 'এই একটু দেখে যেতে এলুম আর কি।'

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে করমর্দন করেন চিকিৎসক। গত রাতের সহায়তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান ক্যাথরিন। পেত্রা শুধোয়, 'ওখান থেকে শেষ পর্যন্ত বেরোলেন কী করে?'

হর্স্টার হাসেন, 'ওটা কোন ব্যাপার নয়। আমি যথেষ্টই শক্তসমর্থ মানুষ, দেখতেই তো পাচ্ছেন। ও লোকগুলোর দৌড় ঐ গলাবাজি পর্যন্তই '

চিকিৎসকও এতে একমত। সত্যি, লোকগুলো চূড়ান্ত কাপুরুষ। এই তো, কাল রাতে ঐ বাইরে থেকে পাথর ছুঁড়ছিল। কিন্তু সত্যিকারের বড় পাথর ছুঁড়েছে সাকুল্যে খান দুয়েক, বাকি সবই স্রেফ ছোট ছোট নুড়ি। খালি বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়েছে আর মারার হুমকি দিয়েছে, ব্যস। কিছু করার মুরোদ নেই।

হর্স্টার বলেন, 'নেই বলেই কিন্তু এ যাত্রায় রক্ষা পাওয়া গেল, ডাক্তার!'

তা ঠিক। কিন্তু এটা দুঃখেরও বটে, কেনন। এই সাহসের অভাবেই এরা দেশের সত্যিকারের কোন কাজে হাত লাগাতে ভয় পায়। মরুকগে যাক। ওরা বলেছে জনগণের শত্রু। বেশ, তা ই সই। ওদের দেওয়া ঐ কুৎসিত নাম গেঁথে আছে চিকিৎসকের বুকের অনেক গভীরে, ক্ষইয়ে দিচ্ছে বুকের গালচে জমিন। যাক্‌গে, একদিন-না-একদিন ওদেরকে অনুতাপ করতেই হবে। বলতে হবে, একজন সাচ্চা

দেশপ্রেমিককে নির্বাসন দেওয়াটা ঠিক হয়নি। বলতে বলতে ক্যাপ্টেন হর্স্টারের দিকে তাকালেন চিকিৎসক, 'তাহলে জাহাজ কখন ছাড়ছে, ক্যাপ্টেন?'

হর্স্টারের গলায় জড়তা, 'আসলে, এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলার জন্যেই আমাকে আসতে হল...'

চিকিৎসক জিজ্ঞাসু, 'কী ব্যাপার? জাহাজের কিছু বিগড়েছে-টিগড়েছে নাকি?'

'না', ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন ক্যাপ্টেন হর্স্টার, 'বিগড়োয়নি কিছু। শুধু ঐ জাহাজে আমি যেতে পারছি না।'

পেত্রা উন্মুখ, 'আপনাকে নিশ্চয়ই নোটিস ধরায় নি।'

ব্যথার হাসি ফুটে ওঠে ক্যাপ্টেনের মুখে, 'হাঁ, ধরিয়েছে।'

'ওহ্, আপনাকেও বাদ দেয়নি?' বলে ওঠে পেত্রা।

স্বামীর দিকে তাকান ক্যাথরিন, 'শুনলে?'

চিকিৎসকের শরীরে এক অদম্য আক্ষেপ। সত্য, শুধু সত্যের জন্যই এত আঘাত!

আশ্বাস দেন ক্যাপ্টেন। দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। অন্য জায়গার কোন কোম্পানীতে কাজ জুটিয়ে নিতে তাঁর অসুবিধে হবে না। তাঁদের জাহাজের মালিক মিস্টার ভিক্ এমনিতে লোক খারাপ নন। হর্স্টারকে বরখাস্ত করার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। কিন্তু সাহস করতে পারেননি। মিস্টার ভিক নিজেই বলেছেন হর্স্টারকে—কোন পার্টিতে থাকলে নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করা খুব সহজ নয়।

চিৎকার করে ওঠেন থমাস স্টকমান, 'ঠিক, ঠিক বলেছে। খাঁটি সত্যি কথাটা বলেছে। পার্টি হচ্ছে একটা কিমা বানানোর যন্ত্র, মানুষের মস্তিষ্কটাকে একেবারে কুচি কুচি করে কাটে আর সবটা ঘেঁটে-ঘুঁটে একদল মাথামোটার জন্ম দেয় শুধু!'

স্বামীকে চুপ করতে বলেন ক্যাথরিন। ক্যাপ্টেন হর্স্টারের দিকে তাকায় পেত্রা, 'আপনি আমাদের বাড়িতে পৌছে দিতে না এলে হয়ত এটা ঘটত না।'

হর্স্টারের গলায় অকৃত্রিম স্পষ্টতা, 'তার জন্য আমি এতটুকুও দুঃখিত নই।'

পেত্রার কুমারী চোখের অথৈ গভীরে কৃতজ্ঞতার ঝিরিঝিরি কাঁপন। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ও বলে, 'ধন্যবাদ।'

চিকিৎসকের দিকে ঘুরে দাঁড়ান ক্যাপ্টেন হর্স্টার। আর একটা কথা তাঁর বলার আছে। সত্যিই যদি স্টকমানরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে চান, তাহলে আর একটা উপায় এখনও আছে।

থমাস স্টকমান উদ্বেল, 'বলুন বলুন। এ দেশে আর একটা মুহূর্তও থাকতে চাইনা আমি!'

দরজায় আবার করাঘাত। পেত্রা বলে ওঠে, 'নির্ঘাৎ জেঠু।'

চিকিৎসকের গলায় বিদ্রুপ, 'অহো, অহো! আইসো, আইসো!'

ধমকে ওঠেন ক্যাথরিন, 'চুপ কর থমাস, ও-রকম কোরো না।'

মেয়র পিটার স্টকমান এসে দাঁড়ান ঘরের দরজায়। সকলকে দেখে একটু বিব্রত তিনি, কারণ থমাসের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলার জন্যই তিনি এসেছেন। ক্যাপ্টেন হর্স্টার উঠতে যান। নিষেধ করেন থমাস, পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে বলেন ক্যাপ্টেনকে। হর্স্টার, ক্যাথরিন আর পেত্রা চলে যায় পাশের ঘরে আর স্টাডি-রুমে, বাইরে কিছু রোদ, সকালী উষ্ণতা, ঘরের মধ্যে ভাঙা কাঁচ আর একরাশ পাথরকে সাক্ষী রেখে, মুখোমুখী বসে দুই ভাই।

পৃথিবীর অনন্ত ভাণ্ডার থেকে কিছু মুহূর্ত, কিছু আড়ষ্ট সময়, ঝরে পড়ে টপটাপ। কথাহীন, শব্দহীন ঘর। মেয়র চুপচাপ বসে, চোখ জানলায়। প্রথম কথা বলেন থমাসই।

'তুমি বোধহয় একটু অস্বস্তি অনুভব করছ। টুপিটা পরে নাও বরং।'

টুপিটা পরে নিলেন মেয়র, বললেন, 'কাল রাতে বেশ ঠাণ্ডা লেগেছে। রীতিমতো কাঁপছিলুম।'

থমাস হাসেন, 'সত্যি? আমার তো সবকিছুই বেশ উষ্ণ লাগছিল।'

মেযর গম্ভীর, 'গত রাতের বাড়াবাড়িটা ঠেকাতে না পারার জন্যে

আমি দুঃখিত।' তারপর পকেট থেকে একটা বড় খাম বার করে এগিয়ে দিলেন, 'ডিরেক্টররা পাঠিয়েছেন।'

চিকিৎসক নির্বিকার, 'আমার নোটিস নিশ্চয়ই?'

হ্যাঁ, নোটিস। আজ থেকেই জবাব দেওয়া হল থমাস স্টকমানকে। মেয়র জানালেন, এটা করার ইচ্ছে তাঁদের ছিল না, কিন্তু জনমতের কথা ভেবে সাহস পান নি।

চিকিৎসকের ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি। মেয়র আরও জানালেন, কর-দাতাদের সংস্থার পক্ষ থেকে সমস্ত সম্মানীয় নাগরিকের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে থমাস স্টকমানের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক না রাখার জন্য। এর পর আর কেউ থমাসের কাছে আসার সাহস পাবে না, ফলে এ শহরে জীবিকা অর্জনের আর কোন আশাই থাকবে না তার।

চিকিৎসক ভ্রুক্ষেপহীন, 'তো?'

ভাইকে কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে আসার পরামর্শ দেন মেয়র। তারপর মাস ছয়েক পর ফিরে এসে নিজের ভুল স্বীকার করে একটা চিঠি দিলে কাজটা আবার ফিরে পেতে পারে থমাস।

থমাস স্টকমানের নিরীহ জিজ্ঞাসা, 'কিন্তু, জনমত?'

মেয়রের মতে, জনমত বস্তুটা সতত পরিবর্তনশীল। অবস্থা আজ যা, কাল তা থাকবে না।

চিকিৎসকের মেজাজের বারুদে হঠাৎই যেন আগুনের ছোঁয়া লাগল, কঠিন গলায় বলে উঠলেন, 'শুনে রাখো পিটার, স্বয়ং শয়তান আর তার সেই বুড়ি মেয়েছেলেটাও যদি আমার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ায় তাহলেও এতটুকু ভয় পাই না আমি! একতিলও না!'

মেয়র সহিষ্ণু, 'কোন সংসারী মানুষের এভাবে চলার অধিকার নেই, থমাস।'

হেসে ওঠেন চিকিৎসক। অধিকার? কোন স্বাধীন, মুক্ত মানুষ শুধু একটামাত্র অধিকার থেকেই বঞ্চিত—কোন অন্যায়ের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারে না সে। ব্যস, দুনিয়ার আর সব অধিকারই তার হাতের মুঠোয়।

স্থির চোখে ভাইয়ের দিকে তাকান মেয়র। তারপর উপদেশ দেন, 'শোনো থমাস, কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভরসায় এতদূর এগিয়ো না।'

'অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ? মানে?'

মেয়রের চোখ ভাইয়ের চোখে স্থির, 'মর্টেন কিলের উইলের শর্ত তুমি জানো না বলতে চাও?'

চিকিৎসক অবাক। তিনি তো জানেন মর্টেন কিলের অল্পস্বল্প যা আছে, তা কোন এক বৃদ্ধাবাসই পাবে। তার সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক?

সম্পর্কটা মেয়রের কথাতেই জানা গেল। মর্টেন কিলের সম্পত্তি মোটেই অল্পস্বল্প নয়, বিশাল। আর এই সম্পত্তির একটা বড় অংশের উত্তরাধিকারী হবে থমাসের ছেলেমেয়েরা, আর সেই অর্থের সুদটা থমাসরা স্বামী-স্ত্রীতে যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন পাবে। খুবই নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে খবরটা জেনেছেন মেয়র।

থমাস স্টকমান উচ্ছ্বসিত। তার মানে ক্যাথরিন আর ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের জন্যে চিন্তা করার কোন দরকার নেই! আশ্চর্য, বুড়োটা তো এ সব কিছু বলে নি কোনদিন! দেখা হলেই শুধু বেড়ে চলা কর নিয়ে গজ্‌গজ করত। খুশিতে উঠে দাঁড়ান চিকিৎসক, চিৎকার করে ডাকতে যান স্ত্রীকে। বাধা দেন মেয়র। এখন না, পরে। তারপরে আস্তে আস্তে বলেন, 'এত নিশ্চিত হয়ো না। মনে রেখো মর্টেন কিল কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে তার উইল পাল্টাতে পারে।'

চিকিৎসক নির্দ্বিধ, 'আরে না না। লোকটা আর কদিনই বা বাঁচবে? মরণ তো ওর দুয়ারে কড়া নাড়ছে।'

চকিতে চোখ তোলেন পিটার স্টকমান, তীক্ষ্ণচোখে চিকিৎসকের দিকে তাকান, 'আ-চ্ছা! এতক্ষণে বোঝা গেল!'

'কী বোঝা গেল?'

মেয়রের গলার স্বর কঠিন, 'বোঝা গেল যে গোটা ব্যাপারটা খুব ঠাণ্ডা মাথায়, ভেবে-চিন্তে করা। সত্যের দোহাই দিয়ে শহরের সমস্ত প্রধান প্রধান লোকদের ওপর এই হিংস্র, নির্মম আক্রমণ…

হু'…'

'ঐ-সব লোকের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক ?'

উঠে দাঁড়ান মেয়র, 'ঐ প্রতিশোধকামী বুড়োর উইলে নিজের নামটা ঢোকাতে চাও তুমি। আর তার বিনিময়ে আক্রমণ করেছ শহরের সমস্ত মাথা মাথা লোকদের।'

চিকিৎসক প্রায়-বাক্‌রুদ্ধ, 'পিটার তুমি, তুমি…জীবনে যত আবর্জনা দেখেছি, তার মধ্যে তুমিই সবথেকে ঘৃণ্য !'

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন মেয়র, কঠিন গলায় বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। চিরদিনের মতো বরখাস্ত করা হল তোমাকে…কারণ তোমার বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র এখন আমাদের হাতে আছে।' কথা শেষ করেই দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন মেয়র।

শূন্য ঘরে ঘুরপাক খেতে খেতে চিকিৎসকের চিৎকার, 'ক্যাথরিন, ক্যাথরিন ! মেঝেটা ভালো করে ধুয়ে দিয়ে যাও তো আহ্, কোথায় গেলে কোথায়…'

ক্যাথরিন এসে দাঁড়ান দরজায়, কাতর কণ্ঠে বলেন, 'আস্তে থমাস, আস্তে।'

পেত্রাও এসে দাঁড়িয়েছে। ও জানায়, দাদু অর্থাৎ মর্টেন কিল এসেছেন। জামাইয়ের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চান তিনি। এগিয়ে যান থমাস, আহ্বান জানান শ্বশুরমশাইকে। সকন্যা ক্যাথরিন অন্য ঘরে চলে যান।

চারদিকে তাকিয়ে মর্টেন কিল মন্তব্য করে, 'হুঁ, চমৎকার লাগছে বটে। দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া, প্রচুর অক্সিজেন। কাল রাতে তুমি কী-সব অক্সিজেন-টক্সিজেনের কথা বলছিলে না ? তা, আজ নিশ্চই তোমার বিবেক বেশ ঝরঝরে আছে, কী বলো ?'

জামাতা বিনীত, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আছে।'

'হু ! ভালো, ভালো।' বুক পকেটে টোকা মারে চামড়া ব্যবসায়ীটি, 'এখানে কী আছে বলতে পারো ?'

'একটা সুস্থ বিবেক হওয়াই স্বাভাবিক'—চিকিৎসকের উত্তর।

'ফুঃ, বিবেক! তারচে' অনেক দামী জিনিসই আছে'—বলতে বলতে পকেট থেকে একটা মোটা ওয়ালেট বার করে আনে মর্টেন কিল। তারপর সেটা খুলে বার করে একগাদা কাগজ।

কাগজগুলো চিনতে অসুবিধে হয় না থমাস স্টকমানের। স্নানোৎসবের শেয়ারপত্র। বিস্মিত চোখে শ্বশুরের দিকে তাকান তিনি। মর্টেন কিল হাসে। যতগুলো সম্ভব শেয়ার কিনে নিয়েছে সে। বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে পারেন না চিকিৎসক। স্নানোৎসবের এখন যা অবস্থা, তাতে এত শেয়ার-টেয়ার কেনা···

মর্টেন কিলের ঠোঁটে তাঁর নিজস্ব ধূর্ত হাসি, 'একটু বুঝে-সমঝে চললে আবার সব ঠিক করে ফেলতে পারবে তুমি।'

শ্বশুরের কাছে নিজের অসহায়তার কথা খুলে বলতে চান চিকিৎসক। তিনি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, কিন্তু শহরের লোকগুলো যে বদ্ধ উন্মাদ!

একটু একটু করে কাজের কথা পাড়ে ধূর্ত ব্যবসায়ীটি। গতকাল রাতে তাঁর জামাই বলছিল, সবথেকে বেশি আবর্জনা তাঁর কারখানা থেকেই আসে। তার মানে তাঁর ঠাকুর্দা আর বাবার আমলেও একই জিনিস ঘটেছে। কিন্তু মর্টেন কিল নিজের সম্মান রক্ষা করতে চায়। লোকে তাকে বুড়ো ভাম বলে ডাকে। তা ডাকুক। কিন্তু তারা যেন এ কথা বলার সুযোগ না পায় যে—কি হে, বলেছিলুম না? না, নিজের সম্মানে কালি লাগাতে সে রাজি নয়।

চিকিৎসক কৌতূহলক, 'কিন্তু সে কালি মুছবেন কী করে?'

মর্টেন কিলের উত্তর তৈয়ার, 'তুমিই মুছে দেবে।'

'আমি?' চিকিৎসক আকাশ-পড়া।

ধূর্ত ব্যবসায়ী সমাচার শোনায়। ক্যাথরিন, পেত্রা আর দুই নাতি তার সম্পত্তি থেকে যে অর্থটা পেত, সেই অর্থ দিয়েই শেয়ারগুলো কিনেছে সে। নিজের জন্য কিছু অর্থ অবশ্য আলাদা করে সরিয়ে রেখেছে।

চিকিৎসক স্তম্ভিত, 'ক্যাথরিনের ভাগের সমস্ত অর্থটা তুলে নিয়েছেন ?' হ্যাঁ, সবটুকুই। সবটুকু অর্থ এখন স্নানোৎসবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবার সে দেখতে চায় তার জামাই বাবাজীবনটি সত্যি সত্যিই বদ্ধ উন্মাদ কি না। এখনও যদি সে বলে চলে যে মর্টেন কিলের কারখানাই হচ্ছে সবথেকে দূষিত আবর্জনার উৎস, তাহলে তার অর্থ হবে ক্যাথরিনকে, পেত্রাকে আর ছেলেদেরকে একেবারে নিঃস্ব, কপর্দকশূন্য করে দেওয়া। কিন্তু বদ্ধ পাগল না হলে কোন পিতা অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে না।

চিকিৎসকের শরীর জুড়ে অস্থিরতার উত্তাল পদপাত। ঘরময় পায়-চারি করতে করতে আপন মনেই বলে ওঠেন তিনি, 'কিন্তু আমি যে পাগল, সত্যিই পাগল !'

মর্টেন কিল শান্ত। স্ত্রী আর সন্তানদের ভবিষ্যৎকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার মতো পাগলামি থমাস কখনোই করবে না—তার বিশ্বাস।

শ্বশুরের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন চিকিৎসক, 'এইসব জঞ্জালগুলো কিনতে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে একটু কথা বলে নিলেন না কেন ?'

চতুর হাসি ব্যবসায়ীর মুখে। যা হয়ে গেছে, তা তো আর ফেরানো যাবে না।

আবার ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করলেন থমাস স্টকমান, অস্থির, দূরমনা। আহ্, যদি এতটা নিশ্চিত না হতেন তিনি, তাহলে…কিন্তু তাঁর আবিষ্কারে যে কোন ভুল নেই !

হাতের তেলোয় ওয়ালেটটা নাচায় চর্মবণিক, 'শুনে রাখো বাবাজীবন, ঐ-সব আহাম্মুকী না ছাড়লে এগুলো পাওয়ার আশা ছাড়তে হবে তোমাকে।' বলতে বলতে ওয়ালেটটা পকেটে রেখে দেয় মর্টেন কিল।

চিকিৎসক, অসহায়, বলে ওঠেন, 'একটা কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা, কোন নিবারণমূলক ওষুধ বা ঐ-জাতীয় কিছু বিজ্ঞান নিশ্চয়ই আবিষ্কার করতে পারবে।'

'মানে পোকাগুলোকে মারা যাবে বলছ?' মর্টেন কিল অনুসন্ধিৎসু। চিকিৎসকের কপালে চিন্তার অজস্র ভাঁজ, 'অন্তত ওগুলো যাতে কোন ক্ষতি করতে না পারে, তার ব্যবস্থাটাও করা যায়।'

'তা,' চর্মবণিকের প্রাজ্ঞ পরামর্শ, 'একটু ইঁদুর মারার বিষ দিয়েই চেষ্টাটা শুরু করো না কেন!'

মেজাজ চড়ে যায় চিকিৎসকের। ও-রকম হাস্যকর কাজ করলে লোকে কী বলবে? বলবে, সবটাই তাঁর উদ্ভট কল্পনা মাত্র। বলতে বলতেই শান্ত হয়ে যান থমাস। বেশ, তাই হোক। তাই বলুক লোকগুলো। তাঁকে বলে কিনা জনগণের শত্রু, ছিঁড়ে দেয় পরনের পোশাক!

'ভেঙে দেয় জানলাগুলো' -মর্টেন কিল তাল মেলায়।

পরিবারের প্রতি নিজের কর্তব্যের কথা তোলেন থমাস। ব্যাপারটা নিয়ে ক্যাথরিনের সঙ্গে কথা বলতে হবে. এ-সব ব্যাপার ও-ই ভালো বোঝে।

মর্টেন কিল আশ্বস্ত, 'খুব ভালো কথা। ও যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। ও যা বলে, তা-ই কোরো।'

ঘুরে দাঁড়ান চিকিৎসক, শরীরে কাঁপন, 'আর আপনি? মার্কামারা গবেট একটি। ক্যাথরিনের অর্থটা নিয়ে জুয়া খেলতে বসেছেন, আর, আমাকে ঠেলে দিয়েছেন এই ভয়ঙ্কর দোটানার মধ্যে। আপনার দিকে তাকালে কী মনে হয় জানেন? মনে হয় খোদ শয়তান আমার সামনে সশরীরে হাজির!'

মর্টেন কিল নির্বিকার, 'আমি বরং চলি এখন। হ্যাঁ, বেলা ঠিক দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তার মধ্যে জানিও তুমি রাজি কি রাজি নও। রাজি না হলে সমস্ত শেয়ারগুলো আজই কোন দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দোব।'

চিকিৎসক কোন অন্ধকারে ডুবন্ত, 'তাহলে ক্যাথরিন কী পাবে?'

'এক কপর্দকও নয়,' ঘোষণা করে চর্ম-ব্যবসায়ী। আর ঠিক তখনই দরজার সামনে এসে দাঁড়ান হোভস্টাড আর আসলাকসেন।

চিকিৎসকের চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, 'আবার এসেছেন আপনারা ?'
আসলাকসেন জানায়, কয়েকটা ব্যাপারে কথা বলার জন্যই আসতে হয়েছে তাদের। জামাইয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে মর্টেন কিল বলে, 'বেলা দুটোর মধ্যে, হ্যাঁ কিম্বা না।'
হোভস্টাডের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচায় আসলাকসেন। মর্টেন কিল বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।
রুক্ষভাষায় চিকিৎসক জানতে চান—আগন্তুকদের শুভাগমনের হেতুটা কী ?

দুঃখ প্রকাশ করেন হোভস্টাড। সত্যি, কাল রাতে তাঁদের আচরণের জন্য চিকিৎসকের অখুশি হওয়াটা একান্তই স্বাভাবিক। আচরণ ? চিকিৎসক ফুঁসে ওঠেন। ওর নাম আচরণ ? চূড়ান্ত মেরুদণ্ডহীনতার প্রদর্শনী সাজিয়ে বসেছিলেন তো ভদ্রলোক দুজন! ঠিক বুড়ী মেয়েছেলেদের মতো।
তা যা-খুশি বলুন চিকিৎসক, কিন্তু ওঁরা নিরুপায় ছিলেন। প্রশ্ন ছোঁড়েন চিকিৎসক—নিরুপায় ছিলেন, নাকি সাহসে কুলোয় নি।
তা-ও মেনে নিতে আপত্তি নেই কারুর। তবে কিনা, আগেভাগে একটু জানান দিয়ে রাখলে এ-সব ঘটত না।
থমাস স্টকমান বিস্মিত। জানান্ ? কিসের জানান্ ? আসলাকসেনের উত্তর, 'মানে, আপনার আসল উদ্দেশ্যটা সম্বন্ধে একটি জানান দিয়ে রাখার কথাই বলছি আর কি।'
কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না চিকিৎসক। কী আবার আসল উদ্দেশ্য ? আসলাকসেন জানায়, চিকিৎসকের শ্বশুরমশাই যে স্নানোৎসবের প্রায় সমস্ত শেয়ার কিনে নিয়েছেন, সে কথা শুনেছে তারা। তা, এত ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয়কে দিয়ে না করিয়ে, অন্য কাউকে দিয়ে কাজটা করালেই বুদ্ধিমানের কাজ হত। হোভস্টাড যোগ করেন—তাছাড়া, নিজের নামে সবটা করতে যাওয়াটাও বোকামী হয়েছে চিকিৎসকের। স্নানোৎসবের ওপর আক্রমণটা যে তিনিই করছেন, সেটা লোককে জানানোর কোন

দরকারই ছিল না। তাঁকে বললে চিকিৎসকের হয়ে তিনিই কাজটা করে দিতেন খুশি মনে।

চিকিৎসকের চোখ কোন অজানা বিন্দুতে স্থির, নির্নিমেষ ব্যাপারটা এবার যেন বুঝতে পারছেন তিনি। কোন বজ্রাহত মানুষের মতো বলে উঠলেন, 'অসম্ভব, অবিশ্বাস্য! এ-ও কী হতে পারে?'

আসলাকসেনের মুখে মৃদু হাসি। হতে পারে কেন, হয়েছে। কিন্তু কাজটা অনেক সুকৌশলে করা যেতে পারত। হোভস্টাডের বক্তব্য, সবথেকে ভালো হত সঙ্গে আরও দু'একজনকে জুটিয়ে নিলে কেননা কয়েকজন একসঙ্গে থাকলে কোন একজনের ওপর খুব বেশি দায় বর্তায় না।

ততক্ষণে নিজেকে সামলে করে নিতে পেরেছেন চিকিৎসক। স্থির, নিষ্কম্প গলায় প্রশ্ন করেন, 'কাজের কথায় আসুন। কী চান আপনারা?'

আসলাকসেন সবিনয়ে জানায়, সবটা জানার পর পিপ্‌ল্'স্ হেরাল্ড আবার চিকিৎসকের পাশে এসে দাঁড়াতে চায়। চিকিৎসকের নিরীহ জিজ্ঞাসা, 'কিন্তু, জনমত? প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যাবে যে!' হোভস্টাড প্রত্যয়ী, সে ঝড় থামাতে অসুবিধে হবে না। আসলাক-সেনের সুচিন্তিত অভিমত, তখন ঝটপট চিকিৎসককে কৌশল পাল্টে ফেলতে হবে। কাজ যখন মিটেই গেছে···

'অর্থাৎ, আমি আর আমার শ্বশুরমশাই মিলে শেয়ারগুলো যখন সস্তায় কিনেই ফেলেছি—তাই তো?'

তাই-ই বটে। হোভস্টাড বলেন, তাঁর ধারণা গবেষণার সুবিধের জন্যেই স্নানোৎসবটাকে নিজের দখলে আনতে উঠে পড়ে লেগে-ছিলেন থমাস্ স্টকমান।

ঘাড় নেড়ে সায় দেন চিকিৎসক। তা ঠিক, গবেষণার সুবিধের কথা ভেবেই বুড়ো ভামটাকে নিজের দলে জুটিয়েছিলেন তিনি। এবার পাইপগুলোকে একটু তালি-তাপ্পা দিয়ে মেরামত করে, বেলাভূমিতে

আর একটু গভীর গর্ত খুঁড়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। শহরের বাসিন্দাদের পকেট থেকে একটা পেনিও খরচ হবে না। কি, এতে চলবে না?

হোভস্টাড একমত—চলবে। তবে সে কাজে পিপ্‌ল্‌'স্ হেরাল্ডকে পাশে পেতে হবে। আর অভিজ্ঞতার খাস-দরিয়া আসলাকসেন যোগ করে—স্বাধীন সমাজে সংবাদপত্রের ক্ষমতা অসীম।

'একশবার, একশবার। আবার জনমতও এখানে অসীম ক্ষমতাবান, কী বলেন! তা, ঐ সম্পত্তি-করদাতাদের সংস্থাকে আমার সমর্থনে টেনে আমার ভারটাও তো নিশ্চয়ই আপনি নিচ্ছেন, মিস্টার আসলাকসেন?'

আসলাকসেন হাত গুটিয়ে তৈয়ার, 'সম্পত্তি-করদাতাদের সংস্থা আর মিতাচারী সংস্থা, দুটোর ভারই নিচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

চিকিৎসক অত্যন্ত বিনয়ী, 'কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, প্রশ্নটা করতে আমার লজ্জাই হচ্ছে, তবু বলি—এর বিনিময়ে আপনারা কী পাবেন?'

সম্পাদক হোভস্টাড তটস্থ। না না, এই সাহায্যের বিনিময়ে তেমন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা তাঁরা করছেন না। আসলে তাঁদের কাগজটা এই মুহূর্তে একটা নড়বড়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, খরচ কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। হাতের সামনে এক গাদা রাজনৈতিক কাজ জমে রয়েছে, এ সময় কাগজটা তুলে দেওয়াটাও বোকামি হবে। এইসব সাত-পাঁচ ভেবেই······

চিকিৎকের গলায় সমবেদনা, 'তা তো বটেই, আপনাদের মতো জনগণের বন্ধুদের পক্ষে সে আঘাত সামলানো সত্যিই মুস্কিল।' অকস্মাৎ গলা চড়ান চিকিৎসক, 'কিন্তু আমি তো জনগণের শত্রু!' বলতে বলতে ঘরের এদিক-ওদিক তাকান তিনি, 'আমার ছড়িটা কোথায় গেল? ছড়িটা?'

হোভস্টাড আতঙ্কিত। কী করতে চাইছেন চিকিৎসক? আসলাকসেন

কম্পিত। চিকিৎসক কি…

স্থির হয়ে দাঁড়ান থমাস স্টকমান। বলেন, 'আমার শেয়ার থেকে একটা কপর্দকও যদি আমি আপনাদের না দিই, তাহলে? জানেন তো, বড়লোকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা খুব সহজ কাজ নয়!'

সম্পাদক নড়ে-চড়ে বসেন, 'আর আপনিও নিশ্চয়ই জানেন যে এই শেয়ার কেনার ব্যাপারটাকে দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়!'

এতটুকুও বিস্মিত নন চিকিৎসক। হ্যাঁ, তিনি জানেন। আর এ-ও জানেন যে হেরাল্ড কাগজকে যদি তিনি সাহায্য না করেন, তাহলে এই লোকগুলোই তাঁকে ছিঁড়ে খাবে, কুকুর যেমন করে খরগোশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে তাঁর ওপর।

অতিথি দুজন এতে আপত্তির কিছু দেখতে পান না। এটাই তো প্রতিটি জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। যে-কোন উপায়ে খাদ্য যোগাড় করা নিয়ে কথা।

ক্রুদ্ধ চিকিৎসক ছুটে গিয়ে একটা ছাতা তুলে নেন হাতে, তারপর সেটা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসেন, 'দেখা যাক আপনারা এবার কী পান! এ ঘরের এই তিনজন জীবের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী কে, সেটা এবার দেখা যাক। অ্যায়, অ্যায়…'

সন্ত্রস্ত হোভস্টাডের আর্তনাদ, 'আপনি কি আমাদের মারধোর করবেন নাকি?'

আসলাকসেন বিবর্ণ, 'সামলে, সামলে!'

দুই বাস্তুঘুঘুকে তাড়া করেন চিকিৎসক। আসলাকসেনের আর্ত চিৎকার শোনা যায়, 'সংযত হোন ডাক্তার স্টকমান, সংযত হোন! আমি আর দম ফেলতে পারছি না। কে আছ, বাঁচাও বাঁচাও!'

চিৎকার শুনে ছুটে আসেন ক্যাথারিন আর ক্যাপ্টেন হর্স্টার, পিছনে পিছনে পেত্রাও। ক্যাথরিন চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এ-সব কী হচ্ছে থমাস?'

থমাস স্টকমান বেপরোয়া। ভয়ংকর বেগে ছাতা দোলাতে দোলাতে হুংকার দিচ্ছেন, 'বেরোও, বেরোও বলছি!'

'কিচ্ছু করিনি আমরা, শুধুশুধু'—বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন হোভস্টাড, পিছু পিছু আসলাকসেন। যঃ পলায়তি স জীবতি!

ক্যাথরিনের বিস্মিত জিজ্ঞাসা—ব্যাপারটা কী? ছাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন চিকিৎসক, বললেন, 'পরে বলব। এখন একটু অন্য বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে।' বলতে বলতে একটা ভিজিটিং কার্ডের ওপর খসখস করে কী-সব লিখে স্ত্রীর চোখের সামনে মেলে ধরলেন, 'কী দেখছ?'

ক্যাথরিন দেখলেন, কার্ডে লেখা রয়েছে—না, না, না। এ-সবের অর্থ কী?

'পরে বলব।' কার্ডটা পেত্রার হাতে তুলে দিলেন চিকিৎসক, 'কাজের মেয়েটিকে দিয়ে এটা এক্ষুণি ঐ বুড়ো ভামটার কাছে পাঠিয়ে দে। এক্ষুণি।'

কিছুই বুঝল না পেত্রা, শুধু ঝটপট বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। চিকিৎসকের ক্ষিপ্ত ঘোষণা শোনা গেল, 'কলমটাকে আরও তীক্ষ্ণ করব এবার, ঐ দিয়েই শূলে চড়াব সবকটাকে, বিষের পাত্রে ডুবিয়ে নেব নিব, গোটা দোয়াতটা ছুঁড়ে মারব ওদের মুখে!'

স্বামীকে শান্ত করার চেষ্টা করেন ক্যাথরিন, 'বেশ বেশ। কিন্তু আমরা তো চলেই যাব এখান থেকে!'

পেত্রা ফিরে আসে। কার্ডটা পাঠিয়ে দিয়েছে দাদুর কাছে। চিকিৎসকের মুখে হাসি। স্ত্রীর দিকে তাকান তিনি, 'হ্যাঁ, কী বলছিলে যেন? চলে যাচ্ছি? না, কক্ষনো নয়। এখানেই থাকছি আমরা।'

'থাকছি?' পেত্রার গলায় অতল বিস্ময়।

'এখানে?' ক্যাথরিন রুদ্ধশ্বাস।

থমাস স্টকমান প্রস্তর মূর্তির মতো স্থির। হ্যাঁ, এখানে, এই শহরেই। এটাই তাঁর যুদ্ধক্ষেত্র, রণাঙ্গণ। এখানে দাঁড়িয়েই লড়বেন তিনি,

ছিনিয়ে আনবেন জয়। এক্ষুণি বেরোবেন তিনি, খুঁজে বার করবেন একটা বাসস্থান, একটা মাথা-গোঁজার ঠাঁই।

হাওয়ায় ভাসে ক্যাপ্টেন হর্স্টারের স্বর, 'আমার দুয়ার খোলা, ডাক্তার। বাড়িতে আমার ঘরের অভাব নেই, আর আমি তো বাড়িতে প্রায় থাকিই না।'

চিকিৎসক উচ্ছ্বসিত। ক্যাথরিনের গলায় ভিজে-ভিজে স্বাদ। পেত্রা ধন্যবাদ জানায় ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেনের হাতে হাত রাখেন চিকিৎসক, 'ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ। যাক, আর ভাবনা নেই। এবার আসল কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব নিশ্চিন্তে। এখানে কতকিছুই যে করার আছে এখনও! মনপ্রাণ ঢেলে কাজগুলোয় হাত দেব এবার।'

সবার সামনে নিজের কথা বলে যান চিকিৎসক। স্নানোৎসবের চাকরি তাঁর গেছে, প্রাইভেট প্র্যাকটিসও আর চালাতে পারবেন না। কিন্তু সহায়সম্বলহীন যারা, যারা তাঁকে অর্থ দিতে পারে না, তাদের চিকিৎসা তিনি চালিয়েই যাবেন। তাদেরই তো তাঁকে সবথেকে বেশি দরকার। ওদেরকে তিনি অনেককিছু শেখাবেন। ঐ-সব জনমত, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আর যতসব বাক্যবাগীশদের আর তিনি নিজের ওপর চেপে বসতে দেবেন না। তাঁর উদ্দেশ্য নিতান্তই সহজ সরল, স্পষ্ট। লোককে তিনি বোঝাবেন—এই উদারপন্থীগুলোই হচ্ছে স্বাধীনতার সবথেকে বড় শত্রু, পার্টি কর্মসূচীর একমাত্র কাজ হচ্ছে প্রতিটা নতুন আর সজীব ভাবনাকে গলা টিপে মারা, আর ঐ তথাকথিত উপযোগিতার নীতি সমাজের সমস্ত নৈতিকতা আর ন্যায়বোধকে একেবারে উল্টো মুখে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। সবকিছু মিলেজুলে জীবন একটা অনর্থক বোঝা হয়ে চেপে বসছে মানুষের ঘাড়ে। এ সত্য তিনি মানুষকে বোঝাবেনই। পারবেন না? ক্যাপ্টেন হর্স্টারের কী মনে হয়?

হর্স্টার প্রত্যয়ী, 'নিশ্চয়ই পারবেন। তবে আমি তো এ-সব ব্যাপার ঠিক বুঝি না।'

চিকিৎসক খুশি। তাঁর বক্তব্য, মানুষকে আসলে এইসব পার্টি নেতাদের খপ্পর থেকেই মুক্তি পেতে হবে। পার্টি নেতারা হচ্ছে ঠিক হিংস্র নেকড়ে বাঘের মতো, বেঁচে থাকার জন্য যাদের প্রতিদিন নতুন নতুন শিকার খুঁজতে হয়। ঐ হোভস্টাড আর আসলাকসেন হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মানুষকে ওরা এমনভাবে উত্যক্ত করে চলে, যাতে তারা বাধ্য হয়ে যোগ দেয় সম্পত্তি করদাতাদের সংস্থায়, গ্রাহক হয় পিপ্‌ল'স্‌ হেরাল্ডের।

টেবিলের ওপর বসে পড়েন থমাস স্টকমান। আশ্চর্য এক স্বপ্ন, এক বর্ণময় আলো-ফোটা স্বপ্ন এখন তাঁর চোখের গভীরে, রক্তের কণায় কণায়, অস্তিত্বের সবখানে। স্ত্রীকে ডাকেন চিকিৎসক, 'দ্যাখো ক্যাথরিন, চারদিকে আজ কত ঝকমকে রোদ, কী তরতাজা বাসন্তী হাওয়া!'

ক্যাথরিন বিষন্ন, 'রোদ আর হাওয়া দিয়ে তো আমরা বেঁচে থাকতে পারব না, থমাস!'

দুশ্চিন্তার জগৎ পার হয়ে এসেছেন চিকিৎসক, 'একটু বুঝে-শুনে চলতে হবে ক্যাথরিন। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে। ও নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। চিন্তা শুধু একটাই—আমার পরে আমার এই কাজ কে চালিয়ে নিয়ে যাবে?'

কথা বলে পেত্রা, আশার দোলন ওর গলায়, 'তুমি এখনও অনেকদিন বাঁচবে বাপি। আর—ঐ দ্যাখো, এজ্‌লিফ আর মর্টেন আসছে!'

ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায় এজ্‌লিফ আর মর্টেন। ক্যাথরিন শুধোন, 'কিরে, এর মধ্যে ছুটি হয়ে গেল?'

না, স্কুলের ছুটি এখনও হয়নি। খেলার সময় অন্য ছাত্ররা ওদের সঙ্গে মারামারি শুরু করেছিল। ওরাও ছেড়ে কথা বলেনি। দেখেশুনে মিস্টার ররল্যাণ্ড বলেছেন, এখন ক'দিন ওদের স্কুলে না যাওয়াই ভালো।

টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েন চিকিৎসক, উচ্ছ্বাসমাখা গলায় চিৎকার করে ওঠেন, 'পেয়েছি পেয়েছি! শোনো এজ্‌লিফ, শোনো

মর্টন, তোমরা আর ঐ স্কুলে কোনদিন যাবে না।'

ছেলেরা অবাক। আর কোনদিন স্কুলে যাবে না তারা? ক্যাথরিন আকুল দরিয়ায়। কী বলছে থমাস?

থমাস স্টকমানের গলায় দৃপ্ত ঘোষণা, 'না, কোনদিন না। তোমাদেরকে আমি নিজে পড়াবো, নিজে শেখাব! ঐ-সব মিথ্যে আর তোমাদের শিখতে দেব না আমি!'

উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে বালক মর্টন। চিকিৎসক বলে যান, 'তোমাদের দুজনকে আমি সৎ, স্বাধীনচেতা মানুষ করে গড়ে তুলব··· আর পেত্রা, তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

পেত্রার বুকে তৃপ্তির দোদুল দোলা। অবশ্যই করবে, বাপির পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে ও।

আগামীদিনের ভাবনায় চিকিৎসক বিভোর। সেই ঘরে, যে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওরা তাঁকে জনগণের শত্রু নামে চিহ্নিত করেছিল, সেই ঘরেই বসবে তাঁর বিদ্যালয়। তবে, দুজন ছাত্র থাকলে তো চলবে না, অন্তত জনা বার ছেলে চাই।

ক্যাথরিনের গলায় সংশয়, 'কিন্তু, এই শহর থেকে তো কোন ছেলেকে পাবে না তুমি!'

'দেখা যাক', বলতে বলতে ছেলেদের দিকে তাকালেন চিকিৎসক, 'আচ্ছা, একেবারে রাস্তায় থাকা কোন ছেলেকে চিনিস না তোরা?'

মর্টন কাজের ছেলে, 'চিনি বাপি, রাস্তার অনেক ছেলেকেই চিনি আমি।'

ব্যস, আর চিন্তা নেই। রাস্তায় থাকা দু'একটা নিরাশ্রয় ছেলেকে নিয়ে আসুক ওরা। তাদের ও পরেই একটা পরীক্ষা চালাবেন চিকিৎসক। কে বলতে পারে, ওদের বুকে কোন সোনার খনি নেই?

উস্‌খুসে কৌতূহলটা এতক্ষণে প্রকাশ করে মর্টন, 'কিন্তু বাপি, আমরা যখন বড় হয়ে সৎ আর স্বাধীনচেতা মানুষ হব, তখন আমরা কী করব?'

ছেলের দিকে তাকান চিকিৎসক, চোখে তাঁর সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি,

'তখন তোরা সবকটা নেকড়ে নিকেশ করবি, গলা টিপে মারবি সকটাকে।'

কিশোর এজ্‌লিফের চোখে সংশয়ের ছায়া। মর্টেন উৎফুল্ল। আনন্দে লাফিয়ে ওঠে ও।

ক্যাথরিন কাতর, 'কিন্তু এখন যে ঐ নেকড়েরাই তোমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে!'

হা-হা করে হেসে ওঠেন চিকিৎসক। তাড়া করে বেড়াচ্ছে! তাঁকে! এখন! ক্যাথরিন বোধহয় উন্মাদ হয়ে গেছে। আরে, তিনি এখন এ শহরের সবথেকে শক্তিমান মানুষ। তাঁকে তাড়া করবে ঐ নেকড়ের পাল!

সারা ঘর স্তব্ধ, বিস্ময়ের বাঁধ-ভাঙা বান প্রত্যেকের শরীরে। সবথেকে শক্তিমান? এখন?

চিকিৎসক থমাস স্টকমানের চোখে কোন তুষার-পাহাড়ের শুভ্র দীপ্তি, গলায় আশ্চর্য এক বিশ্বাসের ছোঁয়া, 'হ্যাঁ, সবথেকে শক্তিমান। আর সেইসঙ্গেই বলছি, সারা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যে কজন সবথেকে শক্তিমান মানুষ আছে, আমি যাদের একজন।'

মর্টেনের চোখ-মুখ উজ্জ্বল, 'সত্যি বাপি?'

গলা নামালেন চিকিৎসক, প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'চুপ, এ-কথা যেন এখন কেউ না জানতে পারে। আমি একটা দারুণ আবিষ্কার করেছি, বুঝলি!'

ক্যাথরিন বলে ওঠেন, 'আবার আবিষ্কার!'

'হ্যাঁ, আবার'—সকলকে নিজের চারপাশে টেনে নিলেন চিকিৎসক। তারপর প্রত্যয়ভরা গলায় জানালেন, 'বুঝলে, আমি আবিষ্কার করেছি, যে মানুষ একেবারে নিঃসঙ্গ, যে মানুষ একেবারে একাই দাঁড়াতে পারে—পৃথিবীতে তার চেয়ে শক্তিমান আর কেউ নেই!'

আশ্চর্য একটুকরো হাসি ছড়িয়ে পড়ে ক্যাথরিনের মুখে, স্বামীর চোখে চোখ রেখে বলেন, 'ওহ্, থমাস, থমাস...'

আর পেত্রার শরীর জুড়ে গর্বের প্লাবন, সাহসের হিল্লোল। পরম আবেগে বাবার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ও ডাকে, 'বাপি!'

নরওয়ের তুষারে তখন স্বপ্ন-থৈথৈ রোদ্দুরের ঢল, আর মাটির বুকে ঠোঁট রেখে বাসন্তী হাওয়ার কুশল-জিজ্ঞাসা—ভালো আছো তো!